শুভেচ্ছা
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা —সম্পাদক

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

11 April 2024, Thursday, 8th Year, Issue 369, 40 Pages

শিল্পঘর:
ঈদের সাজ পোশাক
পৃষ্ঠা ৩৪

১১ এপ্রিল ২০২৪, ২৮ চৈত্র ১৪৩০, ২ শাওয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৬৯, পৃষ্ঠা: ৪০

রবার্ট কেনেডি কি বাইডেনের ‘দুঃখ’ হবেন!

রওশন হক

রবার্ট কেনেডি

“বাইডেন যা করেছেন, আমেরিকার ইতিহাসে কেউ তা করেননি" - রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। প্রয়াত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাইপো রবার্ট। তাঁর বাবা রবার্ট এফ কেনেডিও ডেমোক্র্যাট দলের খ্যাতনামা নেতা ছিলেন। গণতন্ত্রের পক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকেও বেশি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

ঈদের জামাত বুধবার উত্তর আমেরিকা জুড়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে ঈদুল ফিতর। প্রতিটি ঈদের নামাজে ফিলিস্তিনসহ বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। নিউইয়র্কের ব্রংকস পার্কচেস্টারে। সৈয়দ মাসুদুল কবির

নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে নিজের তুলনা ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ডেস্ক রিপোর্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মানবাধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৫ এপ্রিল শনিবার নিজেকে ম্যান্ডেলের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন। আসছে নির্বাচনে প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রচারশিবির থেকে এ নিয়ে দ্রুত ও তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে তাঁকে।

রিপাবলিকান পার্টি থেকে আবারও প্রার্থী হয়েছেন ৭৭ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা চলমান। এরমধ্যে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা রয়েছে। এসব মামলায় তাঁকে কারাগারে যেতে হতে পারে। এর মধ্যে একটি মামলা হচ্ছে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মুখ বন্ধ রাখতে সাবেক এক পর্নো তারকাকে ঘুষের অভিযোগ। ওই বছর ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৫ এপ্রিল এ মামলার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

ঈদ-আনন্দে মুসলিম জাহান, গাজাবাসী অসহায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সারা মুসলিম জাহান যখন পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করছে, গাজাবাসী তখন অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। এমনকি পবিত্র ঈদের দিনেও ইসরায়েলি বর্বরতা থেকে রেহাই পায়নি তারা। তাদের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

কেএনএফ: স্বাধীন বাংলার নতুন হুমকি!

পাহাড়ে অশান্তি

সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটিকে স্বাধীন করতে চাইছে। সরকার কি আসলেই চুপ।

তানভীর সিদ্দিকী

ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের সব খানে। বৃহস্পতিবার খুশির ঈদ উদযাপিত হয়েছে। ঈদের আনন্দ ঘরের ঘরে পৌছে গেছে। কিন্তু একটা চিন্তার বলি রেখা সবার কাছে স্পষ্ট। বাংলাদেশের পাবর্ত্য এলাকায় কি হচ্ছে। কি ভাবে পুলিশের মহা পরিদর্শক-আইজির উপস্থিতিতে কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট-কেএনএফ ব্যাংক লুট, সন্ত্রাসী হামলা করে পাহাড়ের বড় অংশ স্বাধীন করার বার্তা দিচ্ছে।

এ বার্তায় চিন্তিত সরকার এবং জনগণ। চিন্তার কারন আরো আছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী কেএনএফের হামলার পর সাংবাদিকদের বলেছেন, বান্দরবানের বৃহৎ অংশ জনগণকে খ্রীস্টান ধর্মে ধমান্তরিত করা হয়েছে। এখন তারা প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে ভারত এবং মায়ানমারে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটিকে স্বাধীন করতে চাইছে। এত বড় আতংকের খবর জেনেও সরকার কি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

শুভবোধ জাগানোর এখনই সময়

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সে তো প্রকৃতির অমোঘ ক্রিয়া। দুর্লঙ্ঘ তার পরিণতি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বনের পশু, সমস্ত ভূচর, জলচর, আকাশের পাখি নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে প্রাণপণ ছুটে পালায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু মানুষ? তাদের তো জীবজন্তুর মতো গায়ে অমিত শক্তি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Fame Tech

Become a Backend Developer

Backend Development :
- Java
- Spring Boot
- Mongo BD
- REST API
- Software testing (Unit, Component, Integration)

Frontend Development :
- React JS
- Material US
- Fetch

Have you been thinking about starting your career as a software developer?

Have you been working as a QA or automation engineer, and want to move to software development?

Did you know backend and frontend developer's salary starts from 120k+, and sky's the limit?

37-07 74th street, Suite-3
Jackson Heights, NY-11372
+1(914) 468-3475

One of the top immigration law firms in the USA

raju law

আপনি জানেন কি?

আমেরিকায় আসার এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময় **অ্যাসাইলাম** আবেদন করতে পারবেন

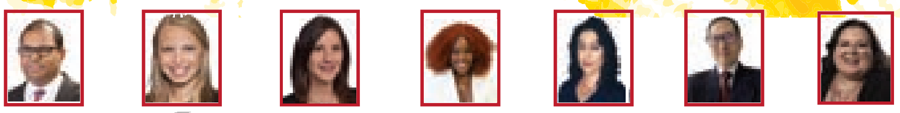

Raju Mahajan, Esq. | Chelsea Smith, Esq. | Rachael Eva Warner Gilburd, Esq. | Ericline M. Williams, Esq | Stephanie Mazzotta, Esq. | John P. Yun, Esq. | Amanda V. Skiscim, Esq.

NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375

Head Office (Washington DC) 301-919-3610
Branch Offices
Los Angeles
323-499-5815
213-729-9345

GEORGIA
770-655-9166
458-272-5793
BANGLADESH
01602-270365
01760-697648 (F-1)
01728-383454 (F-1)

934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি
Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:
• চিকিৎসা সেবা
• ভিজিটিং নার্স
• দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
• প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
• ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
• শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
• বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
• প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
• বিনোদন ও আহার
• পরিবহন এবং অন্যান্য!
সেইস্যাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**
আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org
*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।
H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali
বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

আপনাকেই বলছি!!!
আমেরিকায়/ কানাডাতে ইমিগ্রেশন অথবা নন ইমিগ্রেশনে প্রসেসিং করতে।
আমাদের পরামর্শ আপনাদেরকে সবকিছুতে এগিয়ে রাখবে।
+1 347 279 8366 , +1 347 476 7522,
+1 347 476 3393, +1 929 867 3735,
+1 929 393 9061 & write2civa@gmail.com
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

Bring your Product from Bangladesh to USA with Very affordable Price
Bangladesh to USA
37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, USA
morshedshippingcompany@gmail.com

তাজউদ্দিন, সিপিএ পি.সি
TAJUDDIN CPA P.C
TAX AUDIT BUSINESS
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ এম্প্লয়েড (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
একাউন্টিং বুককিপিং, পেরোল, ডব্লিও টু,
করপোরেশন ওপেন।
Phone:
917-353-9026
646-744-4292
আবুনাসের তাজউদ্দিন
সিপিএ এমএস
37-11 74Th Street Floor 2, Suite R1
Jackson Heights NY 11372
Email: atajuddincpa@gmail.com
Web : tajuddincpa.com
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

দেশ এবং প্রবাসের সবাইকে
ঈদ মোবারক ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
GOLDEN AGE
HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 718-775-7852
PRESENTS
BOISHAKI UTSHOB
POWERED BY
rivertel
GRAND
SPONSOR
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
বৈশাখী উৎসব
১৪৩১
সৌজন্যে :
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
917-282-9256
বৈশাখী উৎসব উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
এবং দোয়ার উপজেলা সমিতির সম্মানিত
সভাপতি জনাব দুলাল বেহেদু
SUNDAY 14TH APRIL
AT 2 PM TO 11 PM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 WEXFORD TERRACE, JAMAICA, NY 11432
ORGANIZED
BY
SHOWTIME
MUSIC
MEDIA PARTNERS
ঠিকানা
CHANNEL
Rtv
TIME
IBTV USA
নিউইয়র্ক সময়
NRBC.TV
FOR MORE INFORMATION 646 546 6038

সম্পাদকীয়

সৌহার্দ্য ও সম্পীতির ঈদুল ফিতর

‘ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানি তাগিদ।’ শাওয়াল মাসের বাঁকা চাঁদ দেখার পরেই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই গান চারদিকে তুলে সুরের মূর্চ্ছনা।

প্রথাগতভাবে বাঙালিরা উৎসবপ্রিয় জাতি। আমাদের বাঙালিত্বের রঙ খুব উজ্জ্বল। আমাদের জীবন সদা সর্বদা উৎসবের আলোতে মোড়ানো। বাঙালির এমনিতেই বারো মাসে তেরো পার্বণের জীবন। এর মধ্যে সবগুলোই প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলানোর উৎসব। হৃদয় থেকে হৃদয়ে রঙ ছড়িয়ে দেওয়ার উৎসবে সমৃদ্ধ বাঙালির জীবন। তার মধ্যে ঈদুল ফিতর অন্যতম। এটি মহাসম্মিলনের উৎসব।

ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। ঈদের এই খুশিকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যেই যেন সব আনন্দ নিহিত। চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে মেতে উঠেছে সব বয়সের মানুষ। সব শ্রেণি-পেশার আনন্দ ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে। শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন একে অপরের সঙ্গে। ডিজিটাল এই যুগে ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর ধুম পড়েছে ফোনে-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও। ঈদ যেন এক সম্মিলন। নাড়ির টানের সাথে মানবিকতার সম্মিলনে বিভিন্ন কর্মউদ্যোগ তৈরি হয়, তা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সামাজের এইসব সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা, কর্মউদ্যোগ থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে দেশ গঠনের নানা পরিকল্পনা। ঈদের আনন্দে বর্ণিল হয় নতুন স্বপ্নগুলো।

ঈদ আসে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে। তখন মূর্ত হয়ে ওঠে কাজী নজরুল ইসলামের সেই চরণটি ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান’। প্রতি বছর ঈদ এলেই আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হয়, আমরা আনন্দে মেতে উঠি। উৎসবের রঙে রঙিন শৈশব সামনে এসে দাঁড়ায়।

> সৌহার্দ্য সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে এমন আহ্বানের তুলনা কঠিন। এমন আহ্বান বুঝে যাক মানুষের মন, সব সময় গোছানো থাক ভালোবাসার বন্ধন, ঈদের আনন্দে ভরে থাক সবার জীবন, সৌহার্দ্য সম্প্রীতি অটুট থাকা সারা মাস, সারাদিন।

ঈদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝার জন্য রমজানের তাৎপর্য বুঝতে হয়। এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর আসে ঈদ, আসে ঈদের আনন্দ। ঈদের জামাতে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ একত্রিত হয়। ঈদের জামাতের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও জাতীয় ঐক্য। হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সাম্যের উৎসবে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কথায় বলা হয় ঈদের আয়োজনের মাধ্যমে। প্রার্থনা করা হয় বিশ্বের শান্তি, প্রার্থনা করা হয় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ জাগরণের। ঈদের মূল কথাই হলো পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। ঈদের দিন আনন্দ উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি আমাদের উৎসব হোক ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণের দৃঢ় অঙ্গীকার।

ঈদ আমাদের মাঝে যে আসমানি বার্তার প্রগাঢ়তা আনে, তার বর্ণনা হাজার শব্দে লিখেও শেষ করা যাবে না। এখানে ফের ফিরে যেতে হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের কাছে। সুরে-শব্দে তিনি গেঁথেছেন ঈদের মহিমাকে। বলেছেন, ‘আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে,/তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল/ইসলামে মুরিদ।’ আহ্বান জানিয়েছেন, ‘যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা, নিত্য উপবাসী,/সেই গরীব ইয়াতীম মিসকিনে দে যা কিছু মুফিদ’....’তোরে মারল’ ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা,/সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে/ প্রেমেরই মসজিদ।’

সৌহার্দ্য সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে এমন আহ্বানের তুলনা কঠিন। এমন আহ্বান বুঝে যাক মানুষের মন, সব সময় গোছানো থাক ভালোবাসার বন্ধন, ঈদের আনন্দে ভরে থাক সবার জীবন, সৌহার্দ্য সম্প্রীতি অটুট থাকা সারা মাস, সারাদিন।

তবে এ সময়ে এসে আমরা একটি বিষয় ভালোভাবেই পেয়েছি, তা হলো- আজকাল সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা প্রচুর জাকাত দিচ্ছেন। পবিত্র রমজান মাসের শিক্ষায় ঐক্যের পথে, কল্যাণের পথে, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিত্তশালীরা যার যার এলাকায় বেশ কিছুসংখ্যক দরিদ্র মানুষকে নতুন পোশাক এবং উন্নতমানের খাবার বিতরণ করছেন। কখনো কখনো জাকাতের একটি বড় অংশ দিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য আয়ের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অনেক মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। তাই এখন ধনীদের পাশাপাশি দরিদ্রদের ঘরেও একইভাবে ঈদের আনন্দ প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রত্যাশা, ঈদ যেন সবসময় মানুষের আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দেয় এবং মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে শেখায়।

বিদ্বেষ ও হানাহানি মুক্ত হোক! সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূর হোক! আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ়তর হোক! আগামী দিনগুলো সুন্দর ও সৌন্দর্যমন্ডিত হোক! হাসি-খুশি ও ঈদের আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংযম, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা।

মোদির মোকাবিলা করা কী কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব?

সেলিম খান

ভারত ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়েছে তা-ও প্রায় ৭৭ বছর হতে চলল। এই দীর্ঘ সময়ে দেশটির স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল কংগ্রেস কখনো টানা ১০ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকেনি। এই প্রথম ১০ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে দলটি। বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরে আর তারা ক্ষমতার ধারে–কাছে ঘেঁষতে পারেনি। ২০২৪-এও পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহদের মতো কর্তৃত্ববাদী শাসক এবং বিজেপি ও এর মাতৃতুল্য সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) মতো সংগঠিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন, তা বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব দেখাতে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। এর সাথে বিজেপি বা আরএসএস ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণে যে সূক্ষ্ম (কখনো কখনো মোটা দাগে) সাম্প্রদায়িকতার কার্ড খেলা শুরু করেছে, তা কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে সেটাও কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছ থেকে জানা সম্ভব হয়নি। শুধু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের স্লোগান তুলে এর মোকাবিলা কঠিন, এটা এতদিনে প্রমাণিত। তবে এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করবেন বলে মনে হয় না যে, ভারতে বিজেপির পাল্টা শক্তি দাঁড় করাতে হলে কংগ্রেসেরও কোনো বিকল্প নেই।

কংগ্রেস ১৩৯ বছরের একটা পুরোনো দল। জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত ৬৬ বার ভেঙেছে। তারপরও কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর, অরুণাচল থেকে গোয়া–সর্বত্রই কংগ্রেসের একটি হলেও দলীয় কার্যালয় আছে। একজন হলেও কংগ্রেসের নেতা-কর্মী-সমর্থক আছে। যা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও বিজেপির নেই। এই বিপুল বিস্তৃতি যেমন কংগ্রেসের জন্য ইতিবাচক, তেমনি নেতিবাচকও বটে। এই বিশাল বপুকে ঠিক মতো চালানোর জন্য মস্তিষ্কের যে আকার ও কার্যকারিতা থাকা প্রয়োজন, তা দলটির নেই। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে কিনা, এ সন্দেহ জাগাটা অসমীচীন হবে না। বিশেষত গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে নেহেরু-গান্ধী পরিবারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে চলার কারণে দলটির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

কংগ্রেসের আরেকটি বড় সমস্যা ভিন্ন মত মেনে নেওয়ার অক্ষমতা। এই যে ৬৬ বার ভেঙেছে, তার অধিকাংশ এই কারণে। ১৯২৩ সালে জওহরলাল নেহরুর বাবা মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে স্বরাজ পার্টি করেছিলেন, তার কারণ ছিল ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কী হবে–এ নিয়ে বিতর্ক। ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতবিরোধের কারণে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের মূল কারণই ছিল কংগ্রেসে তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানেরা (যার নেতৃত্বে অধিকাংশই ছিলেন জমিদার ও নবাবরা, একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলা) নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাননি। ১৯৪৭-এর দেশভাগ এড়াতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে ক্ষমতার যথাযথ ভাগ দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেসের একপক্ষের সমর্থন ছিল। কিন্তু দলের ক্ষমতাসীনেরা ছিলেন অনড়। যার ফলে কোনো সমঝোতা হয়নি। এই সাতকাহন গাওয়ার একটাই কারণ যে, কংগ্রেস সেই ট্র্যাডিশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

গত বছরের ২৩ জুলাই বিহারের রাজধানী পাটনায় ঢাকঢোল পিটিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যেটি ছিল বিজেপির জন্য প্রথম ধাক্কা। কিন্তু এই জোটকেও ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারেনি কংগ্রেস। জোটের বড় উদ্যোক্তা নীতীশ কুমার পল্টি খেয়ে বিজেপির কাছে ফিরে গেছেন। এর মধ্যে চার রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। যার দুটিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু শরিকদের উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়া এবং নিজের ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে রাজস্থান ও ছত্তিশগড় হারায় কংগ্রেস। তারপরেও কংগ্রেস নেতৃত্ব শিক্ষা নেননি। তাঁরা জানতেন, এত বড় জোট টিকিয়ে রেখে লোকসভায় বিজেপির মুখোমুখি হতে গেলে প্রথম দরকার ছিল দ্রুত আসন রফা। এবং এতে বড় দল হিসেবে কংগ্রেসের ছাড় দেওয়া। নিঃসন্দেহে এটা খুবই কঠিন কাজ। তা জানা সত্ত্বেও কোনোটাই তারা করেনি। ফলে রাজ্যে রাজ্যে যে সম্মিলিত আওয়াজ ওঠার দরকার ছিল, তা হয়নি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। এমনকি জোটের দুইজন মুখ্যমন্ত্রী (অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও হেমন্ত সোরেন) গ্রেপ্তার হওয়ার পর যে প্রতিবাদ হওয়ার দরকার ছিল, তা কিন্তু ইন্ডিয়া জোট পারেনি। এমনকি জোটকে এই অবস্থায় রেখে তাঁরা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না যে, বিজেপি ২৭২ আসনের কম পেলে জোটের কোনো দল গিয়ে আবার তাদের সাথে যোগ দেবে না। ফলে কংগ্রেসের সামনে চ্যালেঞ্জ বহুবিধ।

এরপরেও সুবিধা আছে দলটির। ভারতে একাধিক দল আছে যারা কংগ্রেস ভেঙে তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতার তৃণমূল কংগ্রেস, মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারের এনসিপি, অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআর কংগ্রেস, তেলেঙ্গানার বিআরএস, জম্মু ও কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতির পিডিপি। এর বাইরেও অসংখ্য ছোট দল আছে, যারা শুধু ব্যক্তিদ্বন্দ্বের কারণে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ছিন্ন হওয়া সাবেক সহকর্মীদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আনতে পারে, যেখানে তাঁদের স্বাধীন সত্তা যেমন বজায় থাকবে তেমনি মর্যাদায় খামতি হবে না। ‘মুই কী হনু রে’ এই অস্মিতা ত্যাগ করে তাঁদের এগোতে হবে।

এক্ষেত্রে ইতিহাসও তাঁদের পক্ষে। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস বা বিজেপি একাধিকবার ক্ষমতায় আসার পরও, কখনোই তারা কেউই ৫০ শতাংশ ভোট পায়নি। অর্থাৎ ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের ভোট পেয়েই সে দেশের শাসকেরা গদিনশিন হয়েছেন। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর আবেগে ভেসে গিয়েছিল গোটা ভারত। ইন্দিরা-পুত্র রাজীব গান্ধী পুরোপুরি এর সুযোগ নেন। এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে ৪০৪, পরে আরও ১০টি আসনে জিতে ৪১৪ আসনে মালিক হন। তখন ৫৪৩ আসনের লোকসভায় ৭৬ শতাংশ আসনের অধিকারী ছিল কংগ্রেস। অথচ ওই জোয়ারেও তারা ভোট পেয়েছিল ৪৬.৮৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে মোদির দল সর্বোচ্চ ৩০৩টি আসন পেলেও ভোট পেয়েছিল মাত্র ৩৭.৩৬ শতাংশ। এটা থেকে স্পষ্ট ভারতে শাসকের বিরোধীরা ছত্রখান হয়ে থাকায় খুব সহজেই জয়ের দেখা পেয়েছে তারা। ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ভারতে শাসকেরা গত ৭৭ বছর ধরে ক্ষমতায় এসেছে।

তবে বিরোধীরা এক হলে যে শাসকের ঘটি উল্টাতে পারে তার বড় প্রমাণ ১৯৭৭ ও ১৯৮৯। দুইবারই কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছিল বিরোধীরা এক হওয়ার কারণে।

এই বিষয়টি কংগ্রেস বোঝে কিনা জানি না, কিন্তু নরেন্দ্র মোদি-আমিত শাহরা খুব ভালো বোঝেন। সে কারণে ইন্ডিয়া জোট গঠনের পর থেকে বিজেপি তা ভাঙার চেষ্টায় ব্যস্ত। জোটের অন্যতম কারিগর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে টেনে সে প্রমাণ দিয়েছে। যাদের পারেনি তাদের পেছনে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জালে আটকে ফেলা হয়েছে কেজরিওয়াল, হেমন্ত সোরেনসহ একাধিক নেতাকে। কংগ্রেসের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। উল্টে ১৮০০ কোটি টাকা কর দাবি করা হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি পানির মতোই স্বচ্ছ। মোদি নির্বাচনে জিততে দলের নেতা-কর্মীদের চেয়ে রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, এ অভিযোগ সর্বত্র। এ থেকে বাঁচার একটাই উপায় নিজেদের একজোট হওয়া, পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করা।

এরই মধ্যে গত শুক্রবার কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে। ন্যায়পত্র নামের ওই ইশতেহারে তিন ডব্লিউর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ক (কাজ), ওয়েলথ (সম্পদ) ও ওয়েলফেয়ার (কল্যাণ)—সবই ভারতের সাধারণ নাগরিকদের জন্য। নারী ভোটারদের আকর্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় চাকরি ৫০ শতাংশ তাদের জন্য বরাদ্দ রাখার কথা বলা হয়েছে। তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জাতভিত্তিক জনগণনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের নেতৃত্বে কমিটি দলের জন্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজের একটা প্রতিশ্রুতি ভোটারদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। ইশতেহারে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও রদ হওয়া ৩৭০ ধারার বিশেষ মর্যাদা নিয়ে টু শব্দটি করা হয়নি। লাদাখ আলাদা থাকবে না কাশ্মীরের সাথে ফিরে যাবে, তা নিয়েও কথা নেই। এখানেই মোদি বা বিজেপির সাফল্য। তাঁরা ভবিষ্যৎ ভারতের যে রূপরেখা তৈরির দিকে এগিয়ে চলেছেন, কংগ্রেসসহ অন্যান্য দলকে সেটাই মানতে হচ্ছে। ফলে শুধু কর্মসংস্থান, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য, দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে কী ভোটারদের মনোরঞ্জনের সম্ভব? যেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় পরিচয়ের আবেগ ভোটারদের একটা বড় অংশের মগজধোলাই করে ফেলেছে, সেখানে ‘ন্যায়পত্র’ নামের ‘যন্তরমন্তর’ কতদূর কাজে দেবে বলা দুষ্কর।

২০১৯ সালে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যেভাবে লড়াই শুরু করেছিল, তাতে অনেকেই ভেবেছিলেন কিছু একটা বোধহয় হবে। শেষ পর্যন্ত ৫২টি আসন নিয়ে কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। মোট আসনের ১০ শতাংশ না পাওয়ায় বিরোধী দলের মর্যাদাও পায়নি তারা। ফলে লড়াইটা যে খুব সহজ না এটা বোঝার মতো পরিপক্কতা কংগ্রেসের নেতৃত্বের থাকতে হবে। যেখানে ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত নীতিই হলো ‘কংগ্রেস মুক্ত ভারত’।

ঈদে উপহার বিনিময় সওয়াবের কাজ

ধর্ম

আমজাদ ইউনুস

ঈদে একে অপরকে উপহার দিতে দেখা যায়। এটি ইসলামের উত্তম শিষ্টাচার। উপহার বিনিময় যেকোনো সম্পর্কের সুন্দরতম দিক। উপহার পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও সুন্দর রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। উপহার বিনিময়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও টান বৃদ্ধি পায়। নবী (সা.) সাহাবিদের উপহার আদান-প্রদানের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। অনেক ক্ষুদ্র উপহারও গ্রহণ করতেন তিনি। তাঁকে কেউ উপহার দিলে তিনিও তাকে প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

হাদিসে উপহারদাতার সামান্য উপহারকে তুচ্ছ মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনিভাবে উপহার গ্রহীতাকেও উপহারদাতার উপহারকে তুচ্ছ মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং উপহারদাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে উৎসাহিত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, ‘যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খেতে ডাকা হয়, তবু তা আমি গ্রহণ করব আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা উপহার দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করব।’ (বুখারি)

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় করো, তোমাদের পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হবে।’ (আদাবুল মুফরাদ: ৫৯৭) আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন। (বুখারি)

জাবির (রা.) বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যাকে কোনো উপহার দেওয়া হয়েছে, সামর্থ্য থাকলে সে যেন তার প্রতিদান (উপহারের বিনিময়ে উপহার) দেয়। আর যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে জন্য যেন তার প্রশংসা করে। যে (উপহারের বিনিময়ে) উপহারদাতার প্রশংসা করে সে তার শোকর আদায় করে। আর যে তা (উপহারের কথা) লুকিয়ে রাখে, সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (আবু দাউদ)।

ঈদে পুরুষের বাজেট কি আসলেই কম?

অর্ণব সান্যাল

রমজান মাস শেষের দিকে। ক’দিন পরই ঈদ। ভিড় বেড়েছে শপিং মলগুলোতে। সবাই যে মলে যাচ্ছেন, তা নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী নানা মানুষ নানা মার্কেট থেকে প্রিয়জনের ঈদ রাঙাতে কেনাকাটা করছেন। ভিড় আছে বাড়ি ফেরাতেও। সব মিলিয়ে বেশ উৎসবমুখর পরিবেশ। আর এর মধ্যেই বিচিত্র বিষয় আসছে নাগরিক আলোচনায়। এই যেমন এখন উঠেছে ঈদের কেনাকাটায় নারীর বাজেট বেশি, নাকি পুরুষের–সেই বিষয়ক বিতর্ক।

একটি সংবাদমাধ্যমের করা ভিডিও প্রতিবেদন থেকেই মূলত এমন আলোচনার সূত্রপাত। আমাদের দেশের বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যম এখন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে কেন্দ্রে রেখে বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন বানায়। এসবের মধ্যে অনেকগুলো যে কেবলই ভিউ ধরার উদ্দেশেই বানানো, তা আর আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় না। এমনই একটি কনটেন্ট হলো, ঈদের কেনাকাটার বাজেটে নারী-পুরুষের ভাগ নিয়ে করা প্রতিবেদনটি। এটি পুরোটা দেখলে, আপনার একসময় মনেই হবে যে, এ দেশের পুরুষেরা বড়ই অভাগা! গায়ের রক্ত জল করে তাঁরা অর্থ উপার্জন করছেন এবং পুরোটাই তুলে দিচ্ছেন ‘টাকাখেকো’ ও ‘খরুচে’ নারীদের হাতে।

উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে যে শব্দদুটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো বুঝেই লেখা হয়েছে। অন্তত ওই ভিডিওচিত্রটি দেখলে মনের ভেতর অবচেতনে নারীর খরুচে ও পুরুষের উপার্জিত অর্থের অযাচিত ব্যয়ে মূল ভূমিকা রাখার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিডিওচিত্রটি দেখার পর যেকোনো দর্শকের মনে হতেই পারে যে, এ দেশে পুরুষের জন্মই যেন শুধু আত্মত্যাগ করার জন্য। স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য উপার্জিত অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দিতে পুরুষেরা যেন বাধ্য। আর এভাবেই এ দেশের নাই কাজ তো খই ভাজ ঘরানার নেটিজেনদের বিতর্কের আরেকটি উপাদান দেওয়া হলো। তাতেই আরও নগ্নভাবে সামনে এল এ সমাজের চরম পুরুষতান্ত্রিক চরিত্রটি।

এখন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে হরদম এমন ভিডিও শেয়ার হচ্ছে এবং কান না পাতলেও শোনা যাচ্ছে অগণিত পুরুষের দীর্ঘশ্বাস। সেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঘরের নারীর প্রতি বিদ্বেষের আগুনেও ঘি ঢালা হচ্ছে। কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতেই পারেন, এই মূল্যায়ন অতিরঞ্জিত! কিন্তু যদি একটি ক্ষেত্রে নারীদের পুরোপুরি নেতিবাচকভাবে দেখানো হয় এবং সকল ইতিবাচকতার আধার ও আত্মত্যাগের উৎস হিসেবে কেবলই পুরুষদের দেখানো হয়, তবে তাকে ঘৃণার চাষ না বললে আর কী বলা যেতে পারে? ধরুন, ওইসব ভিডিও দেখেই একজন স্বামী ঘরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে খরুচে হিসেবে সাব্যস্ত করল বা একজন ছেলে তার মাকে অমিতব্যয়ী হিসেবে অভিহিত করল, তখন কী হবে?

কী, এমনটা হবে না ভাবছেন? আপনি ভুল ভাবছেন। এমনিতেই আমাদের এই সমাজে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে আছে নানাভাবে, নানা ক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এখনো অনেক। অথচ সেই বৈষম্য কমানোর বদলে নারীকে উল্টো খলচরিত্রে রূপায়িত করা হচ্ছে জেনেবুঝে। এ কারণেই পুরুষের ঈদের বাজেট কম বা নারীর চাকরি পুরুষ করলে অনেক পরিবার বেঁচে যেত ঘরানার আলাপ পাত্তা পায় দারুণভাবে। কারণ, যতই নারীর ক্ষমতায়ন ক্রমান্বয়ে বাড়ুক না কেন, এখনো এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পুরুষের নিমিত্তে ভাবতেই ভালোবাসে।

আচ্ছা, নারীর ঈদ বাজেটই যদি এত বেশি হয় এবং পুরুষেরা আত্মত্যাগ করতেই থাকে কেবল, তবে এ দেশে পুরুষদের জামা–কাপড় বানানো প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো টিকে আছে কীভাবে? বেশির ভাগ ফ্যাশন হাউসই এখন নারী, শিশু ও পুরুষ–সবার জন্যই পণ্য বানিয়ে থাকে। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে যে পণ্য কম বিক্রি হয় এবং বিক্রি কমতেই থাকে, সেগুলোর উৎপাদনই তো ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ হচ্ছে উল্টোটা। এবারের ঈদে জামা–কাপড়ের তুমুল ব্যবসা করা চারটি বড় বড় ব্র্যান্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ভিন্ন খবর। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই নারীর থ্রি-পিস ও পুরুষের পাঞ্জাবির বিক্রির পরিমাণ একেবারেই কাছাকাছি। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ ছাড়িয়েও যাচ্ছে নারীকে। তবে গড় ধরলে সমান-সমানই। অর্থাৎ, এ জায়গায় অন্তত নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে!

অথচ তারপরও আমাদের দেশের অনেক পুরুষ নারীদের খোঁটা দিয়ে যাবেনই। অন্তত অর্থনৈতিকভাবে তো অবশ্যই। কারণ আর্থিক বিষয়-আসয়ে নারীর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিতে এ দেশের পুরুষের কর্তৃত্ব হুমকির মুখে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। আর এই হারানোর ভয় থেকেই হয়তো পুরুষের ঈদের বাজেট কম কেন–এ সংক্রান্ত প্রশ্ন ওঠে আমাদের সমাজে। আদতে এসব নারীকে সামগ্রিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করারই এক ধরনের চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি?

এই সমাজে অন্তত একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে যে, পুরুষেরা অর্থ উপার্জনকারী এবং নারীরা অর্থব্যয়কারী। আর এর মধ্যেই পুরুষের রক্ত জল করে পরিবারের খরচ মেটানোর মহত্ব গুঁজে দেওয়া হয় সন্তর্পণে। আবার গৃহস্থালি কাজে নারীর অবদানকে আর্থিক মূল্যে বিচার করার চেষ্টা হয় না কখনোই। ওটি যেন কোনো কাজই নয়।

নারীকে অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষেরা কি বাধা হিসেবে কাজ করে না এ সমাজে? জরিপ বা গবেষণা দেখার প্রয়োজন নেই। স্রেফ নিজের ঘরে চোখ রাখুন, পর্যবেক্ষণ করুন। দেখবেন, আপনি নিজেই কত সময় বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন! আবার সব বাধা পেরিয়ে যেসব নারী তবুও উপার্জনকারী হতে চান, তার ওপর পারিবারিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় ঘর ও কর্মস্থল সামলে চলার গুরুভার। আপনার আশপাশে স্বামী-সন্তানের জন্য ভাত রেঁধে কত নারী কর্মস্থলে যান, সেই হিসাবটা করুন প্লিজ। উত্তর পেয়ে যাবেন।

এভাবে নানা বাঁধনে বেঁধে এই সমাজ আবার নারীকে শুনিয়ে দেয়, ঈদে তার বাজেট বেশি! আর তাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দলে দলে পুরুষতান্ত্রিক নারী-পুরুষেরা এসে লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়ে যান। ‘দায়িত্বশীল’ সংবাদমাধ্যম তা আবার ঘটা করে প্রচারও করে। কারণ, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে রিচ বাড়লেই যে লাভ। সমাজের ভেতরে ঘুণপোকা ঢুকে ক্ষত গভীর করছে কিনা, সেসব দেখার সময় কোথায়! এভাবেই আমরা এমন একটি সমাজ বানাচ্ছি, যেটি প্রায় শতবছর আগে নজরুলের বলে যাওয়া নর-নারীর সমতাবিষয়ক বক্তব্যকেও আর আমলে নিতে চায় না, মানতেও পারে না। কারণ প্রচলিত ভূতের গল্পের মতো আমাদের পা দুটো যে উল্টে গেছে একেবারেই। তাতে শুধু পেছনে যাওয়াই হয়, সামনে নয়।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

আনন্দধ্বনি- TBN 24
নিউইয়র্ক
প্রভাতী বর্ষবরণ
১৪৩১
Adity Mohsin
LIVE IN NEW YORK
Live Telecast: TBN 24 Television
SUNDAY
APRIL 14, 2024 | 8:15 AM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 Wexford Terrace
Jamaica, Queens, NY 11432
FREE Admission
Breakfast (7AM - 8:30 AM)
Boishaki Aahar (12 PM)
Powered by:
GB GROUP
TOWN-MD
ROCK RIOT
ALTERNATIVE FASHION DESIGN STUDIO
EST 1994 EAST RUTHERFORD NEW JERSEY
Respectable Patrons:
Syed Zaki & Rahat Hossain
HILLS PEDIATRIC CARE
Santa Paul, MD
ডাঃ শান্তা পাল (এম.ডি)
Grand Sponsor:
Shah GROUP
Our Work, Our Dream
Akash Medical Care
PG Home Care Inc.
হোম কেয়ার
আনন্দধ্বনি
Aanondodhwoni Inc.
সহযোগিতায়:
Jamaica Bangladesh Friends Society Inc.
• 347 772 6385 • 917 443 0810
• 347 962 2879 • 929 278 0554

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

হত্যার হুমকিতে আতঙ্কিত বাংলাদেশি পরিবার

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারের ভয়ে পালিয়ে এসে স্ত্রীসহ তার পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ অব্যাহত হত্যার হুমকি দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের ওয়েস্ট বার্লিন পুলিশের 'ধরিয়ে দিন' তালিকাভুক্ত বাংলাদেশি যুবক গৌরব সাঞ্জারি। স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ও জামিন পাওয়া গৌরবের বিরুদ্ধে নিউ জার্সি সুপরিয়র আদালত থেকে ৮টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পুলিশের হাতে পুনঃ গ্রেপ্তারের ভয়ে প্রায় এক বছর আগে বাংলাদেশে পালিয়ে যায় গৌরব।

বাংলাদেশে বসেই স্ত্রী ও তার পরিবারকে অব্যাহত হত্যার হুমকির পাশাপাশি ভয়ানক কল্পকাহিনী সাজিয়ে গণমাধ্যমকে বোকা বানাচ্ছেন। তিনি অজ্ঞাত (নম্বর বিহীন) ফোন নম্বর ব্যবহার করে নিউ জার্সির ওয়েস্ট বার্লিন পুলিশকেও হয়রানি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গৌরব সাঞ্জারি বাংলদেশে গিয়ে কিছু বেসরকারি টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাম্প্রতি তার স্ত্রী কনিকা মজুমদার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির নানা অভিযোগ তুলে ধরেন। অভিযোগে বলেন, স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে তার ওপর যৌন নির্যাতন চালায় একটি মানবপাচার চক্র। এমনকি দেহ ব্যবসায়ও বাধ্য করা হয় তাকে। একপর্যায়ে মুক্তিপণ হিসেবে দেশে থাকা পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে ওই চক্রটি।

গৌরব সাঞ্জারির এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে তার স্ত্রী কনিকা মজুমদার এ প্রতিনিধিকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রে যৌনকর্ম পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে কখনই পুলিশের কাছে কিংবা আমাকেও জানায়নি এ ধরনের অভিযোগের কথা। উল্টো অভিযোগ করে গৌরবের স্ত্রী বলেন, পাইলস অপারেশনের এক্স-রে ও কোলনোস্কোপির ছবি দেখিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বলে বেড়াচ্ছেন। এসব করে গৌরব আমাকে এবং আমার পরিবারকে হেয় প্রতিপন্নই করেননি, কলঙ্কিতও করেছেন। তার এসব বক্তব্যকে সম্পূর্ন কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই বলে দাবি করেন তিনি।

কনিকা মজুমদার আরও বলেন, নিউ জার্সির ক্যামডেন সুপরিয়র আদালত থেকে গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ সালে ৮টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে (মামলা নম্বর-২২০০৪৪৫৫)। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পলাতক একজন দাগী আসামিকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। পালিয়ে থেকে তিনি ই-মেইলে কৃষ্ণাঙ্গদের ভাড়া করে পরিবারের সব সদস্যদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। তার হুমকির ফলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আতঙ্কে দিন পার করছেন কনিকার পরিবার। এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

কনিকা আরও বলেন, গৌরব সাঞ্জারির দেশের বাড়ি চট্টগ্রামের জুবলি রোডে। বাবা শিবু শীল একজন লোহালক্কড় ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে নিউ জার্সি স্টেটের ক্যামডেন কাউন্টি ফ্যামিলি কোর্টের চূড়ান্ত আদেশের শুনানিতে নানা অজুহাত দেখিয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। এর ফলে আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। এছাড়াও গৌরবের বিরুদ্ধে নিউ

গৌরব সাঞ্জারি

জার্সি সুপরিয়র আদালত থেকে বিভিন্ন অভিযোগে ১৬ নভেম্বর ২০২৩ আরও ৮টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

ক্যামডেন কাউন্টি প্রসিকিউটর অফিসও গৌরব সাঞ্জারির বিরুদ্ধে প্রাক-অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য করেন। গৌরব প্রাক-অভিযোগ শুনানির দিনেও অনুপস্থিত ছিলেন। তাই, ক্যামডেন কাউন্টি প্রসিকিউটর অফিস থেকেও তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। বর্তমানে গৌরব যুক্তরাষ্ট্রে একজন পলাতক আসামি। আমেরিকান মার্শাল অফিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে তাকে গ্রেপ্ত্রের জন্য 'রেড এলার্ট জারি' করা হয়।

কনিকা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমার পরিবারকে হেয় করতে গৌরবের বাবা শিবু শীল চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি আমিসহ পরিবারের সদস্যদের নামে একটি মানব পাচার মামলা করেন। এ মামলার অভিযোগ খুবই হাস্যকর। মামলাটি মানব পাচার আইনে হলেও অভিযোগ করা হয়েছে যৌন নির্যাতনের।

গৌরবের বাবা বাদী হয়ে চট্রগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট কোর্টে কনিকার বড় ভাইয়ের স্ত্রী, তার বড় ভাইকে আসামি করে আরেকটি ফৌজদারি মামলা করেন। এজাহারে উল্লেখ করেন, তার ছেলে গৌরব সাঞ্জারি কোথায় আছেন তিনি জানেন না।

কনিকার মা বীণা মজুমদার বলেন, আমেরিকায় যা ঘটেছে এর জন্য দেশে আমার ছেলে পরিবারকে জীবন নাশের হুমকিসহ ছোট নাতি নাতনিরা কেন তার খেশারত দেবে। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনটাকে নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। আমি এসব ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তসহ আমেরিকা থেকে পলাতক আসামীর গ্রেপ্তার দাবি করছি।

২০১৮ সালের নভেম্বর বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় ফেরার সময় কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিউইয়র্কগামী একটি ট্রানজিট (সংযোগ) স্থলে প্রথম দেখা হয় গৌরব-কনিকার। এরপর দীর্ঘদিনের পারিবারিক আলোচনার মধ্যে উভয়ের সম্মতিতে ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর তাদের বিয়ে হয়। নিয়ম অনুসারে কনিকার স্বামী গৌরব সাঞ্জারির অভিবাসন ভিসা নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন।

কিছুদিন দাম্পত্য জীবন ভালই ছিল। গ্রীন কার্ড পাবার পর থেকেই কলহ শুরু হয়। প্রথমে বাজে আচরণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে দিন দিন এর মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। মারধর করা শুরু করেন। অত্যাচারের মাত্রা সীমার বাইরে চলে যায়।

২০২২ সালের ২৪ জুলাই কনিকাকে বেদম মারধর করেন। গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা এসে তাকে রক্ষা করেন। পরে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এ ঘটনার পর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। দুইদিন পর গৌরব জামিন নিয়ে বের হন। নিউ ইয়র্কে কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার পর তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে যান।

মেয়রের কাছে উইন রোজারিওর হত্যার বিচার দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

উইন রোজারিও

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বাংলাদেশি বংশোদভূত উইন রোজারিও (১৯) হত্যাকান্ডের আশু তদন্ত ও বিচার দাবি করলেন। ২ এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত একটি স্থানীয় টিভির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র এরিক এডামসের কাছে তিনি এ দাবি জানান। মেয়র জবাবে বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমার প্রশাসন দেখছে। এ ব্যাপারে আমি এনওয়াইপিডি কমিশনারের সাথে কথা বলেছি। রোজারিও'র মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। পুলিশ অফিসার দায়ি থাকলে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের ওজোন পার্কে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশী তরুনণ উইন রোজারিও (১৯) ২৭ মার্চ নিহত হন। সে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলো। পরিবারের অভিযোগ পুলিশ ঠান্ডা মাথায় তাকে হত্যা করেছে। তার দেশের বাড়ী গাজীপুর জেলায়। পুলিশ জানায়, মানসিক রোগে আক্রান্ত উইন বুধবার (২৭ মার্চ) সকাল থেকে বাসায় উশৃংখল আচরণ করছিলেন। এক পর্যায়ে উইন নিজেই ৯১১ এ কল করলে দুপুর দেড়টার দিকে এনওয়াইপিডি'র একদল পুলিশ তার বাসায় যায়। এ সময় পুলিশ তাকে আটকের চেষ্ঠা করলে উইন দুটি কাচি/ছুরি নিয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়। এসময় পুলিশ তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় । পুলিশ মায়ের সামনেই উইনকে লক্ষ্য করে পরপর ৬ রাউন্ড গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। পরে জামাইকা হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সোমালিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হলেন ড. মিজান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে অবস্থিত দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির (ডিএসইউ) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. শেখ আসিফ এস মিজান। দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির ফেসবুক পেজে গত মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) এক পোস্টে তাঁর নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির আচার্য ড. ওসমান মুহামেদ হাসানের পক্ষ থেকে দেওয়া ফেসবুক পোস্টটিতে বলা হয়, তিনটি স্নাতকোত্তর ও একটি পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ২০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক ড. শেখ আসিফ এস মিজানকে দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

ড. শেখ আসিফ এস মিজান বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার রাংতা গ্রামের বাসিন্দা। আগৈলঝাড়া উপজেলার রাংতা গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক প্রয়াত মৌলভি জোবায়েদ আলী ও নূরজাহান বেগমের সন্তান তিনি।

ন্যায়বিচারের দাবিতে শিশু সন্তানদের নিয়ে লিল মিয়ার স্ত্রীর ফরিয়াদ

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বামী হত্যার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা, তদন্তে গাফিলতি, আলামত নষ্টের পাঁয়তারা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ভুক্তভোগী একটি পরিবার।

৩০ মার্চ শনিবার হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তির স্ত্রী ও ৪ শিশু সন্তানের উপস্তিতিতে এই অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানদের আহাজারি চারপাশের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। শিশু সন্তানেরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তাদের পিতার হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়ার অনুরোধ করেন। এসময় শিশুদের প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার পিতার হত্যাকারীদের বিচার করুন', 'আমার বাবার অপরাধ কী', 'বাবার হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই', 'তদন্ত নিয়ে টালবাহানার উদ্দেশ্য কি আলামত নষ্ট করা', 'গরীব হওয়া কি আমাদের অপরাধ' - এসব স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড দেখে অনেক পথচারীকে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা ঘোষণা করতে দেখা যায়।

গত ২০ জানুয়ারি রাতে দুষ্কৃতকারীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানাধীন ভাটেরার সিএনজি চালক লিল মিয়া। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় প্রতিবেশী শামিম আহমেদ ওরফে শামিম মোল্লা ও তার দোকানের কর্মচারী মোহাম্মদ আলি শাওন তাদের দোকানের মালামাল পরিবহন করতে লিলমিয়ার সিএনজি ভাড়া নিয়ে পাশ্ববর্তী ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে যায়।

রাত আনুমানিক ৯'টার দিকে লিলমিয়ার স্ত্রী লিলমিয়ার ফোনে কল দিয়ে ফোন বন্ধ পান। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ফোন খোলা না দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শামিম মোল্লার ফোন নাম্বার তার কাছে না থাকায় তিনি তার দোকানে খোঁজ নিতে যান। দোকানে বসা কর্মচারী বলে, শামিম মোল্লার ফোন নাই। তিনি এখনও ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে আসেন নাই। এরপর লিল মিয়ার স্ত্রী শামিম মোল্লার বাড়িতে যান। শামিম মোল্লার পরিবার থেকেও একই কথা বলা হয়। উপায়ান্তর না পেয়ে লিলমিয়ার স্ত্রী সুলতানা বেগম তার স্বামীর পরিচিত দুইজন ড্রাইভারকে ফোন করে লিল মিয়ার কথা বলেন। ড্রাইভার দুজন বলেন, তারা লিল মিয়াকে ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে শামিম মোল্লার সাথে দেখে আসছেন। লিলমিয়ার স্ত্রী কিছুটা আস্বস্ত হোন। কিন্তু লিল মিয়ার ফোন তখনও বন্ধ ছিল। রাত ১১'টার দিকে তিনি লিল মিয়ার গাড়ির মালিকের কাছে ফোন দিয়ে জানতে চান লিল মিয়া গাড়ি জমা দিয়েছে কি না। মালিক তাকে জানান, লিলমিয়া গাড়ি জমা দেয়নি। তিনিও লিলমিয়াকে ফোন করে পাচ্ছেন না।

এসময় সবাই আতংকিত হয়ে পড়েন। কারণ লিল মিয়া প্রতিদিন রাত ৯ ভিতরে বাড়িতে চলে আসেন। রাত আনুমানিক ২'টার দিকে লিল মিয়ার মামা ফটিক মিয়া ও তার ছেলে লিল মিয়ার স্ত্রীকে জানান, লিল মিয়াকে ফেঞ্চুগঞ্জের কালাহাটি নামক স্থানে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

লিল মিয়ার স্ত্রী ও তার ভাইয়েরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে রেলওয়ে পুলিশ, ফেঞ্চুগঞ্জ থানা পুলিশসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘিরে রেখেছেন। পরবর্তীতে ভোরবেলা লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট রেলওয়ে পুলিশ নিয়ে যায়। এবং পরের দিন বিকেলের দিকে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এক জোড়া জুতা উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে উদ্ধার হওয়া জুতার সাথে মালামাল কিনতে যাওয়া শামিম মোল্লার কর্মচারী শাওনের জুতার মিল খুঁজে পায়।

লিল মিয়া যাদের মালামাল পরিবহন করতে ফেঞ্চুগঞ্জ গিয়েছিল সেই শামিম মোল্লা ও তার কর্মচারী-কেউ লাশ দেখতেও আসেনি। লাশ দাফনের পরের দিন শামিম মোল্লা লিল মিয়ার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করে আসে। এবং ৫০০ টাকা হাতে দিয়ে লিল মিয়ার সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে বিখ্যাত আলিম বানিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। অন্যদিকে লিলমিয়ার সাথে যাওয়া শামিম মোল্লার দোকানের কর্মচারী শাওন তার নিজ বাড়ি বড়লেখা চলে যায়।

শামিম মোল্লার কাছে তার দোকানের কর্মচারীর খবর জানতে চাইলে শামিম জানায়, শাওনের মা অসুস্থ তাই সে চলে গেছে। এসময় শামিম মোল্লা ও তার কর্মচারীর আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়। পুলিশ তখন পর্যন্ত কোনো আসামি ধরতে পারেনি। ঘটনার ২ দিন পরে আনুমানিক রাত ১০'টায় শামিম মোল্লাকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করা হয়। তার ২০ দিন পরে ১২ ফেব্রুয়ারি অন্য আসামি দোকানের কর্মচারী শাওন আত্মসমর্পণ করেছে বলে জানা যায়।

আটককৃত শাওনের ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দি থেকে বের হয়ে আসে সেই রাতের বিভৎসতা। শাওন জানায় ফেঞ্চুগঞ্জের কালাহাটি নামক স্থানে শামিম মোল্লা লিল মিয়াকে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। অপেক্ষমাণ লিল মিয়া প্রস্রাব করতে বাইরে গেলে মোটরসাইকেলে আসা শামিম মোল্লা প্রস্রাবরত লিলমিয়ার মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে রেললাইনের পাশে নিয়ে জবাই করে। শাওন শামিমকে সহযোগিতা না করলে তাকেও মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দি থাকা সত্ত্বেও প্রধান আসামি শামিম মোল্লাকে রিমান্ডে নেয়া হয়নি। ঘটনার ৫৮দিন পরে তার ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। এবং পুলিশ কিছুই বের করতে পারেনি বলে জানায়। এদিকে পুলিশ লিল মিয়ার ভাইদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদেরকে মামলায় ঢুকিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে চুপ করে রাখে।

ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ওসি লিল মিয়ার পরিবারকে জানান, শামিম মোল্লাকে গ্রেফতারের সময় তার বাড়ি থেকে রক্তমাখা জ্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছিল।

তদন্তে ধীরগতি, গাফিলতিসহ পুলিশের আচরণ যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। লিলমিয়ার স্ত্রী ও ৪ শিশু সন্তান ন্যায়বিচার বঞ্চিত হচ্ছে। লিলমিয়া গরিব বলে তাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। ঘটনার পর থেকে উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ কেউ কোনো খোঁজ নেয়নি। কোনো সাহায্য পায়নি। উল্টো তারা আসামিদের সহযোগিতা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহত লিলমিয়ার স্ত্রী তার স্বামী হত্যার ন্যায়বিচারের জন্য নিরুপায় হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছেন। স্বামীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সংবাদমাধ্যমকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম যেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে লিলমিয়া হত্যার রহস্য উদঘাটন করে সেই অনুরোধও জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী পরিবারের বিশ্বাস সাংবাদিকগণ ঘটনা অনুসন্ধান করলে থলের বেড়াল বেরিয়ে আসবে।

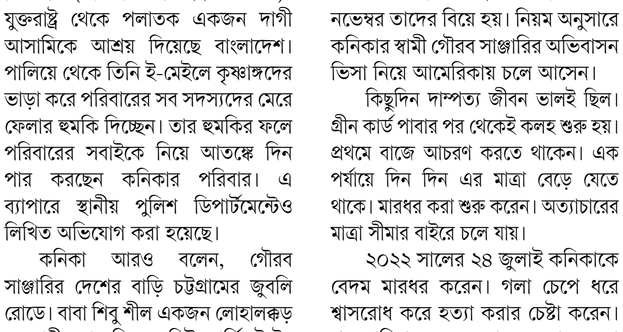

মঈন খানের বাসায় এবার জার্মান, সুইস রাষ্ট্রদূত ও চীনা প্রতিনিধি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খানের বাসায় নৈশভোজ করলেন ঢাকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত আসিম টর্স্টার ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি।

রোববার (৭ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ইফতার ও নৈশভোজের আমন্ত্রণে রাজধানীর গুলশানে মঈন খানের বাসায় যান তাঁরা। এ সময় চীনের উপ–রাষ্ট্রদূত ইয়ান হুয়ালং ও দ্বিতীয় সচিব গু ঝিকিনও উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

মঈন খানের বাসায় ব্রিটিশ হাইকমিশনারের নৈশভোজমঈন খানের বাসায় ব্রিটিশ হাইকমিশনারের নৈশভোজ

এর আগে গত শনিবার যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ ক্যাথেরিন কুক আবদুল মঈন খানের বাসায় যান। নৈশভোজের আমন্ত্রণে তিনি গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে নারীদের নিরাপত্তা চান মার্কিন মুসলিম নেত্রীরা

ইমা এলিস

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের সকল মুসলিম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ ও যুদ্ধের সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট টেকনোলজি (এমআইটি)তে পৃথক দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সময় ১ এপ্রিল সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের দাবি জানানো হয়।

১ এপ্রিল সোমবার বিকেলে প্রথম ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট টেকনোলজি (এমআইটি)তে এবং সন্ধ্যার পর বোস্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার দুটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দু'জন নারীসহ পাকিস্তান ও শ্রীলংকান আরও দু'জন মুসলিম নারী অংশ নেন। এরা হলেন-এএমএমডাব্লিউইসি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আনিলা আলী, নিউ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ফারহানা খোরশেদ, মুসলিম উমেন স্পীকার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সোরায়া ডীন ও এএমএমডাব্লিউইসি এর নির্বাহী বোর্ড এর সদস্য জেবুন্নেসা জেবা জুবায়ের।

তারা বলেন, আমাদের সমাজের মধ্যে শান্তি, আস্থা এবং সহযোগিতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা একটি জরুরি বিষয়। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা একটি প্রত্যাশা করি এই অঞ্চলের সমস্ত জাতির জন্য আরও প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যত গড়তে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবো।

বক্তারা বলেন, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ [আরব] উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির এগিয়ে যাওয়ার কৌশল। ছোট দেশগুলো শুরু করবে, তারপর বড় দেশগুলো এগিয়ে যাবে সৌদি আরবের নেতৃত্বে। যেখানে সৌদি আরব হল পবিত্র শহর মক্কা, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি, ইসরায়েল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তিনটি ধর্মের পবিত্র স্থানগুলির আবাসস্থল যেখানে প্রায় দুই মিলিয়ন আরব ইজরায়েলকে বাড়িতে ডাকে। যদিও দুই দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি আগে কখনো হয়নি, তবে আমরা আশাবাদী। তারা বলেন, আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়াল এবং আল আকসার মতো সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় স্থান দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৌতূহল। এই কৌতূহলটি ২০20 সালের সেপ্টেম্বরে সম্ভব হয়েছিল। যখন ইসরাইল, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন আব্রাহাম অ্যাকর্ডস নামে একটি দ্বিপাক্ষিক স্বাভাবিককরণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে মরক্কোতে যোগ দেই।

অবিলম্বে হামাস-ইসরাইল যুদ্ধের অবসানসহ মুসলিম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ ও যুদ্ধের সময় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা। উক্ত সেমিনারের ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ বিষয়ক দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নারী নেত্রীরা। সেমিনারটির উদ্যোক্তা ছিলেন বি কালেকটিং।

চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমানের মেয়ের লাশ উদ্ধার

ঢাকা অফিস

সামিয়া রহমান

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে সামিয়া রহমান সৃষ্টি (৩৪) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমান সোহানের মেয়ে।

রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী ক্যামব্রিয়ান স্কুল সংলগ্ন রংধনু আবাসিক হোটেলের ২১০ নম্বর কক্ষ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাব্বির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'সন্ধ্যার দিকে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পাই। পরে রংধনু হোটেলের দ্বিতীয় তলার ২১০ নম্বর কক্ষ থেকে ওই নারীর মরদেটি উদ্ধার করা হয়। লাশটি জানালার গ্রিলের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ঝুলছিল। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

সামিয়া রহমান চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমানের মেয়ে বলেও জানান এসআই সাব্বির হোসেন।

এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, সামিয়া রহমান উত্তরায় স্বামী তানিমের সঙ্গে থাকতেন। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা থেকে বের হন। দুপুরে যাত্রাবাড়ীর ওই আবাসিক হোটেলে ওঠেন। হোটেলের কর্মী ইফতার নিয়ে ওই কক্ষের দরজায় টোকা দেন। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে হোটেলের দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023

WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT

KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মান্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ১ এপ্রিল নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে। জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সহিদুর রহমান প্রাক্তন সংসদ সদস্য, সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী, সহ সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষন, সহ সাধারন সম্পাদক এডঃ আব্দুল হাই কাইয়ুম, প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, কেষাধ্যক্ষ আবু কাশেম চৌধুরী, সভাপতি জাতীয় যুব সংহতি আব্দুল কাদির লিপু, দপ্তর সম্পাদক শক্তি ডি গুপ্তা, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এ এস এন রুবেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও এবাদুর রহমান খালেদ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি, প্রসাশনিক অবকাঠামো যোগপযোগী করে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলার লক্ষ্যে প্রয়াত রাষ্টপতি পল্লীবন্ধু এইচ এম এরশাদ জাতীয় পার্টি করেন। নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহন করা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে বক্তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান।

যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি ও অংগ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে সভায় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্টপতি এইচ এম এরশাদসহ বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত যারা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের রূহের মাগফেরাত এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপির দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু।

মর্টগেজ প্রতিষ্ঠান মেডোব্রুকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আকিবের সৌজন্যে ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফাইনান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার্স প্রতিষ্ঠান মেডোব্রুক-এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আকিব হোসেনের উদ্যোগে সম্প্রীতির উষ্ণতায় অনুষ্ঠিত হলো ইফতার পার্টি। ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কুইন্সের সিরাজী পার্টি হলে ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক ব্যাংকার্স, মর্টগেজ ব্রোকার, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/ সাংবাদিকসহ প্রবাসীরা অংশ নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মেডোব্রুকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুষ্ঠানের হোস্ট আকিব হোসাইন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন মেডোব্রুক ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনের লোন প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর মোজেজা মোনালিসা এবং তরুণ এন্টারপ্রিনিয়র নাহিয়ান রহমান।

শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য রাখেন মেডোব্রুকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পি জে গিলবার্ড। এসময় তিনি বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহায়তার কথা তুলে ধরেন।বিশেষ করে মর্টগেজ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে মেডোব্রুকের সহযোগীতা গ্রহণের আহবান জানান।

শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট এ্যাটর্নি হাসান মালিক।

অনুষ্ঠানের হোস্ট আকিব হোসেন বলেন, রমজান আত্মশুদ্ধির মাস, এই সময়ে ইফতার পার্টিতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষজনের ব্যাপক উপস্থিতির জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইফতারের পূর্বে বিশ্বের সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা শিহাব আহমেদ।

অনুষ্ঠানের সহ হোস্ট ছিলেন কমিউনিটির মালিক ল ফার্মের কর্ণধার ও বিশিষ্ট এ্যাটর্নি হাসান মালিক।

প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ব্যারিস্টার সুমনের

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন এমপি বলেছেন, সব মানুষের হৃদয়ের ভাষা এক। মানুষের কথা বলে মানুষের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আছি। মুখের ভাষা একটা মাধ্যম মাত্র। এ মাধ্যমকে একেকজন একেকভাবে মানুষের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মানুষের জন্য যারা কাজ করে, তাদের ভাষা এক। তিনি বলেছেন, প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে আর বসে থাকার অবকাশ নেই। প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আওয়াজ তুলতে হবে।

নিউজার্সির ফ্রাংকলিন টাউনশীপের কাউন্সিলউওম্যান শিফা উদ্দিন বলেছেন, 'মা বাবার কাছ থেকে আমরা বাংলা ভাষা শিখেছি। চর্চা ও ভালোবাসা দিয়ে এ ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে দিচ্ছি।'

৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে এক গোল টেবিল আড্ডায় তারা এসব কথা বলেছেন। নিউইয়র্কের ব্রংকসে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান খলিল রেস্টুরেন্টে এ অনির্ধারিত গোল টেবিল আড্ডার আয়োজন করে প্রবাসী টিভি। সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সিলেট অঞ্চল থেকে আসা দুইদেশের দুই

নির্বাচিত সংগঠক সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সফররত ব্যারিস্টার সুমন এ আড্ডায় আবারও জানান, তিনি স্বচ্ছভাবে জনগণের কাছে নিজেকে উপস্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর। জবাবদিহিতার কারণেই তিনি আমেরিকায় বসবাসের গ্রিনকার্ড ফিরিয়ে দিচ্ছেন। নিজেকে বঙ্গবন্ধুর অনুসারী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুগত উল্লেখ করে ব্যারিস্টার সুমন বলেন, দেশে চলমান অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অব্যাহত থাকবে। মানুষের মনের কথাকে জানার এবং তাদের অব্যক্ত কথাগুলোকে তিনি বলে আসছেন বলে উল্লেখ করেন।

প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে করা প্রশ্নের জবাবে ভুমিধস ভোটে একজন মন্ত্রীকে হারিয়ে নির্বাচিত এমপি ব্যারিস্টার সুমন বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অবস্থানের পক্ষে না দাঁড়ালে কিছুই হবে না। প্রবাসীদের স্বার্থ নিয়ে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি বিভেদ নেই।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------------- --------শনিবার------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘণ্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প " সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

হিজাব খুলতে বাধ্য করার মামলায় নিউইয়র্ক সিটি ১৭.৫ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দিবে

বিশেষ প্রতিনিধি

'হিজাব খুলতে বাধ্য করা'র মামলার নিষ্পত্তি করতে নিউইয়র্ক সিটি $১৭.৫ মিলিয়ন দিতে সম্মত হয়েছে। মামলাটি ২০১৮ সালে জামিলা ক্লার্ক এবং আরওয়া আজিজের দায়ের করা একটি ক্লাস-অ্যাকশন মামলা, যা দাবি করে যে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে ছবি তুলতে গিয়ে তাদের হিজাব খুলতে বাধ্য করেছিল। এই দুই মুসলিম মহিলা বলেছিলেন যে, পুলিশের এমন তৎপরতায় তারা লজ্জিত এবং উন্মুক্ত হয়েছেন। ৫ এপ্রিল, শুক্রবার এ নিয়ে আর্থিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তবে, এখনও নিউইয়র্কের সাউথ ডিসট্রিক্ট এর জন্য 'ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট' এর বিচারক অ্যানালিসা টরেসের অনুমোদনের প্রয়োজন।

মিসেস ক্লার্ক একটি বিবৃতিতে বলেছেন, 'যখন তারা আমাকে আমার হিজাব খুলে ফেলতে বাধ্য করেছিল, তখন আমার মনে হয়েছিল যেন আমি নগ্ন হয়ে গেলাম। আমি ঠিক শব্দ দ্বারা এটা বুঝাতে পারব না যে, আমি কতটা উন্মুক্ত এবং লজ্জন অনুভব করেছিলাম। আমি আজ গর্বিত যে হাজার হাজার নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য ন্যায়বিচার পেতে আমি একটি ভূমিকা পালন করতে পেরেছি।"

এই মামলার ভিত্তিতেই ২০২০ সালে পুলিশ বিভাগ নীতি পরিবর্তন করে, যেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিদের হিজাব পরে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয় যতক্ষণ না হিজাব মুখমন্ডল না ঢাকছে।

মামলাটি এনওয়াইপিডির জন্য একটি ইতিবাচক সংস্কারের ফলে হয়েছে, বলে উল্লেখ করেছেন শহরের আইন বিভাগের একজন মুখপাত্র। শুক্রবার একটি বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেছেন। মুখপাত্র নিকোলাস পাওলুচি বলেছেন, 'বন্দোবস্তটি সতর্কতার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি বিভাগের সম্মান এবং গ্রেপ্তারের ছবি তুলতে আইন প্রয়োগকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই সিদ্ধান্তটি সমস্ত পক্ষের সর্বোত্তম স্বার্থে ছিল।'

নিষ্পত্তি থেকে ক্ষয়ক্ষতি, প্রশাসনিক খরচ এবং অ্যাটর্নি ফি হ্রাস সহ $১৩ মিলিয়নেরও বেশি, অনেক লোকের মধ্যে ভাগ করা হবে যাদের এ নিয়ে বৈধ দাবি রয়েছে।

মিসেস ক্লার্ক, যিনি প্রতিরক্ষামূলক আদেশ লঙ্ঘনের জন্য ২০১৭ সালে ম্যানহাটনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, বলেছেন, তিনি মাথা ও কাঁধ ঘেরা স্কার্ফ নিয়ে ওয়ান পুলিশ প্লাজার পুলিশ সদর দফতরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তার হিজাব ফিরিয়ে দিতে কান্না করেছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন।

মিসেস আজিজ, যাকে একই কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনিও বলেছেন যে, আট মাস পরে যখন তাকে ব্রুকলিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তখন তার একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রায় এক ডজন এনওয়াইপিডি অফিসার এবং ৩০ জনেরও বেশি পুরুষ বন্দীর সাথে একটি দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তিনি কেঁদেছিলেন।

সার্ভিলেন্স টেকনোলজি ওভারসাইট প্রজেক্টের নির্বাহী পরিচালক এবং নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী এবং বাদীদের একজন আইনজীবী অ্যালবার্ট ফক্স কান বলেন, 'নিউ ইয়র্কবাসীদের গোপনীয়তা এবং ধর্মীয় অধিকারের জন্য এটি একটি মাইলফলক। এনওয়াইপিডির কখনোই ধর্মীয় নিউ ইয়র্কবাসীদের মাথার আবরণ এবং মর্যাদা কেড়ে নেওয়া উচিত নয়।'

২০১৮ সালে, শহরটি তিনজন মুসলিম মহিলার সাথে ৬০ হাজার ডলারে বন্দোবস্ত করেছিল যারা গ্রেপ্তারের ছবিগুলির কারণে তাদের হিজাব সরাতে বাধ্য হয়েছিল এবং বলেছিল যে তাদের ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

ক্লার্ক এবং মিসেস আজিজের মামলার জবাবে, পুলিশ বিভাগ বলেছে যে, তাদের টহল নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত

মর্টগেজ রেট আবারো বেড়েছে

এইচ বি রিতা

এ সপ্তাহে, ৩০-বছরের ঋণের গড় হার ৭ শতাংশ এর উপরে উঠে গেছে। মর্টগেজ নিউজ ডেইলি'র তথ্য অনুযায়ী, বুধবার এ হার ৭.০৭ শতাংশে স্থির হয়েছে। ফ্রেডি ম্যাক রিপোর্ট করেছে, সাপ্তাহিক গড় হার ৬.৭৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৮২ শতাংশ হয়েছে। ক্রয়ক্ষমতার সমস্যাগুলি আরও খারাপ হওয়ায় ভোক্তাদের আশা কমে গেছে এবং ক্রেতারা পিছু হটতে শুরু করেছে। ক্রেতারা এখন ঋণের হার কমে যাওয়ার অপেক্ষা করছেন।

বাড়ির মালিকানার স্বপ্ন অনেক আমেরিকানদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মর্টগেজ ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (MBA) অনুসারে, ইউএস মেডিয়ান মর্টগেজ পেমেন্টের হার ফেব্রুয়ারিতে মাসিক ২ শতাংশ এবং বার্ষিক ৬ শতাংশ বেড়ে প্রায় $২,২০০-এ পৌঁছেছে। যার কারণে বাড়ি ক্রেতাদের সামর্থ্য হ্রাস পেতে শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ক্রমবর্ধমান মর্টগেজ পেমেন্ট, হয় উচ্চ সুদের হার বা উচ্চ বাড়ির দাম বা উভয় দ্বারা চালিত- যা ক্রেতাদের চাহিদাকে যথেষ্ট শিথিল করেছে। এমবিএ ডেটা দেখায়, বাড়ি কেনার আবেদনের পরিমাণ এই সপ্তাহে অপরিবর্তিত ছিল এবং এক বছর আগের একই সপ্তাহের তুলনায় ১৩ শতাংশ কমেছে।

MBA সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড সিলারের মতে, কিছু সম্ভাব্য বাড়ির মালিক এই স্প্রিং-এ চ্যালেঞ্জিং ক্রয়ক্ষমতার অবস্থা এবং উপলব্ধ বাড়ির অভাবের কারণে বাজার থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি আশা করছেন, আসন্ন মাসগুলিতে প্রত্যাশিত হারের হ্রাস হাউজিং মার্কেটে নতুন কার্যকলাপের জন্ম দেবে।

তবে হার কমার আশংকা কমেছে। এ বছরের শুরুতে ১.৫ শতাংশ পূর্বাভাসিত হার হ্রাসের পরিবর্তে, বিনিয়োগকারীরা এখন বাজি ধরছে যে ফেডারেল রিজার্ভ, এই হার এক শতাংশেরও কম করবে। ফেডারেল রিজার্ভ এর চেয়ার জেরোমি পাওয়েল সম্প্রতি জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছেন যে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনও এই বছর কিছু পয়েন্ট-এ হার কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোন ধরনের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স সুবিধা পাওয়া যায়

জাকির চৌধুরী সিপিএ

এলএলসি, আইএনসি, সি কর্প, এস কর্প?

আপনি কি একটি গোছানো বা একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবসা শুরু করতে চান? যে ধরনেরই হোক , এর সাথে কিছু আইনগত এবং ট্যাক্সজনিত বিষয় জড়িত আছে। সুতরাং, কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স সুবিধা দাবি করতে পারে?

এক্ষেত্রে ZAKIR CPA, PLLC আপনাকে একটি সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক নির্দেশিকা প্রদান করে যা অত্যন্ত কার্যকরী।

একটি নির্মাণ ব্যবসা থেকে শুরু করে মিষ্টির দোকান পর্যন্ত যেকোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ব্যবসাকে একটি আইনি সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এখানে কৌশলগতভাবে নির্বাচিত কর্পোরেশনের প্রকারগুলি আপনার ব্যক্তিগত এবং কোম্পানির সম্পদের সুরক্ষা দেয়। ট্যাক্স সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয় গুলো আপনাকে আরও ভালো কার্যকরী সুবিধা প্রদান করে তা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানের প্রকারগুলো কী কী?

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিসেবা (IRS) কর প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বা কর্পোরেশনগুলোকে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করে।

এছাড়া এই শ্রেণীবিভাগ আপনার কোম্পানির দায় সংজ্ঞায়িত করে। এখানে কর্পোরেশন এর শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো: ১. সি (C) প্রতিষ্ঠান, ২. এস(S) প্রতিষ্ঠান, ৩. সীমিত দায়বদ্ধতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (LLC), ৪. সীমিত দায়বদ্ধতা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব (LLP), ৫. প্রফেশনাল কর্পোরেশন (PC), ৬. প্রফেশনাল লিমিটেড দায়বদ্ধ কোম্পানি (PLLC)

এসব কঠিন বোধগম্য বিষয়গুলোকে আরো সহজে উপস্থাপন করেছেন আমাদের বিশেষজ্ঞগণ , চলুন বাকি অংশ পড়া যাক।

C-Corp এবং এর ট্যাক্স সুবিধা

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডের সি উপ-অধ্যায় সি(C) প্রতিষ্ঠান এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে । সি প্রতিষ্ঠান গঠন করা সহজ এবং বিদেশী বা দেশীয় বিনিয়োগকারীদের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

সি (C) প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা সীমিত থাকে । তাই এক্ষেত্রে আইনি ব্যবসায়িক বাধ্যবাধকতা কখনোই ব্যক্তিগত ঋণের বাধ্যবাধকতা বা বাধা হয়ে ওঠে না।

অন্যদিকে এখানে আরেকটি বিশাল টার্ন অফ বা সুযোগ রয়েছে যা হচ্ছে ডাবল ট্যাক্সেশন ।

যাইহোক এর মাধ্যমে কেউ কম কর্পোরেট ট্যাক্স হারে কোম্পানিতে পুনরায় প্রফিট/লাভ বিনিয়োগ করতে পারেন । আর সেক্ষেত্রেই ডাবল ট্যাক্সেশন এর বিষয়টি বার বার চলে আসে।

এছাড়াও, ব্যবসার মালিকরা এমন রেঞ্জে বেতন নিতে পারেন যার ফলে কর্পোরেট হারে কর দেওয়া লাগে না । তাছাড়া, চিকিৎসা প্রিমিয়াম, প্রান্তিক সুবিধা এবং দাতব্য অবদানগুলিও ট্যাক্স কর্তন এর সুবিধা পেয়ে থাকে।

আর তাই সি-কর্প দ্বৈত-করারোপের বিষয়। সুতরাং, কর্পোরেশন এবং মালিক উভয়ই একই সময়ে কর প্রদান করে থাকে।

S প্রতিষ্ঠান S-Corp-এর ট্যাক্স সুবিধা

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডের এস(S) উপ-অধ্যায় এস প্রতিষ্ঠানগুলো বা এস কর্পোরেশনগুলো (S-Corp) নিয়ন্ত্রণ করে। এস-কর্পোরেশন হল একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যার সর্বোচ্চ 100 জন শেয়ারহোল্ডার থাকতে পারে । এস প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস আপনার ব্যবসায় একটি অংশীদারিত্বের কর-মুক্ত সুবিধা সহ বিভিন্ন কর্পোরেট সুবিধার অনুমতি দেয় । প্রাথমিক স্তরে কোনো ফেডারেল ট্যাক্স না দেওয়াই হল সবচেয়ে বড় ট্যাক্স সুবিধা। এসব সুবিধা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অগ্রসরে অনবদ্য ভূমিকা রাখে।

(S) এস প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির জন্য কাজ করতে এবং বেতন উপার্জন করতে পারে। তারা কর-মুক্ত লভ্যাংশ পেতে পারে যদি তাদের ডিস্ট্রিবিউশনগুলি তাদের স্টকের ভিত্তিতে অপ্রতুল থাকে।

এস প্রতিষ্ঠান(S-Corp) ব্যক্তিগত সম্পদের উপর কোন সুরক্ষা প্রদান করে না। করের হার প্রতিটি ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভর করে।

LLC এবং এর ট্যাক্স সুবিধা

একটি সীমিত দায়বদ্ধতাভিত্তিক কোম্পানি (LLC) তার দায়বদ্ধতার জন্য ব্যক্তির সম্পদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। রাজ্য জুড়ে, এলএলসি (LLC) গঠনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কারণ রাজ্যভেদে এলএলসি গঠনের নীতিমালা ভিন্ন হতে পারে ।

যেমন নিউ ইয়র্কে একটি সীমিত দায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (LLC) গঠিত হওয়ার পর মালিককে একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে টানা ছয় সপ্তাহ যাবত এই বিষয়ে তথ্যাদি/বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হয় । এতে বেশ ভালো অর্থ ব্যয় করতে হয় । এটা অনেকটা ব্যয়েরই খাত।

আবার এলএলসি (LLC) মালিকেরা এলএলসি থেকে তাদের ব্যক্তিগত আয়ের উপর ট্যাক্স পাবেন । এলএলসি এর মালিকের মৃত্যুর পর তিনি কেবল এ ট্যাক্স দায় থেকে মুক্ত হবেন এবং তখন এলএলসিও থাকবে না।

LLP এবং এর ট্যাক্স সুবিধা

একটি সীমিত দায়বদ্ধতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব এলএলপির(LLP)-এর একাধিক সদস্য থাকে । এই নমনীয় ট্যাক্স সত্তা অংশীদারদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। এর মাধ্যমে অংশীদারদের পরস্পরের প্রতি অবদান, বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায় । শেয়ারকৃত অফিস এবং এর জায়গা, কর্মচারী, ইত্যাদি লাভের অংশ বাড়িয়ে দেয় এবং করের হার কমিয়ে দেয়।

এখানেও এলএলপি(LLP) এর চাহিদা এবং বিষয়াদি রাজ্য জুড়ে পরিবর্তিত হয়। ব্যর্থ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে, পাওনাদাররা অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পদ বা আয়ের পিছনে জোর জবরদস্তি করতে পারে না। এলএলপি(LLP) সদস্যদের এলএলসি(LLC) থেকে তাদের ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর দিতে হয় ।

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
• TAX (Federal & State)
• IMMIGRATION
• CORPORATION
• BUSINESS SERVICES
• CONSULTING

Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ব্যক্তিগত পরামর্শ
ইন্টারেষ্ট রেট কম
ইনভেষ্টমেন্ট
ফ্রি এপ্রোভাল
ফাষ্ট ক্লোজিং
দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

May allah's almighty blessings flood your life with joy and opens all doors to success now and forever. Happy Eid Mubarak to all !
ঈদ মোবারক
KAZI SAKAWAT HOSSAIN AZAM
President
All Asian American Foundation
Inter State BNP
Bangladeshi American Friendship Society of North America
Former President
Chittagong Association Of North America
Executive Secretary
Fobana Steering Committee

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEV

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

ঈদ মোবারক

আল্লাহ তোমার সকল ভাল কাজ ও ত্যাগ গ্রহন করুন।
তোমার জীবনের সব দুঃখ কষ্ট দুর হোক, এই কামনা করি।
ঈদ মোবারক

Dr. Sayera Haque, MD.
Board Certified in Internal Medicine
Attending Physician,
Emergency Department

Coney island Hospital
www.sayerahaquemd.com
drsayerahaque@aol.com
drhaque7@aol.com
Mon,Tue, Thu, Fri, sat

Engr. Al-Hajj
Mohammed Fazlul Haque

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave
Brooklyn,NY 11218
Tel: (718) 633-5883 Tel: (718) 633-5800
Tel: (347) 715-7593 Fax: (718) 686-1114
Cell: (917) 974-7946 Cell: (917) 494-5316

ঈদ মোবারক
EID MUBARAK
Eid Special Sale
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (April 05 - 11, 2024) | Promo Code : PSP63
SALE $3.49/LB CUT OFF FROZEN GOAT ZABIHA HALAL
SALE $2.99/LB ZABIHA HALAL CHICKEN BREAST
SALE 79¢/LB ZABIHA HALAL NO CUT NO CLEAN Minimum purchase of 10 lb CHICKEN QUATER LEG
SALE $14.99/EA 4 IN ONE 1400 GM, EACH BAG EURO HILSHA
SALE $1.99/LB 3 KG EURO ROHU
SALE $3.29/LB 3 KG EURO MRIGEL
SALE $3.99/LB 1 KG KORAL
SALE $2.99/LB TILAPIA FILLET
SALE $6.99/EA 500 GM EURO LOOSE BAILA
SALE $19.99/EA SIZE 1-2, 2 LB GOLDA SHRIMP
SALE $9.99/EA 31/40-2 LB BAG BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL RAW SHRIMP
SALE 2/$8.00 EACH $4.49 4 LB DOMINO SUGAR
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $25.99/EA 50 LB RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $16.99/EA 10 LB EMPIRE EXTRA LONG BASMATI RICE
SALE $15.99/EA 10 LB MEHARBAN KALIJEERA RICE
SALE $13.99/EA 5 LTR ZER CORN OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $11.99/EA 2 LTR OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE 2/$14.99 EACH $8.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 2/$8.00 EACH $4.99 24 OZ LAXMI GINGER GARLIC PASTE
SALE 2/$5.00 7 OZ PREMIUM GOLDEN RAISIN
SALE $3.99/EA MINIMUM PURCHASE OF $100 MILK GALON
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Monday to Friday (April 08 - 12, 2024) | Promo Code : PSP26
EBT CARDS OTC CARDS WE ACCEPT EBT
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
SALE $2.89/LB ZABIHA HALAL CUT OFF FROZEN GOAT
SALE $2.79/LB ZABIHA HALAL CHICKEN BREAST
SALE 79¢/LB ZABIHA HALAL NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $22.99/EA 1000/1200 HILSHA
SALE $13.99/EA 3 KG ROHU
SALE $2.99/LB GOLDEN POMPANO
SALE $2.99/LB TILAPIA FILLET
SALE $18.99/EA 2 LB GOLDA SHRIMP
SALE $8.99/EA BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE $12.99/EA 100/120-4 LB BOX HEAD ON SHRIPM
SALE 2/$7.00 4 LB DOMINO SUGAR
SALE $13.99/EA 20 LB CAROLINA PARBOILED RICE
SALE $20.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $12.99/EA 10 LB PUTUL KALIJEERA
SALE $24.99/EA 50 LB RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $10.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $13.99/EA 5 LTR ZER CORN OIL
SALE $10.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE $29.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE 2/$13.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE $2.99/EA 500 G ALAUDDIN LACCHA SEMAI
SALE 3/$1.00 150 G NATIONAL VERMICILLI
SALE $3.49/EA REGULAR GALON MILK
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Eid
MUBARAK
Mohammad Istiaque Hossain, CEO
Essential Home Care
ESSENTIAL HOME CARE
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
Head Office
170-10 Hillside Ave ,
Jamaica NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com
Bronx Office
2166/B Sstarling Avenue,
Bronx, NY 10462
929-386-6805
jacshaheen1@yahoo.com
Jackson Height Office:
3718 73nd St. 2nd Fl. Suite 202,
Jackson Heights-11372
971-300-6463

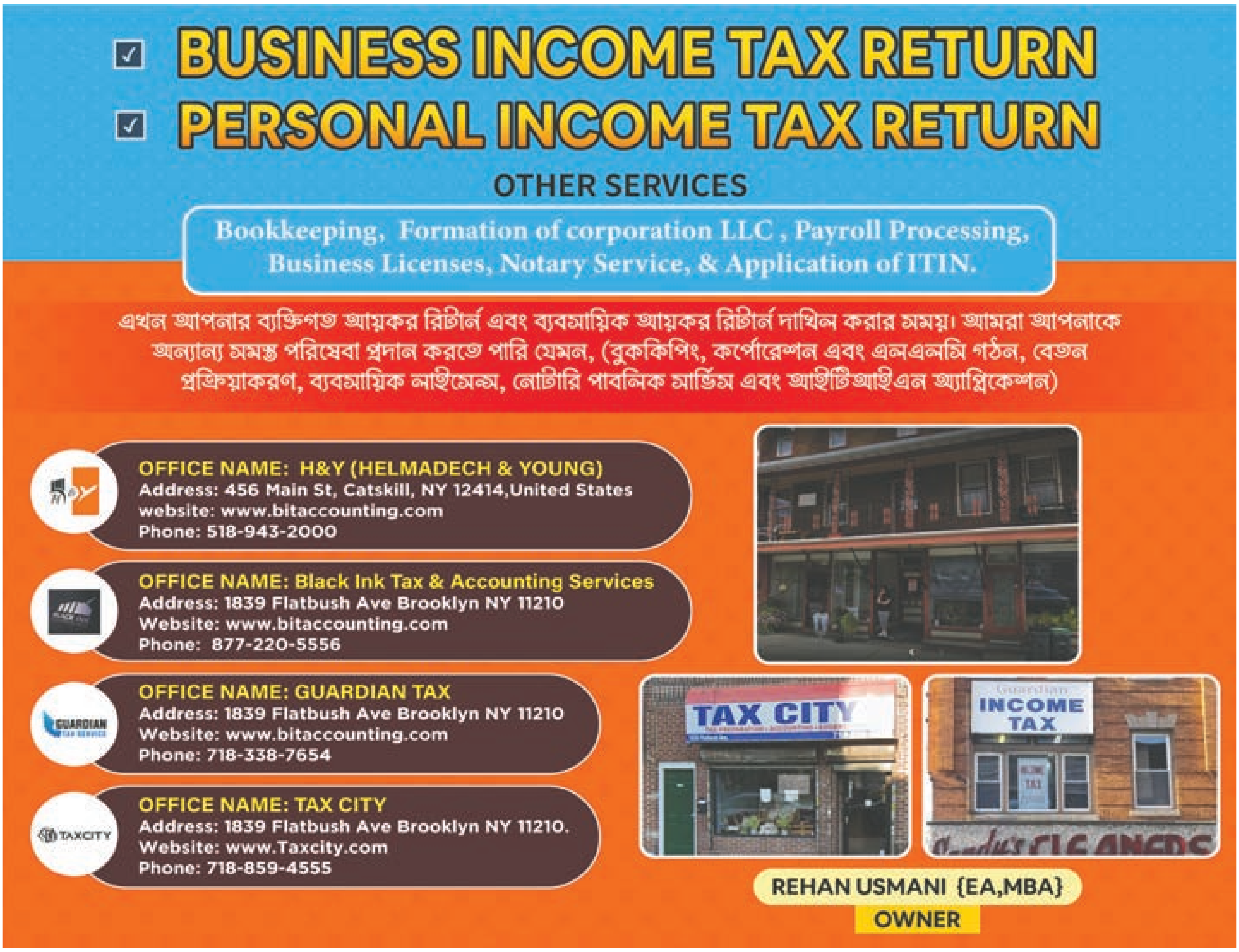
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

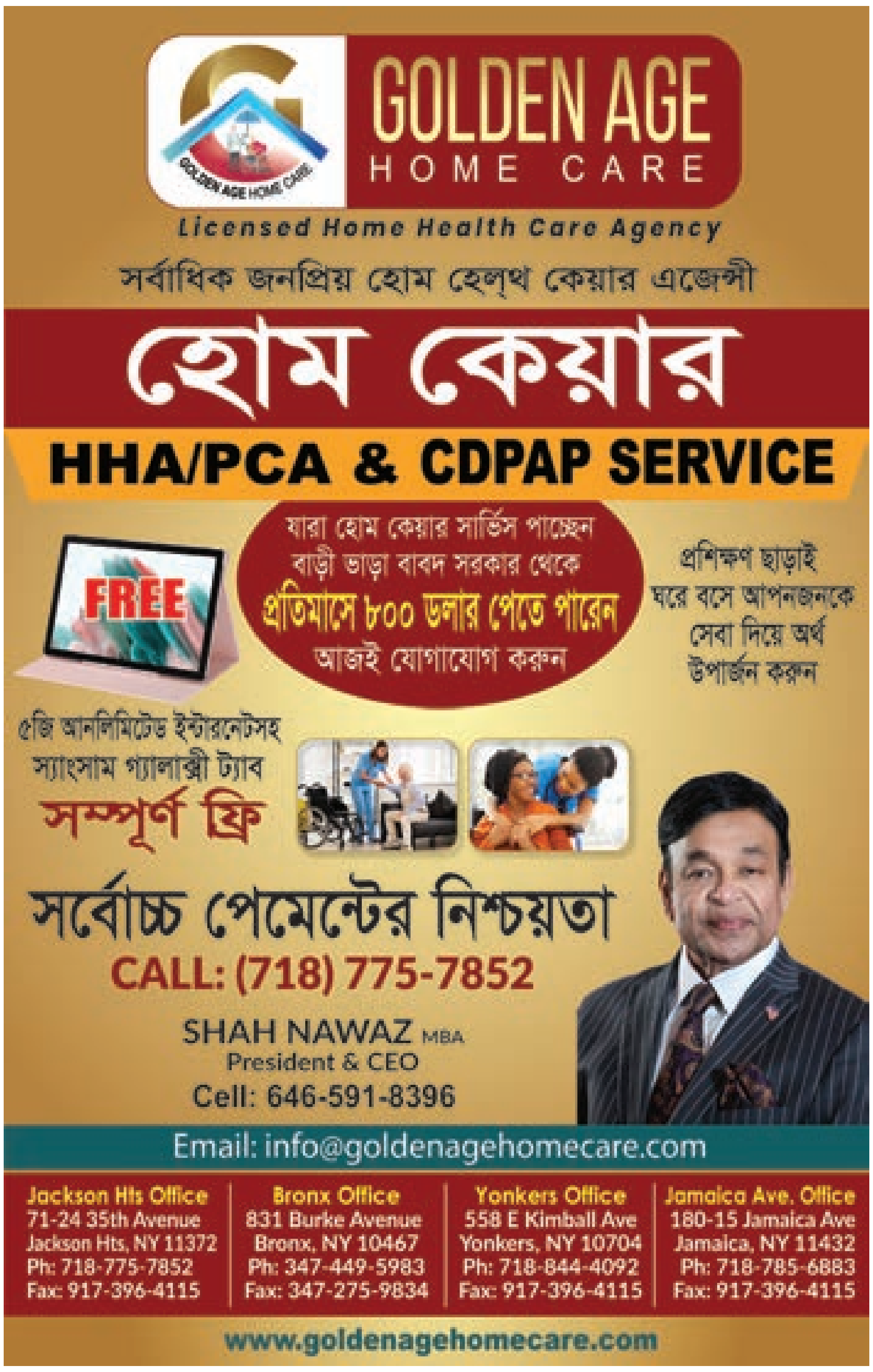
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন ’ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

- INTERNAL MEDICINE
- ASTHMA DIABETES CENTER
- CARDIOLOGY
- PHYSICAL THERAPY
- UROLOGY
- GYNECOLOGY
- PODIATRY
- GASTRO-ENTEROLOGY
- ORTHO-PEDICS
- HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার	শনিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডে ১২ বাংলাদেশি নির্বাচিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

দুই বছরের জন্য কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডে নতুন করে ১২ জন বাংলাদেশি পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেলেন। কুইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৪টি কমিউনিটি বোর্ডের ৩৫৫ জন পাবলিক সার্ভেন্টের নাম ঘোষণা করেন। এ বছর মোট আবেদনকারি ছিলেন ৮৪৮ জন। কমিউনিটি বোর্ড ৮ জামাইকা, কিউ গার্ডেন, ব্রায়ারউড, সাউথ ফ্লাশিং ও হলিসউড নিয়ে গঠিত। এই বোর্ড থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশি নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিতরা হলেন ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাইফ আলম, দিল আফরোজ (নার্গিস আহমেদ), দিলীপ নাথ, আলেয়া সেলিম ও মোহাম্মদ তুহিন। কমিউনিটি বোর্ড ১ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আমিন মেহেদী। নির্বাচিত অন্য বাংলাদেশিরা হলেন ওসমান আলী চৌধুরী (কমিউনিটি বোর্ড ২), মোহাম্মদ ইসমাইল (কমিউনিটি বোর্ড ৪), কামাল ভূঁইয়া (কমিউনিটি বোর্ড ৯), ফজলুর রহমান (কমিউনিটি বোর্ড ১০) ও খোন্দকার ইসলাম (কমিউনিটি বোর্ড ১২)। প্রত্যেকটি কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। প্রতি ২ বছর মেয়াদে কুইন্স ব্যরো কমিউনিটি বোর্ডে ৩৫৫ জন করে নিয়োগ দেয়া হয়। এ বছর ২০২৪-২০২৫ মেয়াদে এই নিয়োগ দেয়া হলো।

গরম কমাতে যে পদ্ধতি বের করলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী। এর অন্যতম কারণ, পৃথিবীতে আসা সূর্যের আলোর একটা বড় অংশ এখানেই থেকে যায়। গত বছর রেকর্ড গরম পড়েছিল পৃথিবীতে। এবার এই গরম কমাতে নতুন পদ্ধতি বের করলেন একদল মার্কিন বিজ্ঞানী।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, নতুন এই পদ্ধতির নাম ক্লাউড ব্রাইটেনিং। এর মাধ্যমে আকাশে ভাসমান মেঘকে আরও উজ্জ্বল করা হবে, যাতে পৃথিবীতে আসা সূর্যের আলোর একটি অংশ আবার ফিরে যেতে পারে। এর মাধ্যমে ওই এলাকায় গরম কম পড়তে পারে।

ট্রায়ালে এই পদ্ধতি সফল হলে আকাশের মেঘে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের ওপর ভাসমান মেঘে এই ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছেন তারা। এতে সমুদ্রের তাপমাত্রাও কমে যাবে।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ বিলিয়নিয়ার ১৯ বছরের এই তরুণী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ বিলিয়নিয়ার এখন ব্রাজিলের ১৯ বছর বয়সী তরুণী লিভিয়া ভয়েট। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ফোর্বসের সবশেষ প্রকাশিত তালিকায় এমনটি দেখা গেছে।

২০২৪ সালের ফোর্বসের বিলিয়নিয়ার তালিকায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ বিলিয়নিয়ারই তরুণ। তালিকায় ২৫ জন কনিষ্ঠ বিলিয়নিয়ারের মধ্যে সবার বয়সই ৩৩ বা তার কম। যাদের সর্বমোট সম্পদের পরিমাণ ১১০ বিলিয়ন ডলার।

ফোর্বসের আগের তালিকায় লিভিয়ার জায়গায় নাম ছিল ক্লেমেন্টে দেল ভেচিওর। ক্লেমেন্টে দেল ভেচিওর বাবা ইতালীয় ধনকুবের লিওনার্দো দেল ভেচিও বিশ্বের সবচেয়ে বড় চশমা ফার্ম এসিলর লুক্সোটিকার সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। লিভিয়ার চেয়ে বয়সে দুই মাসের বড় ছিলেন ক্লেমেন্ট।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, লিভিয়া ভয়গট ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় ইলেক্ট্রিকাল মটর কোম্পানি ডব্লিউইজি সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডারদের একজন। এই কোম্পানির অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লিভিয়ার দাদা ওয়ার্নার রিকার্ডো ভয়েট। লিভিয়া বর্তমানে লেখাপড়া করছেন। তিনি ডব্লিউইজির পরিচালনা বোর্ডের সদস্য না।

লিভিয়ার মোট সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। ব্রাজিলের এই তরুণীর সঙ্গে ফোর্বসের বিলিয়নিয়ার তালিকায় নাম উঠেছে তাঁর বড় বোন ডোরা ভয়েট ডে অ্যাসিসের। ডোরা ২৬ বছর বয়সে স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন।

বিশ্বের ১০টি দেশে ডব্লিউইজির ফ্যাক্টরি রয়েছে। ২০২২ সালে কোম্পানিটির আয় ছিল ৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | Old Club Man (718) 724-9688 | EUROPE | BANGLADESH
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

দুই লঞ্চের ধাক্কা, ৫ জনের মৃত্যু

ঢাকা অফিস

রাজধানীর সদরঘাটে পন্টুনে বাঁধা দুই লঞ্চের ধাক্কায় দড়ি ছিঁড়ে পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া ৩টার দিকে লঞ্চে এ ঘটনা ঘটে।

সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের বার্থিং সারেং শেখ মো. আসাদুজ্জামান জানান, লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলেই পাঁচজন মারা গেছেন। আহত হয়েছে কয়েকজন।

এদিকে সদরঘাট ট্রাফিক জোনের যুগ্ম কমিশনার জয়নাল আবেদীন বলেন, এমভি তাশরিফ-৪ ও এমভি পূবালী-১ নামের দুটি লঞ্চ দড়ি দিয়ে পন্টুনে বাঁধা ছিল। এসময় এমভি ফারহান-৬ লঞ্চটি পার্কিং করার জন্য ওই দুই লঞ্চের মাঝখান দিয়ে ঢুকলে ধাক্কা লেগে এমভি তাশরিফ-৪ লঞ্চটির ওঠানামার দড়ি ছিঁড়ে যায়। এতে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিচার শুরু হচ্ছে। এ মামলা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় ট্রাম্প।

বিভিন্ন সময় বিচারক জুয়ান মার্কানকে আক্রমণ করে মন্তব্য করেছেন। এ ঘটনায় বিচারক ট্রাম্পের ওপর আংশিক গ্যাগ অর্ডার জারি করেন। অর্থাৎ ট্রাম্প বা ট্রাম্প শিবিরের কেউ এই মামলা, মামলাসংশ্লিষ্ট আদালতকর্মী, জুরি, সাক্ষী এবং জেলা অ্যাটর্নি কার্যালয়ের কোনো আইনজীবী বা তাঁদের পরিবারকে নিয়ে জনসমক্ষে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে বা মামলাসংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন না।

গত শনিবার ট্রাম্প তাঁর নিজের ট্রুথ সোশ্যাল নামের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে বিচারক মার্কিনের বিরুদ্ধে বাক্স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ওই বিচারক আইন লঙ্ঘন করেছেন।

ট্রাম্প বলেছেন, 'যদি এই পক্ষপাতদুষ্ট বিচারক আমাকে উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট সত্য বলার জন্য কারাগারে পাঠাতে চান, আমি খুশিমনে আধুনিক যুগের নেলসন ম্যান্ডেলা হয়ে উঠব। এটা হবে আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের।'

এবারই প্রথম নয়, গত বছরের আগস্টেও ট্রাম্প নিজেকে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। নিজেকে রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার দাবি করে তিনি বলেন, 'আমার নেলসন ম্যান্ডেলা হতেও কোনো আপত্তি নেই।' তিনি নিজেকে যিশুখ্রিষ্টের সঙ্গেও নিজের তুলনা টেনেছিলেন।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন নেলসন ম্যান্ডেলা। পরে তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালে তিনি মারা যান।

এদিকে ট্রাম্পের সমালোচনা করে বাইডেনের প্রচারশিবির থেকে বলা হয়েছে, নিজে কতটা আত্মকেন্দ্রিক, সেটা ভেবে দেখুন। এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজেকে যিশুখ্রিষ্ট এবং নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। এটাই আপনাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প।

কেএনএফ: স্বাধীন বাংলার নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসলেই চুপ। তাহলে পাগাড়ে সেনা বাহিনী কি করছে।

ঘটনার কয়েকদিন পর সেনা বাহিনীর প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দীর্ঘ প্রে ব্রিফিং করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, কুকিচিন বা কেএণএফের সাথে দুইবার সমাঝোতা বৈঠক হয়েছে। এ বৈঠকের মাঝে এ ধরণের হামলা করে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। এখন তাদের আর ছাড় দেয়া হবেনা।

বক্তব্যের পর যৌথবাহিনীর অভিযানে ৫৩জন বম সম্প্রদায়দের যুবকেএবং যুবতীকে গ্রেপ্তার করে। তারা কেএনএফের সদস্য বলে সরকার জানিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো তাদের সাথে কি সমাঝোতা হলো। সন্ত্রাসীদের সাথে সমাঝোতা কেন। কারন পাগাড়ে তারা এ ধরণের ঘটনা নতুন করে নি। এর আগে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে সরকারকে ম্যাসেজ দিয়েছে।

যেমন বান্দরবানে সশস্ত্র সংগঠন কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) হামলায় চলতি বছরের ১৪ ফ্রেরুয়ারি সকালে তিন পর্যটকসহ চারজন আহত হয়েছে। এই ঘটনার পর সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় পুলিশ এবং সেনা সদস্যরা টহল দিচ্ছে।

এদিকে রুমা এবং থানচি উপজেলায় সকাল থেকে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। কেএনএফ দু'টি উপজেলা সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। আটকা পড়েছেন বহু পর্যটক ও যাত্রী। ফলে জনদুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

বম সম্প্রদায়ের সংগঠন কেএনএফ ১৪ ফেরুয়ারি সকাল থেকে রুমা এবং থানচি উপজেলায় সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার সড়কগুলোও বন্ধ করে দিয়েছে তারা। এতে করে আটকা পড়েছেন বহু পর্যটক। যেসব পর্যটক রুমা ও থানচিতে বেড়াতে গিয়েছিল তারা এখন বান্দরবানে আসতে পারছেন না। অন্যদিকে বান্দরবান সদর থেকেও পর্যটকরা সেখানে যেতে পারছে না।

তখন বান্দরবান পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন জানান, অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

কি হয়েছিল ২ এবং ৩ এপ্রিল

২ এপ্রিল রাত সাড়ে ৯টায় বান্দরবানের রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংকে লুট করে পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)। এ সময় পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র, মোবাইল, ব্যাংকের ম্যানেজার নেজাম উদ্দিনকে অপহরণ করে নিয়ে যায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর এ সদস্যরা। ওই দিন রুমায় মসজিদে ঢুকে আধা ঘন্টাব্যাপী ত্রাস সৃষ্টি করে কেএনএফর সন্ত্রাসীরা। নামাজের সময় খুজেঁ খুঁজে সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারকে মসজিদ থেকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে সন্ত্রাসীরা।

পরের দিনও থানচিতে দুই ব্যাংকের ডাকাতির ঘটনা ঘটে। তখন পুলিশের আইজি বান্দরবান সফর করছিলেন। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায়, খানচিতে দুইটি ব্যাংকে লুটের সময় কেএনএফের নারী সদস্যরা অংশ নেয়। তার মানে তাদের চক্রে নারিরাও জড়িত।

কে এই কেএনএফ

ঠিক দু'বছর আগে এই এপ্রিল মাসেই বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ। সেসময় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে দুই পার্বত্য জেলা রাঙামাটি ও বান্দরবানের মোট নয়টি উপজেলার সমন্বয়ে 'স্বশাসিত বা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা-সহ' পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে তারা।

উপজেলাগুলো হল রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, সবগুলো উপজেলাই সীমান্তবর্তী।স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবির ক্ষেত্রে তারা সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোকে কী কী কারণে অগ্রাধিকার দিচ্ছে? পাহাড়ে গোষ্ঠীগত দিকে থেকে তাদের উপস্থিতি ও প্রভাবই বা কেমন? র‍্যাব জানিয়েছে, কেএনএফের আপাতত সদস্য হচ্ছে ৪০০। তাদের হাতে একে-৪৭ এরমত আদুনিক অস্ত্র আছে। যা ভারত থেকে পাচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। কিন্তু তাদের কারা মদদদ দিচ্ছে । এ প্রশ্নে সকলের।

বান্দরবান জেলা সদর থেকে রুমা উপজেলার দূরত্ব ৫৪ কিলোমিটার এবং থানচির দূরত্ব ৯৩ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের অবস্থান বান্দরবানে। সেখানে চাইলেই খুব দ্রুত যানবাহন চলাচল করতে পারে না। খাড়া পাহাড়ের কোলঘেঁষে নির্মিত সড়কগুলো অপেক্ষাকৃত সরু। ফলে এখানে জায়গাভেদে ঘণ্টায় ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার গতিতে যাওয়া যায়। পাহাড়ে গাড়ি চলে সময় ধরে, গতি ধরে নয়। কেএনএফ দুর্গম রুমাকেই তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য বেছে নেয়। এ সংগঠনটির প্রধান হলেন নাথান লনচেও বম, যিনি সংক্ষেপে নাথান বম বলে পরিচিত। বয়স আনুমানিক ৪৪ বছর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম এই সংগঠনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সেই সময় রুমার দুর্গম পাহাড়ে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্কীয়ার সদস্যদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল কেএনএফ। সেনাবাহিনী ও র‍্যাব সদস্যদের অভিযানের মুখে ওই প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ধ্বংস হয়। কেএনএফ ও জঙ্গি সংগঠনের একাধিক সদস্য ধরা পড়ে।

কেএনএফ কি চায়?

পুলিশ, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন জন জানিয়েছেন, কেএনএফ ২০২২ সালে তারা বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার ৯ উপজেলা নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য গঠনের ঘোষণাও দেয় এই সংগঠনটি।

এর মধ্যে রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম।

কেএনএফের প্রধান দাবি কী, তা জানতে চাইলে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জানন তাদের প্রধান দাবি হলো রাঙ্গামাটির তিনটি উপজেলা ও বান্দরবানের দুটি উপজেলাসহ ছয়-সাতটি উপজেলা নিয়ে আলাদা একটা রাজ্য করা। এরা বান্দরবান জেলা অথবা পার্বত্য এলাকায় আলাদাভাবে সরকার গঠন করতে চায়। কিন্তু এটা তো অসম্ভব, সাংবিধানিকভাবে কোনো কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে না। বিষয়টি চিন্তার।

এদিকে, ঢাকায় এক সিনিয়র মন্ত্রী সাংবাদিকদের অফ রেকর্ডে জানিয়েছেন, কেএনএফ বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি জেলাকে স্বাধীন করে খ্রীস্টান রাজ্য বানাতে চায়। এর প্রমাণ তাদের কাছে আছে।

মাহমুদ লাঞ্ছিত মামলায় সব আসামি খালাস

মনজিলুর রহমান

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সাবেক সভাপতি মোস্তফা মাহমুদ লাঞ্ছিত মামলায় সব আসামিকে খালাস দিয়েছে কোর্ট। গত ২৭ মার্চ এ রায় ঘোষণা করেন জর্জিয়ার গুনেইট কাউন্টির ম্যাজিজস্ট্রেট কোর্ট জর্জ ভিই হার্ড।

খালাস প্রাপ্তরা হলেন সাদেক হোসেন, মাহমুদ রহমান, ইউসুফ আলি পিন্টু, মোহাম্মদ কবির,মোহাম্মদ জাহিদ ইসলাম, তানভির শাওন, তোফায়েল আহমেদ তপু, জাহান মোহাম্মদ ও সাদাত আলম ।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিররণে জানা যায়, গত ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জিতক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া স্থানীয় গ্লোবাল মল অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সাবেক সভাপতি মোস্তফা মাহমুদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনায় তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে অভিযোগ করে ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুনেইট কাউন্টি ম্যাজিজস্ট্রেট কোর্টে একটি ব্যাটারি মামলা দায়ের করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সব আসামিকে খালাসের আদেশ দেওয়া হয়।

রবার্ট কেনেডি কি বাইডেনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিপজ্জনক জো বাইডেন। এই মন্তব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রের।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাইপো রবার্ট। তাঁর বাবা রবার্ট এফ কেনেডিও ডেমোক্র্যাট দলের খ্যাতনামা নেতা ছিলেন। কেনেডি পরিবারের যাঁরা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পদে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য। কিন্তু রবার্ট জুনিয়র গত অক্টোবরে দল থেকে ইস্তফা দিয়ে জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই এবারের ভোটে লড়বেন তিনি।

কেনেডি কথায়, "বাইডেন যা করেছেন, আমেরিকার ইতিহাসে কেউ তা করেননি। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমকে নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন যে, "আমেরিকান সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে যে বাক্‌স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, সেটিই বিপন্ন হতে চলেছে।" তবে তাঁর যুক্তির পক্ষে কোনও প্রমাণ দেননি কেনেডি। ডেমোক্র্যাট দলের মুখপাত্র ম্যাট করিডনির কথায়, "প্রেসিডেন্টের মোকাবিলায় তৃতীয় এক প্রার্থীকে নির্দলীয় সাজিয়ে ময়দানে নামিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি।"

জনমত সমীক্ষায় এগিয়ে ট্রাম্প, কোন কোন প্রদেশে বাইডেনকে পিছনে ফেলে দিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট?

এদিকে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে গত ১৭ থেকে ২৪ মার্চের মধ্যে সাতটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিটি থেকে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের ৬০০ জন করে ভোটার নিয়ে মোট ৪,২০০ জনের মধ্যে ওই জনসমীক্ষা করা হয়েছে বলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এখনও সাত মাস বাকি। কিন্তু এখন থেকেই সে দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম শুরু করে দিয়েছে প্রাথমিক জনমত সংগ্রহের কাজ। এমনই এক জনমত সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, আমেরিকার ভোট রাজনীতিতে "সুইং স্টেট' বা 'ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেট হিসাবে পরিচিত ছ'টি অঙ্গ রাজ্যেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রকাশিত এমনই এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, ট্রাম্প ছ'টি 'সুইং স্টেট'-এ ২ থেকে ৮ শতাংশ পয়েন্টে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী তথা বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। ওই প্রদেশগুলি হল, পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা, জর্জিয়া, নেভাদা এবং নর্থ ক্যারোলাইনা। তবে আর এক 'দোদুল্যমান প্রদেশ' উইসকনসিনে ট্রাম্পের চেয়ে ৩ শতাংশ বেশি ভোটদাতার সমর্থন রয়েছে বাইডেনের প্রতি।

শুভবোধ জাগানোর এখনই সময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেই। নেই ছুটে চলার সামর্থ্য। পাখির মতো পাখাও নেই উড়ে যাবে অকুস্থল ছেড়ে অন্যত্র। তাই মানুষের আয়ত্তে যখন কৌশলগত কিছুই ছিল না, তারা অনুসরণ করতে চেয়েছে সেই পশুদের। হাপিত্তেশ করেছে পাখিদের দেখে। হায়! অন্তত পাখিদের মতো যদি পাখাও থাকত, তাহলে কতই না ভাল হতো! জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে যখন ঘাস-পাতায় ছাওয়া কুটির, আবাসস্থল সমস্ত সমূলে ভেসে যেতে শুরু করেছে, তখন কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় অথবা গাছের ডাল বেয়ে উপরে উঠে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করেছে মানুষ।

তারপর কালের পরিক্রমায় মানুষের চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। তারা শারীরিক দিক দিয়ে পশু-পাখির চেয়ে দুর্বল হয়েও বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে। ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা ইত্যকার নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক উপসর্গগুলোকে প্রতিরোধ করতে না পারলেও এ সমস্ত আপদ-বালাই থেকে কিভাবে সম্ভাব্য কম সময়ে নিজেকে, নিজের আত্মীয়-পরিজনসহ অন্যদের দূরে রাখা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছে। এমনকি বৃষ্টি, ঝড়, বন্যার পূর্বাভাসও দিতে শুরু করেছে। এতে করে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের প্রাণহানি ব্যাপকভাবে কমতেও শুরু করেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সমন্বিত করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার উপায় উদ্ভাবনের পাশাপাশি মানুষ এ সমস্ত দুর্যোগের কারণ নিরূপণেরও চেষ্টা চালিয়ে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে হয়েছে সফল। বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষের যুগেও, কোন এলাকা কখন ভূমিকম্পে আক্রান্ত হবে নির্দিষ্টভাবে তা আগে জানা এক রকম দুরূহই রয়ে গেছে।

তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরীক্ষণ করে মানুষ ভূমিকম্পের আশঙ্কা ও এর ভয়াবহতা অনুমান করতে পারছে। তো, ভূমিকম্প রাতের বেলায়, কিংবা প্রকাশ্য দিবালোকে হোক তাতে মানুষের ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কাই থাকে বেশি। ভূমিকম্প মানেই হলো, দুমড়ে মুচড়ে আশপাশের সমস্ত কিছু মুহূর্তে মানুষের মাথার উপর ভেঙে পড়া। আর এত জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ার অর্থই হলো, প্রাণ রক্ষার সমস্ত প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনার অনেকটাই ভন্ডুল হয়ে যাওয়া। ভূমিকম্পের মতো মহাপ্রলয়ে তখন কে কাকে বাঁচাতে ছুটে আসতে পারবে? কোথায় থাকবে অগ্নি নির্বাপণের জন্য ফায়ার ব্রিগেড? কোথায় হাসপাতাল? কোথায় পাওয়া যাবে এ্যাম্বুলেন্স? হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়া স্তূপীকৃত অট্টালিকার ওপর অট্টালিকা, যানবাহন চলার সমস্ত পথই রুদ্ধ করে দেবে!

হায়! হায়! উল্টে যাওয়া নগরীর কোথায় কোন নিভৃতে প্রাণ বাঁচার আকুতি নিয়ে অবুঝ শিশু গলা ছেড়ে চিৎকার করছে! কে শুনতে পাবে? কত কিশোর-কিশোরী কত নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা 'পানি পানি' বলে হাহাকার করবে। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে গলা ফাটাবে? আরও বিপদের বিষয় হলো, ভূমিকম্প আক্রান্ত এলাকায় তাৎক্ষণিক কোন কিছুই সহজলভ্য হবে না তখন! তবে মানুষ এখন বুঝতে পারছে, যত প্রাকৃতিক আপদ-বালাই রয়েছে, তার সংঘটনের জন্য মূলত মানুষই দায়ী।

এখন নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতি-প্রেম বলতে যা বুঝায়, তা অপরিণামদর্শী কতিপয় মানুষের হৃদয় থেকে উজাড় হয়েই যাচ্ছে। বিশ্ব প্রকৃতি মানুষকে অকৃত্রিম ভালবাসলেও মানুষের এই পরম বন্ধুর জন্য তাদের অন্তরের ভালবাসা দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাও শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে। তারা নির্মমভাবে কোদাল, কুড়াল, ড্রেজার, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চালায় প্রকৃতির গায়। তাতে প্রকৃতির শরীর নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে। তার হৃদয় মনও সঙ্গে রক্তাক্ত হচ্ছে। মানুষের এই অমানবিক ব্যবহারে সে মহা ত্যাক্ত-বিরক্ত হচ্ছে। পরিণতিতে তাই দিনে দিনে মানুষের প্রতি তার রুদ্র ব্যবহার চরম মাত্রা পাচ্ছে।

এখন, এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উচিত তাদের প্রকৃত বন্ধু প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া। তার আশ্রয়ে নিজেদের সমর্পণ করা। জরুরী ভিত্তিতে প্রকৃতির উপর দমন পীড়নের সব ধরনের হাতিয়ার গুটিয়ে নেয়া উচিত। বিকাশমান মানব-সভ্যতার নামে, নগরায়ণের ধুয়া তুলে প্রকৃতিকে আর হত্যা করা নয়। সুনামি, ভূমিকম্প, ভূমিধস, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, মাঠের সবুজ প্রান্তর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, ফসলহানি, ফসলি জমির উর্বরতা নাশ, মৎস্য, পশু-পাখি, বন্যপ্রাণীর প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মানবদেহে সংক্রমিত এইডস, ক্যান্সার, নতুন নতুন রোগব্যাধি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, পর্বতের তুষার অতিমাত্রায় বিগলিত হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, স্বাদু পানির পরিমাণ কমে লবণাক্ত পানির স্তর বৃদ্ধি পাওয়া, সুপেয় পানিতে আর্সেনিক ও বাতাসে নিঃসরিত কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া, খাবারে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ, কীটপতঙ্গ দমনের নামে ফসলে বিষ প্রয়োগ... ... এত কিছুর জন্য কি আমরা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, দায়ী নই? তবে ইচ্ছে করলেই আমরা মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবেসে, এ সমস্ত উপসর্গ দমন করতে পারি।

আর নয় সময় নষ্ট। আর নয়, এ পৃথিবীর আয়ু শেষ করে দেয়া। এ পৃথিবীকে, এ সবুজ নিসর্গকে, মানুষসহ প্রকৃতিবান্ধব সমস্ত জীব-জন্তুকে রক্ষা করার দায়িত্ব তো আমাদের সকলেরই। আমরা স্রষ্টার সৃষ্টিকে বাঁচাতে চাই। আমরাও বাঁচতে চাই। এব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া ও তা শুরু করার আমাদের শেষ সময় এখনই।

ঈদের আনন্দে মুসলিম জাহান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চারপাশে শুধু ধ্বংসস্তূপ। বসবাসের উপযোগী কোনো স্থাপনা চোখে পড়ে না। পেটে খাবার নেই তাদের। অসুখে নেই ওষুধ। আছে বোমাতঙ্ক। চোখেমুখে হতাশা। মিশরের রাজধানী কায়রোতে যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার কথা শোনা যাচ্ছে তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। মিশরীয় মিডিয়া থেকে বলা হচ্ছে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু হামাস কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের দাবি অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করছে ইসরাইল।

দক্ষিণের খান ইউনুস থেকে ইসরাইলি সেনাদের প্রত্যাহার করে নেয়ার পর গাজাবাসী তাদের বিধ্বস্ত বাড়িঘরে ফেরা শুরু করেছেন। যেপথে তারা হাঁটছেন, চোখে যতদূর দেখতে পান- সবটাই ধুলোবালির স্তূপ। কে বলবে মাত্র ৬ মাস আগেও এসব স্থানে জনবসতি ছিল! মানুষের কলরবে মুখরিত হতো পথঘাট, হাটবাজার, স্কুল! ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, রোববার গাজা থেকে যেসব ইসরাইলি সেনাদের প্রত্যাহার করা হয়েছে, তাদেরকে ভবিষ্যত অপারেশনের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। বিশেষ করে দক্ষিণের রাফা শহরে এই অপারেশন চালানো হবে। ফলে গাজায়, বিশেষ করে রাফায় ইসরাইল যে তাদের নৃশংসতা বন্ধ করছে এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বরং এই সেনা প্রত্যাহার হতে পারে তাদের ভবিষ্যত হামলার প্রস্তুতি। ৭ই অক্টোবর হামাসের রকেট হামলার পর ইসরাইল গাজায় যুদ্ধ শুরু করে। এ পর্যন্ত এই যুদ্ধে তারা কমপক্ষে ৩৩,১৭৫ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭৫,৮৮৬ জনকে।

ছয় মাসে হামাসকে কতটা নির্মূল করতে পেরেছে ইসরায়েল

গত বছরের ৭ই অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা গাজা থেকে ইসরায়েলে প্রবেশ করার পরে ছয় মাস হয়ে গেছে। সেদিন হামাস হামলা চালিয়ে ইসরায়েলে প্রায় ১২০০ মানুষকে হত্যা করে এবং শতাধিক মানুষকে জিম্মি করে নিয়ে যায়।

জবাবে, ইসরায়েল "হামাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস করার" প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যাতে হামাস আর কোনো হুমকি সৃষ্টি করতে না পারে এবং ইসরায়েল যেন তাদের সমস্ত জিম্মিকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, এর পরে ইসরায়েলে হামলায় অন্তত ৩৩ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং গাজার বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইসরায়েল বলেছে যে তারা হাজার হাজার হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং গাজার তলদেশে সুড়ঙ্গের বিশাল নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছে, যা হামাস হামলা চালাতে ব্যবহার করছিল।

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) এর পাবলিক বিবৃতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলো যাচাই করে দেখেছে বিবিসি ভেরিফাই এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রীয়ভাবে যেসব দাবি করেছে সেগুলোরও তথ্য প্রমাণ যাচাই করে দেখেছে।

কতজন হামাস নেতা নিহত হয়েছে?

৭ই অক্টোবরের আগে, গাজায় হামাসের প্রায় ৩০ হাজার যোদ্ধা ছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল, আইডিএফ কমান্ডারদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

হামাসের অনেক ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন ইসমাইল হানিয়াহ, যাকে ওই সশস্ত্র গোষ্ঠীটির নেতা বলে ধরা হয়, তিনি বিদেশে থাকেন। তবে এর অনেক সামরিক নেতৃত্ব কাঠামো গাজার অভ্যন্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়।

এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে, আইডিএফ বলেছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা প্রায় ১৩ হাজার হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে, যদিও তারা এই সংখ্যাটি কীভাবে গণনা করেছে তা জানায়নি। ইসরায়েলও হামাস নেতাদের নাম প্রকাশ করে বলেছে যে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

অক্টোবর থেকে এইভাবে মোট ১১৩ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই বছরের মার্চ পর্যন্ত গাজায় হামাসের কোনো সিনিয়র নেতা নিহত হওয়ার খবর জানায়নি। ২৬শে মার্চ, আইডিএফ বলেছে যে তারা হামাসের সামরিক শাখার ডেপুটি কমান্ডার মারওয়ান ইসাকে হত্যা করেছে।

তাকে ইসরায়েলের মোস্ট ওয়ান্টেডদের একজন বলে ধরা হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যাদের হত্যা করা হয়েছে এর মধ্যে তিনিই ছিলেন সশস্ত্র গোষ্ঠীটির সবচেয়ে সিনিয়র নেতা। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তাদেরও ধারণা যে মারওয়ান ইসাকে হত্যা করা হয়েছে, তবে হামাস এই তথ্য নিশ্চিত করেনি।

হামাসের সিনিয়র নেতা হিসাবে আইডিএফ এমন সব ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করে হামলায় নিহত হওয়ার দাবি করেছে, তারা আদৌ এই গোষ্ঠীর সদস্য কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এই ক্যাটাগরিতে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুস্তাফা থুরায়া। জানুয়ারিতে তাকে বহনকারী গাড়িতে হামলা চালানো হয়। তখন তিনি দক্ষিণ গাজায় একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

HOUSE FOR SALE
BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX
INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR
THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

কুইন্সের আইন প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষী সিনিয়র ম্যানেজার আবশ্যক

"কুইন্সের খ্যাতনামা আইন প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হবে। প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলায় পারদর্শী হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে। অত্যন্ত অরগেনাইজড, যোগাযোগে এবং জনসংযোগে চমৎকার দক্ষতা অপরিহার্য।
যোগ্য প্রার্থীকে ভালো বেতন দেয়া হবে। আইন প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আগ্রহীদের অনুগ্রহ করে ravi@gehilaw.com ইমেইলে রিজুমি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ফোনে নেতানিয়াহুকে সতর্কবার্তা দিলেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সতর্ক করে বলেছেন যে, ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গাজার বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ওপর নির্ভর করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপে বাইডেন এমন সতর্ক বার্তা দেন। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলি হামলায় সাতজন ত্রাণকর্মী নিহত হওয়ার পর এটি ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রথম ফোনালাপ। এসময় বাইডেন গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও অগ্রহণযোগ্য হামলা বন্ধের আহ্বান জানান।

চলতি বছরের নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়ে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় ডেমোক্র্যাট বাইডেনের ওপর চাপ বাড়ছে।

বৃহস্পতিবারের ফোনালাপ নিয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়, গাজায় বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি, মানবিক দুর্ভোগ, এবং সাহায্য কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ইসরায়েলকে সুনির্দিষ্ট, দৃঢ় এবং পরিমাপযোগ্য পদক্ষেপের একটি সিরিজ ঘোষণা এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলেছেন বাইডেন। তিনি (বাইডেন) স্পষ্ট করেছেন যে, গাজার বিষয়ে মার্কিন নীতি নির্ধারণ করা হবে ইসরায়েলের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের দ্বারা।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আসন্ন সময়ে গাজায় সহায়তা নিয়ে নাটকীয় পরিবর্তন দেখতে চায়। তিনি জানান, নেতানিয়াহুর ওপর ক্রমবর্ধমান মার্কিন হতাশার বিষয়টি নিয়ে এই ফোনালাপে উঠে এসেছে। তবে ইসরায়েলের নিরাপত্তা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ অবস্থান থেকে সরবে না।

বাসা ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট হলিসে এক বেডরুম লিভিং কিচেন বাথরুমসহ সম্পূর্ণ নুতন বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা এপ্রিল হতে। Q2 ও Q77 বাস ২ মিনিট হাঁটার দূরত্বে। ফোন- ৯২৯-৪২১-২৬২৬ (সকাল ১০টা - রাত ১০টা)।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় সেন্ট আলবিনে ১১২-১৯ ১৯৮ স্টিটে দুই বেড, লিভিং কিচেন বাথ, ডাইনিং ভাড়া হবে। কিউ ৩ ও কিউ ৮৩ বাস সংলগ্ন । গ্রোসারি স্কুল নিকটে। যোগাযোগ 347-599-5637

বাসা ভাড়া

৩ বেড রুম, ২ ফ্লোর এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউইয়র্ক। বাংলা গুসারী, মসজিদ, বাস স্টোপ সবকিছু অতি নিকটে। (929) 328-5042

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

অফিস সহকারি আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের একটি অফিসে কম্পিউটার এবং ইনস্যুরেন্সের কাজ জানা অফিস সহকারি আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-395-3945

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

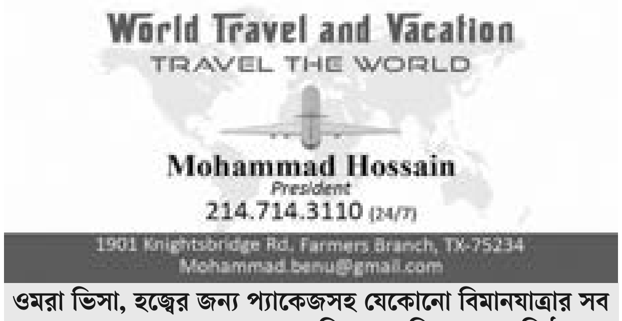

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৭১ স্ট্রিটে অবস্থিত ২ বেড রুম বাথ কিচেন ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল নিকটে।
ফোন: 347-535-2133, 347-553-8444

আবশ্যক

নিউইয়র্কে একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পেপারে ডেলিভারিতে শুক্রবার ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, জ্যামাইকায় কাজ করার জন্য গাড়ি সহ ড্রাইভার আবশ্যক । 646-645-9830

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Tax Returns Amendment
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2s, Pay Checks,
- Pay stubs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership (LLC/SMLLC)

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
NOTARY PUBLIC
IRS ENROLLED AGENT
VISA
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm

Representation taxpayers IRS & State tax audit

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights
Ph: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

JAMAICA OFFICE
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
Ph: 929-399-2004
929-399-2007
Fax:929-399-2030

karnafullytax@yahoo.com | www.karnafullytax.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax | Immigration | Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- FBAR and FATCA Filing
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

PROHEALTH HOMECARE

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার
বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়
2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash
Notary Public
$$$$
Successful Transfer
SEND
৳৳৳৳
Payment Received
RECEIVED
Fast, Secure &
Reliable Remittance
DHAKA BANK
aibl
SBAC
JAMUNA BANK
SIBL
UCB
Contact Us
718-406-9745
We Are Authorized Agents
World Tours & Travel
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10%
Discount
on Flight Booking
Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK
Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Book Online
www.globaltravelbd.com
• All domestic & international flights any country
• No extra charge for credit card
• No hidden charges
• 24/7 customer support
US: 718-406-9745
BD: 01810140650
24/7 customer support
Global Travel & Tours
World Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
24/7 Hotline: 718-406-9745

দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বাইডেন, পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি

বাল্টিমোর সেতু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাল্টিমোর সেতু পুনর্নির্মাণে সর্বাত্মক চেষ্টার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোর সেতু ধসের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় এ মন্তব্য করেন তিনি। সেতু ধসের এ ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছিলেন।

ফ্রান্সিস স্কট ব্রিজ নামের এই সেতুর ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে বাইডেন বলেন, 'আমি এখানে বলতে এসেছি, আপনাদের দেশ আপনাদের সঙ্গে আছে।' এখনো আঘাতকারী বিশাল পণ্যবাহী জাহাজের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ভেঙে পড়া সেতুটি।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন অনুসারে, নির্বাচনের বছরে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সীমিত করার চেষ্টা করছে বাইডেন প্রশাসন। বাইডেন বলেন, আগামী মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকার বৃহত্তম বন্দরগুলোর একটিতে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে এমন একটি নতুন চ্যানেল খুলে দেওয়া হবে।

গত ২৬ মার্চ বাল্টিমোর হারবারে দুর্ঘটনার ব্যাপকতার মাত্রা আকাশ থেকে দেখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের হেলিকপ্টার মেরিন ওয়ানে করে সেতুর ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে উড়ে যান। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় উদ্ধারকর্মীদের কাছ থেকে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনে নেন। বন্দরে অন্যান্য জাহাজ যাতায়াতের বিকল্প পথ তৈরির জন্য নদী থেকে হাজার হাজার টন ধ্বংসাবশেষ অপসারণের কাজ করে যাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল সেতু, ৬ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল সেতু, ৬ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

বাইডেন বলেন, 'আকাশ থেকে আমি ভেঙে পড়া সেতু দেখতে পেলেও স্থলে ঐক্যবদ্ধ এক জনগোষ্ঠী দেখতে পেয়েছি।'

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ৩১ মার্চ রোববার এস্টোরিয়ার আল আমিন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে বক্তারা কমিউনিটির স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্ত মানবতার কল্যাণে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ এর অব্যাহত তৎপরতার প্রসংশা করেন। তারা বলেন, কমিউনিটির সেবায় এ সংগঠন যুগান্তকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, যা সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ সপরিবারে এতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী মুসলিম বিচারক কুইন্স কাউন্টি সিভিল কোর্টের বিচারক সুমা সাঈদ, নিউইয়র্ক মেয়রের উপদেষ্ঠা কাউন্সিলের সদস্য ফাহাদ সোলায়মান, আল আমিন জামে মসজিদের সভাপতি মো. শাহাবুদ্দীন, সংগঠনের উপদেষ্ঠা এমাদ আহমদ, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান, সৈয়দ মামুন। অনুষ্ঠানে আরো অংশগ্রহন করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ মজিদ, সহ-সভাপতি বশির খাঁন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজম্মুল হোসেন, সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সহ সভাপতি সৈয়দ রুহুল আলী, ও সদস্য চমন উদ্দিন,সিলেট সদর থানা বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট বেবসাযী তুযার ভুঁইয়া ,এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালিক খান লায়েক, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আবু হামিদ,ও আজিজুল হক সপন, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ইনক এর চিফ কো অর্ডিনেটর খন্দকার মারুফ আহমেদ ও কামাল আহমেদ।

ইফতারের পূর্বে দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি কয়েস আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক

দুই সেনা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করল ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় ত্রাণকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত দুই জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এ ছাড়া অপর তিন সৈন্যকে 'তিরস্কার' করেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিবৃতির বরাত দিয়ে আজ শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলার ঘটনাটি ভুলবশত ঘটেছে। এ জন্য সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ হারজি হালেভি ক্ষমা চেয়েছেন। এ ছাড়া নাহাল ব্রিগেডের দুইজন কমান্ডারকে বরখাস্ত করেছেন তিনি।

গত সোমবার গাজার দেইর আল বালাহ এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় সাতজন ত্রাণকর্মী নিহত হন। নিহতদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং ফিলিস্তিনের নাগরিকদের পাশাপাশি একজন মার্কিন-কানাডিয়ান দ্বৈত নাগরিকও ছিলেন। এ হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়াল অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি সাংবাদিকদের বলেন, এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা। এর জন্য আমরাই দায়ী এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটা অবশ্যই উচিত নয়।

বিএনপির ইফতার আয়োজনে শিশুর কান্না

বাবাকে ফিরিয়ে দিন

রাজধানীর ইস্কাটনে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইফতার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি।

ঢাকা অফিস

বিএনপির ইফতার আয়োজনে শনিবার গুম-খুন হওয়া নেতাকর্মীর পরিবারের সদস্যদের কান্না ও আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে পরিবেশ। অনেকের চোখে পানি চলে আসে শিশুদের কান্না দেখে। কোনো কোনো শিশু কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে ফেরত চেয়ে তাঁকে নিয়ে ঈদ করার আকুতি জানিয়েছে। রাজধানীর ইস্কাটনে লেডিস ক্লাবে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার নেতাকর্মীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইফতার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি। এতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সরকার দেশের অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থাসহ সবকিছু ধ্বংস করেছে। দানব সরকার জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ইফতারের আগে নির্যাতনের শিকার ৬৪ জনের পরিবারের মাঝে সহায়তার অর্থ তুলে দেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা। এ সময় ২০১৪ সালে নিখোঁজ পারভেজ হোসেনের মেয়ে হৃদি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, ‘আর কত কাঁদতে হবে? আমি বাবার সঙ্গে ঈদ করতে চাই! প্লিজ, আমার বাবাকে ফিরিয়ে দিন!’ ২০১৬ সালে নিখোঁজ আনোয়ার হোসেন মাহবুবের মেয়ে রাইসা বলেন, বাবাকে ফিরে পেতে তাদের আর কতদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে।

গত ২৮ অক্টোবর পুলিশের নির্যাতনে বিএনপি নেতা শামীম মোল্লার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর স্ত্রী লাইলী বেগম বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনজনের সংসার নিয়ে খুব কষ্টে আছেন। অনুষ্ঠানে গুম হওয়া পরিবারের পক্ষে আরও বক্তব্য দেন ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদির লুনা, চৌধুরী আলমের ছেলে আবু সাদাত শাওন চৌধুরী, সাজেদুল ইসলাম সুমনের বোন সানজিদা ইসলাম তুলি প্রমুখ।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও বলেন, সরকার ভিন্নভাবে একদলীয় শাসন চালু করেছে। ভোটাধিকার ও কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তার পরও তাদের আন্দোলন চলছে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। ঢাকায় আন্দোলনের দুর্গ গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে নেতাকর্মীকে আবারও প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শর্টকাট পদ্ধতিতে কিছু হয় না।

মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক ও দক্ষিণের সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনুর সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, জয়নুল আবেদিন, মহানগর উত্তর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, দক্ষিণের আহ্বায়ক আবদুস সালাম প্রমুখ।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডের সাংবাদিক সম্মেলন ১৫ এপ্রিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

মহান স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্য, শিক্ষা, অর্জন ও সংস্কৃতি নিয়ে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ কর্তৃক আয়োজিত আগামী ২৬ মে জ্যাকসন হাইটস্থ ৩৭ এভিনিউর মধ্যে উৎযাপিত হতে যাচ্ছে। প্রথমবারের মত বাংলাদেশ ডে প্যারেড উপলক্ষে ১৫ এপ্রিল সোমবার নবান্ন পার্টি হল সেন্টারে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে নিউইয়র্কস্থ সকল সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে উপস্থিত থেকে সুচিহ্নিত মতামত ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে যাচ্ছেন কুয়েত প্রবাসীরা

আলাল আহমদ, কুয়েত

কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ এপ্রিল শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় কুয়েতের মিসিলা এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ

প্রচারযুদ্ধে হেরে যাচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইস্যুতে মূলত একধরনের উপদেশবাক্যই উচ্চারণ করলেন তিনি। বললেন, প্রতিরাতে ইসরায়েল ভবন ধ্বংসের ভিডিও প্রকাশ করছে। এ ধরনের ভিডিও প্রচার করা উচিত নয়।

ট্রাম্প আরও বলেন, ইসরায়েল এ ধরনের ভিডিও প্রচার করছে। আর সেগুলো প্রচার করে মূলত প্রচারযুদ্ধে হেরে যাচ্ছে তারা।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস হামলা চালায় ইসরায়েলে। এই হামলায় এক হাজারের বেশি ইসরায়েলি নিহত হন। এ ছাড়া হামাস প্রায় আড়াই শ ইসরায়েলিকে জিম্মি করে। হামাসের হামলার জেরে ৭ অক্টোবরই ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা চালায় ইসরায়েল। এই হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এই যুদ্ধ শুরুর পর সেখানকার পরিস্থিতি তুলে ধরে জাতিসংঘ বলছে, গাজা দুর্ভিক্ষের সন্নিকটে।

এই গাজা যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে এর আগেও কথা বলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, এই যুদ্ধ শেষ করতে হবে। ফক্স নিউজের ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি ইসরায়েলের পক্ষে কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, ‘হ্যাঁ।’ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এরপর জানতে চান, ইসরায়েল যে কায়দায় অভিযান চালাচ্ছে, তা তিনি সমর্থন করেন কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আপনাকে সমস্যাটা শেষ করতে হবে।’

এরপর বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, এটা শেষ করতে হবে এবং আপনাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। আপনাকে সেখানে জিততে হবে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনার অভিযোগ এসেছে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেশি। প্রতিষ্ঠানটি ৩০ বছর ধরে যে তথ্য রেখেছে, তার মধ্যে গত বছরই সবচেয়ে বেশি মুসলিমবিদ্বেষের ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। এর মধ্যে গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই ঘটেছে ৩ হাজার ৬০০ ঘটনা।

সিএআইআরের মতো একই তথ্য পাওয়া গেছে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা অন্য সংগঠনগুলোর প্রতিবেদনেও। এসব প্রতিবেদনে বিশ্বে ইসলামোফোবিয়া, ফিলিস্তিনবিরোধী মনোভাব বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনার মধ্যে রয়েছে গত অক্টোবরে ইলিনয়ে ছয় বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি-আমেরিকান শিশুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, নভেম্বরে ভারমন্টে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত তিন শিক্ষার্থীকে গুলি করা, টেক্সাসে গত ফেব্রুয়ারিতে এক ফিলিস্তিনি-আমেরিকানকে ছুরিকাঘাতের মতো নানা ঘটনা। সিএআইআরের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষের অভিযোগ কমতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু গত বছর তা আবার রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে গেছে। এর প্রধান কারণ ছিল গত অক্টোবরে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সহিংসতার জেরে ইসলামোফোবিয়ার বিষয়টি বেড়ে যাওয়া।

দিনটি মনে থাকবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এত ব্যথার পরও কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছিলাম অবশেষে অনুষ্ঠানে থাকতে পারবো-এই ভেবে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লগো দিয়ে সুন্দর একটা শাড়ি অন্যদের সাথে আমাকেও উপহার দিয়েছিল। সেই শাড়ি ছিল ফরিদা আপুর বাসায়। প্রথমে সেখানে গিয়ে আপুর সহযোগিতায় শাড়ি পরলাম। তারপর ঠিক সময়মতো আমরা অনুষ্ঠানে পৌঁছলাম।

সেখানে ইব্রাহীম চৌধুরী ভাইজান, মঞ্জুর ভাই সহ অন্যান্য সহকর্মী সবাইকে দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। তবে মনের মধ্যে একটা নাম বেশ কষ্ট দিচ্ছিল; সেইটা আমাদের সকলের প্রিয় আব্দুস শহীদ ভাই। মন খারাপ লাগছিল ভীষণভাবে, তারপর আবার মনে হলো, আজ হয়তো তিনি ওপারে থেকেই আমাদের দেখছেন। মায়া, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার এই সম্পর্কগুলো ভীষণ পোড়ায় কাঁদায়।

নিজেদের অনুষ্ঠানে মন খারাপ করার সুযোগ নেই। অতিথিরা আসা শুরু করেছেন। কখনো অতিথি কখনো সহকর্মীদের সাথে ছবি তুলছি স্মৃতির এ্যালবামে রাখবো বলে। ছোটো ছোটো করে গল্প হচ্ছে সবার সাথে আর বারবার চোখ যাচ্ছে মূল দরজার দিকে আমাদের সাহিত্য সম্পাদক এইচ বি রিতার আসবার অপেক্ষায়। শুধু সাহিত্য পাতা না, 'টক শো' হতে শুরু করে এইচ বি রিতা প্রথম আলোর জন্য আড়ালে বসে ঘণ্টার পর ঘন্টা কাজ করে যাওয়া এক নীরব সৈনিক। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে বসেও তাকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে দেখি। সময় ও দায়িত্বের প্রতি অত্যন্ত সিরিয়াস ও মনেযোগী এইচ বি রিতার কাছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা মানে-নিজ ঘর, পরিবার, সন্তান; এমনটাই বলে থাকেন তিনি। যাই হোক, সেদিন তাকে ছাড়া অনুষ্ঠানের আনন্দ অনেকটাই ফিকে লাগছিল আমাদের।ফ্লোরা ভাবী আর আমাদের আরেক সহকর্মী আদরের ছোটোবোন আইরিনকেও মিস করেছি, এছাড়া পরিচিত কিছু মুখের অনুপস্থিতি মনের অজান্তেই তাদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

প্রবাসে বাংলা সংবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্প্রচারে নিউইয়র্কের প্রথম আলো এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে গত সাতবছর ধরে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার অনুষ্ঠান মানেই ভিন্নতার সমাহার। আনন্দকে আমাদের সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ভাইজান সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেন না। উনার উপস্থাপনা সবসময় মনোমুগ্ধকর ও সহজবোধ্য। পুরো আয়োজন ছিল খুবই সুশৃঙ্খল ও গোছানো।

উত্তর আমেরিকা'র ৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের দিনে উদ্বোধন হলো কমিউনিটি বেজড টেলিভিশন CBN TV USA। এ এক নতুন সংযোজন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পথ চলায়। আমাদের জন্যও আনন্দের।

দলমত নির্বিশেষে সেদিনের অনুষ্ঠানে হলভর্তি মানুষ ছিল, আর সেইসাথে ছিল সবার চোখেমুখে অপার আনন্দ; যা দেখে মন জুড়িয়ে গিয়েছিল। সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকের তত্বাবধানে সম্পুর্ন অনুষ্ঠানটি খুবই চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমার পরিবারের লোকজন ছিলেন। তাদের ভালো লাগায় আমিও আনন্দিত। অনেকেই নিজ নিজ ফেসবুক টাইমলাইনে অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপ্লুত হবার মতো পোস্ট করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ইমাম কাজী কাইয়ুমের দরাজ কণ্ঠে কুরান তেলাওয়াত; সেইসাথে যারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা কমিউনিটির প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ।

সবশেষে বলতে চাই, ছোটগল্প, কবিতা লেখার মতো সাধারণ একজন লেখককে রিপোর্ট করতে শেখানোর কাজটা-ইব্রাহীম চৌধুরীই করেছেন। একে একে ইন্টারভিউ নেওয়া, কমিউনিটির শিল্প-সংস্কৃতির সাথে জড়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়া, তথ্য সংগ্রহ করা এবং টক-শো'র উপস্থাপনা করা থেকে আজ মাসিক 'শিল্পঘর' এক পাতার সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে-এই মানুষটিই। তিনিই সে-ই জন যিনি নিঃস্বার্থভাবে আমাদেরকে নিজ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেন। আমার মতো অনেকেই আজ নিজ স্বকীয়তায় পরিচিত-ভাইজান এর হাত ধরেই। তারপরও ভুল হয়, অভিযোগ হয়; কিন্তু সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি কেবল আমাদের মধ্যে ঐক্যতা বৃদ্ধির সন্ধান করেন। আর তাই শ্রদ্ধা বাড়ে। আমার সাহস যোগানোর জন্য, আমাকে পাশে রাখার জন্য, আমাকে এই পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে মূল্যায়ন করার জন্য-ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা ভাইজান।

CBN TV USA, সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মন্‌জুরুল হক ভাই সহ পত্রিকাটির সাংবাদিক ও কলাকুশলী ভাই-বোনদের ধন্যবাদ পাশাপাশি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাঠক, শুভানুধ্যায়ীদেরও ধন্যবাদ। প্রথম আলোসহ CBN TV USA এর সার্বিক উন্নতি ও গৌরবময়

দেশে হঠাৎ বেড়ে গেছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে। একই সময়ে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩ হাজার ৭৮৫টি অস্ত্র। কিন্তু এরপরও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার কমেনি।

অপরাধ বিশ্লেষকেরা বলছেন, অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান না থাকায় অপরাধীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে। দুর্বল নজরদারির কারণে ঘটনাগুলো বারবার ঘটেছে। সারা দেশে একযোগে যৌথ অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের এখনই সময়। না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে বেআইনি অস্ত্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অস্ত্র উদ্ধারে সমন্বিত অভিযান চালাতে সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রামপালে স্পর্শকাতর স্থাপনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বুধবার রাতে অস্ত্রধারী হামলাকারীরা ৩০টি গুলি ছুড়েছে। তাদের গুলিতে পাঁচ আনসার সদস্য আহত হয়েছেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালামাল লুট করতেই এই হামলা। বাগেরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসেলুর রহমান বলেন, সন্ত্রাসীদের হাতে এত অস্ত্র কীভাবে গেল এবং সেগুলো দিয়ে তারা বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানোর সাহস কীভাবে করল, এসব তদন্ত করা হচ্ছে।

হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজির পাশাপাশি ছোটখাটো ঘটনায়ও অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। গত ১৮ মার্চ রাজধানীর ভাটারা থানার জোয়ারসাহারায় ডিওএইচএস সোসাইটির রিকশার নম্বর প্লেটকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে রাজু নামের এক ব্যক্তি ফাঁকা গুলি ছোড়েন। তাঁর সহযোগী মুন্না গুলি করেন রিকশাচালক রুবেলের ডান পায়ে। পরে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি বিদেশি রিভলবার, একটি বিদেশি শটগান, ভাঙা রিভলবার, ভাঙা ৯ এমএম পিস্তল, ৭৫টি গুলি, শটগানের দুটি কার্তুজ, গুলির ২১০টি খোসা, পাঁচটি পুরোনো ম্যাগজিন, ৪০ গ্রাম গান পাউডার ও বিভিন্ন অস্ত্রের ৬০টি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ জব্দ করে।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, এই ধরনের চাঁদাবাজের কাছে এত অস্ত্র দেখে তাঁরা বিস্মিত।

মার্চেই সিরাজগঞ্জের শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে শিক্ষক রায়হান শরীফ শ্রেণিকক্ষে এক ছাত্রকে গুলি করেন। গ্রেপ্তারের পর ওই শিক্ষকের কাছ থেকে দুটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৮১টি গুলি উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, তিনি ওই দুটি অস্ত্র-গুলি ব্যাগে নিয়ে ঘুরতেন, শ্রেণিকক্ষের টেবিলে রাখতেন, প্রদর্শনও করতেন। অথচ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিছুই জানত না।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুর রশীদ বলেন, সাঁড়াশি অভিযান না থাকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা একপ্রকার প্রশ্রয় পাচ্ছে। তারা নানা অপকর্ম করছে। প্রতিবেশী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা বড় অস্ত্র কেনে। পার্বত্য এলাকা দিয়েও ছোট অস্ত্র দেশে ঢুকছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একজন কর্মকর্তা বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা, হত্যা, আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। অবৈধ এসব অস্ত্রের একটি অংশ আসে ভারত থেকে সীমান্তপথে চোরাচালানের মাধ্যমে। বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর দিয়েও অবৈধ অস্ত্র ঢুকছে। সন্ত্রাসীদের কাছে দেশে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি বিদেশি পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, শটগান, এমনকি একে-৪৭ রাইফেলের মতো অত্যাধুনিক অস্ত্রও আছে।

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক বলেন, অবৈধ অস্ত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

একই অঙ্গে এত

শেষ পৃষ্ঠার পর

কিনে নেন। সেই থেকে সাইকেলেই ঘুরছেন তিনি।

সীমানা ছাড়িয়ে

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ প্রায় পুরো দেশ বাইসাইকেলে ঘুরেছেন এপি তালুকদার। শুধু ঘুরেছেন বললে ভুল হবে। গেছেন বিভিন্ন স্কুলে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তারপর আবারও নেমেছেন পথে। দেখেছেন মানুষ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর।

দেশের বাইরে সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতে, ১২ দিনের ভ্রমণে। সে ভ্রমণে তাঁরা সাইকেল চালিয়ে ঘুরেছিলেন ফুলবাড়ী, জলপাইগুড়ি দিয়ে গরুমারা, গরুবাথান, বিন্দু, লাভা, কালিম্পং, রিসপ, ইচ্ছেগাঁ, দার্জিলিং, মিরিক। তারপর ফিরে আসেন দেশে।

গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ

২০১৮ সাল থেকে সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণ করেছেন এপি তালুকদার। কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে সীমান্ত অভিযান। অভিযাত্রী নামের সংগঠনটির আয়োজনে এই ভ্রমণটি শুরু হয়েছে ২০২০ সাল থেকে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের দীর্ঘ পথ সাইকেলে পাড়ি দেওয়া হয় এই অভিযানে। সীমান্ত, সীমান্তের মানুষ, সংস্কৃতি ইত্যাদি দেখা হয় এ সময়। প্রতিবছরই জমে দারুণ স্মৃতি।

একলা ভ্রমণ

প্রথমবারের মতো একা ভ্রমণে গিয়েছিলেন ভারত। কলকাতা থেকে দিল্লি, দেরাদুন, মুসৌরি, ঋষিকেশ, হরিদ্বার ঘুরে কলকাতা হয়ে বাংলাদেশ। এই দীর্ঘ পথের প্রচুর স্মৃতি এখনো জ্বলজ্বল করে এপি তালুকদারের মনে। দিল্লিতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, সে শহরে নারীদের বাসভ্রমণে কোনো টাকা লাগে না! বিষয়টি তাঁকে দারুণ আনন্দ দেয়।

আপাতত ভ্রমণ আর নিজের পেশাকেই উপভোগ করছেন এপি তালুকদার।

ভালো লাগায় উত্তরের প্রথম আলো

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন ২৭ তারিখের বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানের কথা। ইব্রাহিম ভাইয়ের আয়োজনে বা উদ্যোগে কোনো অনুষ্ঠান মিস করা মানে অনেক কিছু মিস করা।

ইব্রাহিম চৌধুরী। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র সম্পাদক। হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল, চিরসবুজ একজন মানুষ। রুচিশীল, সাংবাদিক, প্রগতিশীল, প্রতিবাদী, সমালোচক, আত্মবিশ্লেষক, সংস্কৃতিমনা, উদারমনা, পরিবেশবাদী, বন্ধুবৎসল, মিশুক এমন অনেক বিশেষণে বিশেষায়িত করার মতো চমৎকার একজন মানুষ। ইব্রাহিম ভাইয়ের আয়োজনে কোনো অনুষ্ঠান গত দুই বছরে খুব একটা মিস করা হয়নি। একেবারে বাধ্য না হলে অনুষ্ঠান মিস করিনা। এই যেমন গতকাল ওয়াশিংটন ডিসি থেকে নিউইয়র্ক আসছি শুধুমাত্র ইব্রাহিম ভাইয়ের অনুষ্ঠানের জন্য।

গতবারের অনুষ্ঠান অর্থাৎ ৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানও অনেক জমকালো হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে প্রোগ্রামগুলোতে অনেক রুচিশীল ও জ্ঞানীগুণী মানুষের উপস্থিতি থাকে। ৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ছিল রোজার দিনে। ধারণা করেছিলাম কম মানুষের উপস্থিতি হবে। কিন্তু না, সাড়ে চারটায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠান খুব দ্রুত কানায় কানায় পরিপূর্ণ হতে থাকে।

ইব্রাহিম চৌধুরী'র মনোমুগ্ধকর আর রসালো উপস্থাপনা মুগ্ধতা ছড়িয়েছিল। মনেই হচ্ছিল না যে, এই লোকটিই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ও প্রধান কর্তাব্যক্তি। আয়োজন ছিল খুবই সুশৃঙ্খল ও সাজানো-গোছানো। ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ। প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে নারীরা। গতকালের অনুষ্ঠানেও সেটাই পরিলক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। ইব্রাহিম চৌধুরী আগত অতিথি প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সাড়ে ৪'টায় শুরু হয়ে রাত ৮'টা পর্যন্ত চলা অনুষ্ঠানের মাঝখানে আজান হয়, ইফতার হয়, নামাজ সম্পন্ন হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নারীপুরুষ পাশাপাশি নামাজ পড়েছে। যে যেভাবে পেরেছে, যেখান থেকে পেরেছে সেভাবেই নামাজ পড়েছে। নারীদের সামনে নামাজ হবে না, পর্দা দিয়ে আড়াল করতে হবে, নারী দেখলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে এমন কিছু ছিল না। যেটা আমরা বাংলাদেশে অহরহ দেখি। বাংলাদেশের অনেককে প্রচার করতে দেখি নারী থাকলে নামাজ ভঙ্গ হয়, অজু নষ্ট হয় ইত্যাদি। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম।

ইমাম কাজী কাইয়্যুমের দরাজ কণ্ঠে কুরান তেলায়ত করেন। আজান এবং নামাজের ইমামতিও করেন। ভরা হলে নারীপুরুষ পাশাপাশি নামাজ পড়তে পারবে কি না এনিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। এই জিনিসগুলো আমার বেশ ভালো লেগেছে। ইফতারটাও ছিল চমৎকার। হরেক রকম খাবারের আয়োজন।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সংগীত শিল্পী বেবি নাজনীন দেশাত্মবোধক গানের এক লাইন গেয়ে শ্রোতাদের ইমোশনাল করে দেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র ৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের দিনে উদ্বোধন হয় কমিউনিটি বেজড টেলিভিশন CBN যারা প্রধান কর্ণধার ইব্রাহিম চৌধুরী। কমিউনিটি টেলিভিশন হিসেবে CBN যাত্রা শুরুর ঘোষণা দেয়া হয়।

শুরু করেছিলাম আকাশের মন খারাপ দিয়ে।

অনুষ্ঠান শেষে যখন রাতে বাসায় ফিরি আকাশের মন তখনও খারাপ ছিল। বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু আমার মন খারাপ উবে যায়। কারণ প্রথম আলো'র আয়োজনে অনুষ্ঠানে যারা আসেন তাদের দেখে মন খারাপ করে থাকা যায় না। যেভাবে আয়োজন করা হয়, যে ভিন্ন স্বাদের আয়োজন থাকে, অনুষ্ঠানে যেসব কথা বলা হয় অন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারার মেলা বসে। ইব্রাহিম ভাই নিজেও একজন তারা। রওশন হক, মাহবুব রহমান, মনিজা রহমানসহ আরও অনেকের সাথে দেখা হয়েছে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র ৯ম বর্ষে পদার্পণ সফল হোক। CBN মানুষের মন যুগিয়ে নিউজ নয় বরং বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করে যাবে। ভিউ ব্যবসার জন্য সংবাদ নয়। ভিউ ব্যবসার জন্য সংবাদের শিরোনাম নয়। বরং যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর সেটাই প্রকাশ করবে। কারও তাবেদারি নয় বরং সত্য প্রকাশে আপোষহীন থাকবে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এবং CBN টেলিভিশনের জন্য অনেক শুভকামনা।

ভালো ঔষুধ - খাওয়ার ঔষুধ

আফতাব চৌধুরী

অসুখ হলে ডাক্তার দেখাবেন, পরীক্ষা করতে দেবেন, ওষুধ লিখবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন। ওষুধের দোকানে ফার্মাসিস্ট আবার ওষুধ বুঝিয়ে দেবেন, দরকার হলে লিখে দেবেন। প্রেসক্রিপশন না বুঝতে পারলে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন বা জিজ্ঞেস করবেন। যাঁর অসুখ হয়েছে তিনি বা তাঁর বাড়ির লোকেরা ভালো করে বুঝে ওষুধ খাবেন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা বেশ সোজাই। কিন্তু অনেক কারণের জন্যে ব্যাপারটা তত সোজা না-ও হতে পারে। ওষুধের প্রেসক্রিপশন কে লেখেন ? এ আবার কী প্রশ্ন!

ঘটনা হল, আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রেসক্রিপশনই পাস করা ডাক্তারের লেখা নয়। লোকসংখ্যা অনুপাতে পাস করা ডাক্তারের সংখ্যা কম। গ্রামের দিকে বেশ কিছু প্রেসক্রিপশন লেখেন পাস না করা ডাক্তাররা। কিছু ওষুধ সারা পৃথিবীতেই প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দোকান বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কেনা যায়। এগুলো সাধারণ জ্ঞান থাকলেই ব্যবহার করা যায়। যেমন ব্যথার, অম্বলের বা কাশির ওষুধ। তবে আমাদের দেশে কড়া নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এই ওষুধ ছাড়া আরও অনেক ওষুধই বেশ কিছু দোকান থেকে 'চাইলেই সহজে পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কড়া ওষুধ মুড়ি-মুড়কির মতো পাওয়া যায়, খাওয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের এই অপব্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম ভেবে শিউরে উঠতে হয়। অনেক বিশেষজ্ঞই আজকাল কালচার সেনসিটিভিটি রিপোর্ট দেখে শঙ্কিত হচ্ছেন। মনে রাখা দরকার, আজ বেশির ভাগ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক নির্মূল করতে পারে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এই জীবাণুরাও কিন্তু বাঁচার জন্যে নিজেদের বিভিন্নভাবে পালটানোর চেষ্টা করছে। কোনো কারণে যদি জীবাণু ধ্বংস করার অ্যান্টিবায়োটিকের সংখ্যা পর্যাপ্ত না-হয়, তাহলে আমাদের বাঁচাই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এমন এক সাংঘাতিক সমস্যার সামনে দাঁড়িয়েও আমাদের কিন্তু টনক নড়ছে না। সচেতন না-হলে ভয়ানক বিপদ আসতে পারে সামনের দিকে।

পাস করা ডাক্তার সাহেবদের প্রেসক্রিপশনও বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, প্রেসক্রিপশন লেখা এবং আর্ট অফ প্রেসক্রাইবিং এক কথা নয়। তার জন্যে যে প্রশিক্ষণ দরকার তা এমবিবিএস ক্যারিকুলামে থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা শেখানো হয় না। তাই ছাত্ররা প্রেসক্রিপশন লেখা শেখেন এবং আর্ট অফ প্রেসক্রাইবিং অন্যদের দেখে দেখে নিজের মতো করে ঠিক করে নেন। এদিকে বিভিন্ন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মধ্যে তারতম্য ধরা পড়ে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের ধারণা যে ডাক্তার সাহেব ফার্মাকোলজিক্যাল কোম্পানির দেওয়া নাম মনে রাখবেন এবং ডোজও মনে রাখবেন। ডাক্তার সাহেবের রোগীর সামনে বই খুলে ওষুধের সম্বন্ধে দেখা বা ডোজ দেখা ব্যাপারটা বেশ সন্দেহের চোখেই দেখা হয়। সাধারণভাবে তা

ডাক্তার সাহেবের শিক্ষা সম্বন্ধে লোককে সন্দিহান করে তোলে। কিন্তু আসলে অন্য অনেক জায়গায় এর উলটোটাই করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং করাও হয়। একটু সন্দেহ হলেই তা বই দেখে নিশ্চিত হয়ে লেখা সবার জন্যেই নিরাপদ। এটি একটি ভালো চিকিৎসার অঙ্গ।

তৃতীয়ত, বেশ ভালো ধরনের বডি থাকা সত্তে।ও কিছু ওষুধের দামের বিস্তর ফারাক দেখা যায় আমাদের দেশে। একটি সাধারণ কারণ হয়তো যেটি বিদেশ থেকে আনা হয় বা যেটির কাঁচামাল বিদেশ থেকে আনা হয় তার শুল্ক বেশি লাগে তাই দাম বেশি। যে ওষুধ এদেশেই তৈরি হয় তার শুল্ক কম লাগে বলেই দাম কম। প্রশ্ন ওঠে, এত দামের তারতম্য থাকলে গুণগত মান এক হবে তো? এই প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই। উত্তর হয়তো কেউ কেউ জানেন।

চতুর্থত, বেশ কিছু ওষুধ আজও বাজারে আছে যা বিদেশে বন্ধ করা হয়েছে, কিছু ওষুধ আজও অঢেল পাওয়া যায় যার সঠিক মূল্যায়ন না করেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। রেগুলেটরি বড়ি আছে, শক্তপোক্ত নিয়মকানুনও আছে। কিন্তু তবু অনিয়মটা নিয়মে পরিনত হয়েছে। কাউকে তো দায় নিতে হবে। নইলে মিছিমিছি এই ওষুধগুলো ব্যবহৃত হতেই থাকবে। পঞ্চমত, মোবাইল ফোন পৃথিবীকে ছোটো করেছে, সত্যিই যোগাযোগ করে তুলেছে সহজতর। কিন্তু অসুবিধেও হয়েছে বেশ কিছু। তার একটি হচ্ছে ফোন প্রেসক্রাইবিং বা ফোনে ওষুধ জানা, ডোজ জানা এবং কখন খাবেন তা জানা। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে ভালো, কিন্তু বেশ কিছু ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে, ভুল লেখার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা জরুরি। কে ওষুধ দেয়? পাস-করা ফার্মাসিস্ট হাসপাতালে ও দোকানে থাকবেন, ডাক্তার সাহেবের প্রেসক্রিপশন দেখে সেই অনুযায়ী ডাক্তার সাহেবের এবং রোগীদের তরফে উপযুক্ত ওষুধ রোগীকে বা রোগীর বাড়ির লোককে বুঝিয়ে দেবেন। দরকার হলে কাগজে সহজ করে স্থানীয় ভাষায় লিখেও দিতে পারেন। কিন্তু কোথায় সেই ফার্মাসিস্টরা? তাঁদের যে বিশাল প্রয়োজন তা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত, সারা দেশেই কমবেশি।

সরকারি-বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রেই কোনোরকমে সামাল দেওয়ার চেষ্টা। পর্যাপ্ত লোক কোথাও নেই। ওষুধ দোকানে ফার্মাসিস্টের সংখ্যা অতি অল্প, বেশ কিছু জায়গাতেই তাঁরা নেই। সুতরাং ওষুধ দিচ্ছেন কে? উত্তর- বেশ সোজা। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। একটু শিক্ষিত, কিছুটা শিক্ষিতরা কোনোরকম ওষুধের নাম চিনে দিচ্ছেন ওষুধ। দিনের পর দিন ভুল হচ্ছে, বিপদ হচ্ছে তার জন্যে, মাশুল গুনছে সবাই।

অন্য একটি সমস্যা রয়েছে ওষুধের ডোজ নিয়ে। কেউ কেউ নিজের ইচ্ছেমতো, কখনও না বুঝে একটা করে দিনে তিনবার খাওয়ার জায়গায় একটা করে দিনে খেলেন। অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে পুরো মাত্রা হল না, কাজও হবে না, রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবে। হরমোনের বড়ির ক্ষেত্রে যদি অনিয়মিত রক্তস্রাবের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে একটি করে দিনে তিনবারের পরিবর্তে দিনে একটি কারে খাওয়া হয় একটু একটু করে প্রতিদিন রক্তস্রাব চলতে পারে। এই বিপত্তি যে এক-দুজনের হচ্ছে তা নয়, হয়েই চলেছে। ভালো সংখ্যক ফার্মাসিস্ট তৈরি করে, তাদের নিযুক্ত করা সম্ভব। ওষুধ দোকানে ফার্মাসিস্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব, যদি সদিচ্ছা থাকে। প্রেসক্রিপশন বোঝার দায়িত্ব কিন্তু আপনার নিজেরই। ওষুধ দোকানে বুঝিয়ে দেবে বলে কখনই ভেবে নেওয়া উচিত নয়। যাঁরা শিক্ষিত, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধের নাম জানার ইচ্ছে থাকলে ভালো হয়। আরও ভালো হয় যদি বোঝেন কী ওষুধ। কীসের জন্যে খাচ্ছেন।

পরিশেষে, একটি অত্যন্ত সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ কথা অন্যভাবে বলার দরকার অনুভব করছি। 'স্বাস্থ্য ই সম্পদ' ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি। জানি ও মানি। এই কথাটি আজকের দিনে অন্যভাবে ভাবার দরকার। বুঝতে হবে, স্বাস্থ্যের জন্যে খরচই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রের জন্য শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। স্বাস্থ্যের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাকে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খরচা হিসাবে দেখে থাকি। তার কারণ আপাত দৃষ্টিতে সেই খরচায় প্রত্যক্ষ কোনো রোজগার নেই। কিন্তু হাজারো পরোক্ষ লাভের কথা বিশেষভাবে ভাবা দরকার। এই সামান্য কয়েকটা ভাবনা হয়তো সামনের দিনে আমাদের আরও শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করতে পারে।

হিল্লা বিয়ে

রতন শরীফ

আমি সাধারনত রাজনীতি বা ধর্ম নিয়ে কখনও লিখি না। অধিকাংশ বাংগালি কোন না কোন দলের সাপোর্টার। প্রকাশ্যে রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও অনেকে বিভিন্ন দলকে বা দলের আদর্শেকে পছন্দ করে। আমি নিরপেক্ষ কিছু লিখলেও লিখার বিষয় বস্তু তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলে উল্টা আমার উপড়ই দলের সিল লাগিয়ে দিবে। মুক্তি আন্দোলনের শুরু থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সব ঘটনা নিজের চোখে দেখা। দেশ স্বাধীনের পরও অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছি। এখন দেখা যায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার নতুন নতুন সংস্করন। সত্যি কথার মূল্য নেই - উল্টা হাসির পাত্র হওয়ার চেয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।

ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে ধর্মীয় বিষয়ে অগাধ জ্ঞান না থাকলে তা নিয়ে বিতর্ক বা মন্তব্য করা অনুচিত। এতে করে মানুষের কাছে ভূল বার্তা পৌছতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামে-গন্জে প্রায়ই দেখা যায় যে কিছু অশিক্ষিত মোল্লা-মৌলভী ধর্মের মনগড়া ব্যাখা দেয়। আরও দেখা যায় যে গ্রামের মোড়লগুষ্টি গরীবদের উপড় সুযোগ নেয়ার সূবিধার্থে হাদীস-কোরানের নির্দেশাবলীর ভূল তরজমা করে নতুন ফতোয়া জারী করে। সম্প্রতি নিউইয়র্কের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার প্রিয় একজন কলাম লেখকের বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে লিখা এক প্রবন্ধে হিল্লা বিয়ের ভূল ব্যাখা পড়ে খুবই আশ্চর্য হয়েছি। ধর্মীয় বিষয়ে লিখা বা মন্তব্য করার আগে যাচাই-বাছাই করা উচিত। নয়তো সাধারন মানুষ সঠিক তথ্য পাবে না। কলাম লেখকের প্রতি শ্রদ্ধো রেখে এই বিষয়ে কিছু লিখার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি।

ইসলাম ধর্মানুসারীদের জন্য হিল্লা বিয়ে করা নিষিদ্ধ ও পাপ কাজ। এর প্রচলন সাধারনত গ্রামে-গন্জে খুব বেশী। ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে কোন পুরুষ যদি ঝোঁকের বশে বা রাগ করে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে দ্বীতিয়বার বিয়ে করার সুযোগ নাই। একই নিয়ম বৈধভাবে তালাক প্রাপ্তদের বেলায়ও সমান ভাবে প্রযোজ্য। তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী তখন অন্যত্র দ্বীতিয় বিয়ে করতে পারে। সূরা আল-বারাকার আয়াত ২:২৩০ অনুসারে " তিন তালাকের পর স্ত্রী যদি দ্বীতিয় বিয়ে করে এবং সেই বিয়ে যদি না টিকে বা সেই স্বামী যদি ইন্তেকাল করে, তাহলে প্রাক্তন স্বামী আবার তাকে বিয়ে করতে পারে"। আমাদের অশিক্ষিত বা সুবিধাবাদী সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থে ইসলামের নির্দেশকে

কারসাজি করে নতুন ফতোয়া চালু করেছে যে দ্বীতিয় স্বামী যদি পুনরায় তালাক দেয় তাহলে প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। তখন তারা একটা সাজানো বিয়ের আয়োজন করে। এই নাটকের নামই হিল্লা বিয়ে যা সম্পুর্ণরুপে হারাম। বিয়ে নিয়ে এই অরাজকতাকে বন্ধ করার জন্যই হিল্লা বিয়ে হারাম করা হয়েছে।

ছোটবেলায় আমরা আখাউড়া বর্ডারে কাষ্টমস্ কলোনীতে থাকতাম। কলোনির পাশে বাদশা মিয়া নামে এক দরিদ্র বয়স্ক লোক থাকতো। নিরীহ লোকটার পরিবারে তেমন কেউ ছিলো না। টুকটাক দিন মজুরি আর সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে বাদশা মিয়া দিনাতিপাত করতো। কলোনিতে পানি সরবরাহের জেনারেটরের জন্য একজন অপারেটর ছিলো। বউয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ছিলো তার নৈমিত্যক ব্যাপার। অপারেটর প্রায়ই রাগের মাথায় "তোকে তালাক দিলাম" বলে বউকে বাসা থেকে বের করে দিতো। বউ কয়েক ঘন্টা প্রতিবেশীর বাসায় কাটিয়ে স্বামীর মাথা ঠান্ডা হলে নিজের বাসায় ফিরে যেতো। একদিন সে তিনবার তালাক উচচারন করে বউকে বাসা থেকে বের করে দিলো। প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করলো। এলাকার মৌলভী সাহেব বললেন যে তিন তালাক উচ্চারণের কারনে তাদের তালাক হয়ে গেছে। তারা আর একসাথে বসবাস করতে পারবে না। অপারেটরের হুঁশ ফিরে এলো। মৌলভী সাহেবের কাছে তওবা করলো যে জীবনেও আর এই ভূল করবে না। সে স্ত্রীকে ফিরে পেতে চায়। কিন্তু তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে তো ঘরে নেয়া যাবে না। একমাত্র উপায় হিল্লা বিয়ে। কিন্তু বিয়ে করবে কে! সবাইর অনুরোধে বাদশা মিয়া বিয়ে করে কয়েক ঘন্টা পর তালাক দিলো। অপারেটর আবার বিয়ে করলো। খুশী হয়ে বাদশা মিয়াকে কিছু টাকা দিলো। তারপর গ্রামের আরও কয়েকজনের হিল্লা বিয়েতে টাকার বিনিময়ে বাদশা মিয়া উপকার করেছিলো।

এই যুগে ধর্মীয় নিয়ম-নীতিকে নিজেদের সূবিধা মতো তরজমা করে যে সামাজিক অনাচার চলছে তা বন্ধ করতেই হিল্লা বিয়েকে হারাম করা হয়েছে। আর বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তা করা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বৎসর আগে।

অনন্তের সন্ধানে

রওশন হক

নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ড সিটির স্বনামধন্য মোজাইক আর্টস্পেসের চলছে শুভা রহমানের "IN QUEST OF INFINITY" নামে প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী চলছে। শিল্পীর আঁকা ছবি গুলোতে অনন্ত মহাকাল বলতে অফুরন্ত সময়ের কথা বলা হয়েছে। যাত্রা বলতে জীবনের গতির কথা বলা হয়। আর মহাকাশের অসীম অন্তে বলতে যার কোনো শেষ নেই তার ও শেষে যাবার ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।। মোটকথা, এত সময় ধরে চলা এই জীবনের শেষে যাওয়ার ইচ্ছের কথাই শিল্পী তার কাজে পোষণ করছেন।

শুভা রহমান পেশায় একজন স্থপতি । তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে শুভা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেসবিটারিয়ানে সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন।

প্রাক্তন বুয়েটিয়ান ম্যাকানিক্যালইন্জিনিয়ার বাবা খলিলুর রহমান শুভা রহমানের জীবনের বড় প্রভাব ফেলেছেন । তার বাবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন বলেই তিনি তার গান, নাচ, ছবি আঁকা এবং থিয়েটার সহ বিভিন্ন মাধ্যমে পারফরম্যান্স করার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

স্থপতি কর্মজীবন জুড়েই সৃজনশীল কাজের পাশাপাশ বিষয়বস্তু ভিত্তিক ফাইন আর্ট পেইন্টিংয়ে সাথে শুভার সম্পৃক্ততা অবিচ্ছিন্ন । তিনি তাঁর স্থাপত্য বিদ্যার পাশাপাশি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বিভিন্ন ধরণের একাধিক বৈচিত্র্য মূলক সৃজনশীল শিল্প বিন্যাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন । শুধু তাই নয় তিনি তাঁর রং তুলি দিয়ে ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন । তিনি চিন্তাভাবনাকে রঙের আলো আধারের সাথে ব্যবহার করেন যা প্রাকৃতির গভীরতার সাথে সাথে তার পেইন্টিংয়ের জন্য নির্বাচিত রঙের মাধ্যমে খুদ্র খুদ্র অংশে বিভক্ত করে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

শুভার তুলিতে দৈনন্দিন কাজের পরিবেশে প্রকাশিত হয়েছে তার শিল্প প্রচেষ্টার অনুশীলন এবং একাধিক সৃজনশীল প্রচেষ্টা । পাশাপাশি চিত্রকলায় তার আজীবন অনুশীলনের প্রতিফলন দেখা যায়। সৃজনশীল প্রক্রিয়ার এই স্বীকৃতি যা তিনি তার জীবনের সমস্ত কাজের জন্য প্রযোজ্য, সমগ্রভাবে সৃজনশীলতার একটি বৃহত্তর দিকের গুরুত্ব উল্লেখ করে। তিনি নিজের চিন্তাভাবনাকে সমস্ত কিছুর সাথে ব্যবহার করেন । যা প্রাকৃতিক গভীরতার সাথে সাথে তার পেইন্টিংয়ের জন্য নির্বাচিত রঙের বিস্তরতায় পরিণত হয়। তাঁর আঁকা চিত্রকর্মের নিজস্ব রীতি আছে। লৌকিকতা আর আধুনিকতার গভীর মিশেল দেখতে পাওয়া যায় ।

তিনি আবহমান বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি জীবন বোধের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। শুভা কাজের ধরন গাঢ় রঙের ব্যবহার

তাহ কাজের ভিন্ন মাত্রা ধারন করে। তার পছন্দের মাধ্যম হিসেবে তেল রং । এর ব্যবহার প্রতিটি ছবিকে আরও উন্নত করে তুলেছে। তেল রং এর বিশুদ্ধ ব্যবহার রঙ্গীন কারুকাজ তার কাজের অভিব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।

"Blend in serenity"-এ প্রস্তাবিত ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং দেখতে পাওয়া যায়, যা কল্পিত অবস্থানের বিমূর্ততা খেলায় ভরা। একটি পুরুভাবে বিকশিত ইমপাস্টো কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে, বিমূর্ত পটভূমিতে ঘিরে থাকা অবস্থায় প্রোফাইলকৃত চিত্রের অংশগুলি কখনও কখনও আবির্ভূত হয়।

শুভা রহমানের অন্যান্য সৃজনশীল কাজের মধ্যে রয়েছে থিয়েটারের জন্য মঞ্চ পরিকল্পনা এবং পোশাক ডিজাইন করা। তিনি আরন্যকের সাথে কাজ করেছেন । নাটকের স্টেজ ও পোশাক ডিজাইন করেছেন। শুভা ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকা শুরু করেন। শুভা রহমানের বাসমা শিয়া নামে তার একটি মেয়ে রয়েছে। সেও শিল্প সংস্কৃতি থিয়েটার এর সাথে জড়িত ।

বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে ভ্রমণ তার পছন্দ । যা তাঁর কাজের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে । শুভার সদা সক্রিয় মন সবসময় নতুন অভিজ্ঞতা জন্য তৃষ্ণার্ত যা তার কাজ ও ব্যক্তিত্ব দেখে সহজেই নিশ্চিত হওয়া যায়। স্মৃতি, স্বপ্ন এবং উন্মাদনার যাত্রা শুভার কাজের কেন্দ্রবিন্দু।

বিখ্যাত আর্টিস্ট টোকন শুভা রহমানের কাজ নিয়ে বলেছেন তাঁর পেইন্টিংগুলি কবিতার মতোই নস্টালজিক এবং আক্রমণাত্মক। পাহাড় পর্বত সুমদ্রে সীমাহীন রঙের বিন্যাস ও বৈচিত্র্যময় ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে , এটি আমাকে পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে নিয়ে গেছে।

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান বাংলাদেশী আর্টিস্ট ফোরামের সভাপতি ও সদস্যরা। সংবাদ মাধ্যমের সমাদৃত ব্যক্তিত্ব সামিয়া জামান। আরো উপস্থিত ছিলেন মোজাইক আর্টস্পেসের মালিক ও উদ্যোক্তা জন কালাফাতিস ও হল ডিজাইনার রুসলান ডিমারস্কি এবং জেমস ট্রিগা । বাংলাদেশী শিল্পীদের সমর্থন এবং তাদের শিল্প কর্ম প্রদর্শনের সুযোগের জন্য শুভা মোজাইক আর্টস্পেসের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রদর্শনীর উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কিউরেটর আন্দ্রেয়াস কোক্কোডিস, জেমস ট্রিগাকে বিশেষ ধন্যবাদ। শুভা রহমান তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীটি তিনি বাবা খলিলুর রহমানকে উৎসর্গ করেছেন।

অথঃ ‘স্যার’ সমাচার

সেলিম জাহান

আমার ছোটবেলায় আমাদের বাসায় ‘স্যার’ ছিলেন একজনই—আমার প্রয়াত পিতৃদেব। আমার বয়স যখন ১২-১৩, তত দিনে ভদ্রলোকের ১৫ বছরের শিক্ষকতা হয়ে গেছে। তাঁর ছাত্রকুল তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। যত্রতত্র: অফিসে-রাস্তায়, লঞ্চে-বাসে, বরিশালে-ঢাকায় গিজ গিজ করছে তাঁর ছাত্ররা। পাঠ্যপুস্তক রচনার কারণে সে বৃত্ত বৃহত্তর থেকে আরও বিস্তৃততর হচ্ছিল। দেখা মিলে যেতই কারও না কারও সঙ্গে। ষাটের দিকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমুর মতো আজকের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা বাবার শিক্ষার্থী হয়েছিলেন।

শিক্ষক হিসেবে আমার পিতা বরিশাল শহরে এত বেশি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যে শহরের সর্বসাধারণের কাছে তিনি ‘স্যার’ বলেই পরিচিত ছিলেন—রিকশাচালক থেকে মুদিদোকানদার পর্যন্ত। তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বোঝা যেত যখন রাস্তায় বেরোতেন তিনি। পথে পথে সবার সালামের জবাব দিতে দিতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

আমাদের বাড়ির আসল নাম যদিও ছিল ‘জাহানারা মঞ্জিল’, কিন্তু ওই বাড়ি পরিচিত ছিল ‘স্যারের বাসা’ বলে। ‘স্যারের বাসা’ বললেই বরিশাল শহরের যেকোনো রিকশাচালক অভ্রান্তভাবে তাঁকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসতেন, রাস্তার যেকোনো লোক দ্বিধাহীনভাবে ওই বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারত।

মনে আছে, আমি তখন নিউজিল্যান্ডে। বাচ্চাদের নিয়ে বেণু বরিশাল গেছে বেড়াতে। কোনো এক শেষ বিকেলে ও একজন রিকশাচালককে নিয়ে লাখুটিয়ার জমিদার বাড়ি দেখতে গিয়েছিল। ফেরার পথে প্রৌঢ় রিকশাচালক পথ হারিয়েছিলেন। পথ হারানোতে তাঁর কোনো লজ্জা ছিল না, কিন্তু তিনি শরমিন্দা হয়েছিলেন এটা বলে যে ‘স্যারের বাড়ির বধূকে’ তিনি ঠিকভাবে স্যারের বাসায় ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

স্কুলে-কলেজে আমার শিক্ষকদের আমি স্যার বলতাম। কিন্তু কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হওয়ার কারণে আমার পিতাকে স্যার বলার সুযোগ হয়নি আমার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়ার কারণে আমার বোনের তা হয়েছিল। মানবিক বিভাগে আমার বহু বন্ধু বাবার প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিল। তারা তাঁকে স্যার বলত—আজও ফিরোজ, সরদার, নজরুল তাদের স্যারের কথা বড় মমতার সঙ্গে স্মরণ করে।

১৯৭৫-এ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। তখন যারা বিভাগে শিক্ষার্থী ছিল, তাদের সঙ্গে ছাত্র হিসেবে আমার ওঠাবসা ছিল। আমি তাদের কাছে ছিলাম ‘সেলিম ভাই’। সুতরাং তাদের ক্লাস নিলেও জিল্লুর, আতিউর, জিয়া, জেসমিন, সাজ্জাদ জহির, চন্দন—তারা আমাকে স্যার বলবে কেন? ১৯৭৭ সালে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে চলে যাই। ফিরে আসি ১৯৮৪ সালে। তত দিনে চালচিত্র বদলে গেছে। যারা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তারা আমাকে ছাত্র হিসেবে দেখেনি। সুতরাং আমি ‘স্যার’ হিসেবে অভিষিক্ত হলাম। আমার স্যার প্রয়াত অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন আদর করে আমাকেই উল্টো ‘স্যার’ ডাকতেন। কিন্তু বাইরে আমার অন্যান্য চারণক্ষেত্রে—রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা অফিসে—‘সেলিম ভাই’-এর ওপরে যেতে পারিনি।

কিন্তু গোলমাল বাধল যখন আশির দশকে সম্মান পরীক্ষার বহিঃপরীক্ষক হিসেবে বরিশাল যেতে শুরু করলাম। বাসায় যখন-তখন লোকজন এসে জিজ্ঞেস করে, ‘স্যার আছেন?’ প্রথমত, বাবাই বেরিয়ে আসেন। তখন বোঝা যায়, তারা আমার খোঁজ করছে। আবার আমি হৃষ্টচিত্তে উত্তর দিয়ে বুঝতে পারি যে লোকজনের অনুসন্ধানের লক্ষ্য আমি নই, বাবা। আমাদের বাড়ির কর্মসহকারীটি এক সোজা উপায় বের করে ফেলল। ‘স্যার আছেন?’ প্রশ্নে তার পাল্টা প্রশ্ন, ‘কোন স্যার? ছোট স্যার না বড় স্যার?’

নব্বইয়ের দশকের প্রথমে যখন বাইরে চলে আসি, তখন পশ্চিমা রীতি অনুযায়ী ‘সেলিম’ বা বড়জোর ‘মিস্টার জাহান’ বলে সম্বোধিত হতে থাকি। ‘স্যার’ ডাকটির ডাহুক হারিয়ে গেল। মজার ঘটনা ঘটল বছর কয়েক আগে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে এল মাসুদ বিন মোমেন—একসময়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। নানান সভায় তার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কেমন আছেন স্যার’ কিংবা চলে যাওয়ার সময়ে বলে, ‘আসি, স্যার।’ একদিন এক সভা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সামান্থা পাওয়ার্স গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, ‘তোমাকে রাষ্ট্রদূত মোমেন স্যার বলে কেন? তুমি তো রানির খেতাব পাওনি। তোমার ডাক নাম কি স্যার?’ আমি হাসিতে ফেটে পড়েছিলাম।

গত কয়েক বছরে দেশে গেলেই দেখতে পেলাম কেমন করে যেন আমি সবার কাছে ‘স্যার’ হয়ে উঠছি। পথে-ঘাটে, সভা-সমিতিতে, রেডিও-টেলিভিশনে, অবয়বপত্রে ‘স্যার’ বলে সম্বোধিত হচ্ছি। বুঝতে পারি, বয়সের সে জায়গায় বোধ হয় পৌঁছে গেছি, যেখানে আমাকে নাম ধরে ডাকার বা ‘তুই’ বলে সম্বোধন করার লোকজন ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যখনই ‘স্যার’ ডাক শুনি, তখনই বাবার কথা মনে হয়। ভাবি, আমার চেতনায় ‘স্যার’ ছিলেন একজনই—ওই নামের যোগ্য ব্যক্তি। যতই ‘স্যার’ বলে সম্বোধিত হই না কেন, নিজের হৃদয়ে তো জানি, আমি সেই ‘স্যার’ নই, আমি এক অসার ‘স্যার’। ‘সত্যিকারের স্যার’ এখনো হয়ে উঠতে পারিনি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক
ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

"ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ আসে ভুলিয়ে দিতে সকল বিভেদ দ্বন্দ্ব, ঈদ মানে ভুলে যাওয়া যতো দুঃখ ভয়, ঈদের মত সবার জীবনটা হোক দীপ্তিময়।" ঈদুল ফিতর মানেই সে-ই আনন্দঘন উৎসব যা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আসে। মনের সব কালিমা দুর করে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে, মানর সকল অভিমান বির্সজন দিয়ে সবাই হাতে হাতে মেলায়, বুকে বুক মেলায়।সবার দেহ-মন এক হওয়ার আনন্দ হলো ঈদের আনন্দ। ঈদ মানে নিজের মনের হিংসা ঘৃণা, লোভ, অহঙ্কার, অহমিকা, আত্মম্ভরী, আত্মশ্লাঘা, রাগ-ক্রোধ, বিদ্বেষ যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার আনন্দ। ঈদ মানে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ঐক্য। নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির সীমানা পেরিয়ে সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে আসে ঈদ। ঈদ আসে কৃচ্ছ্র ও শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত এবং অফুরন্ত কল্যাণের আলোক ছড়িয়ে ঈদ আসে। ঈদে ছোট-বড় সবাই বাহারি পোশাকে নিজেকে সাজান। ঈদের দিনকে ঘিরে সবার মনে থাকে আনন্দ ও উল্লাস। এই দিনে কি খাবেন, কি পরবেন, কোথায় যাবেন, এসব বিষয় নিয়ে আগে থেকে পরিকল্পনা শুরু করেন অনেকেই। ঈদের পোশাক নিয়ে সবার মনেই নানা পরিকল্পনা থাকে। বিশেষ করে ঈদের দিন নারীরা পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে কেমন মেকআপ করবেন, তা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। আসলে ঈদের সাজ সুন্দর না হলে যেন ঈদ উৎসবই ম্লান হয়ে যায়। তবে সাজসজ্জার আগে অবশ্যই আবহাওয়ার দিকে নজর রাখা জরুরি। কোন পোশাক পরছেন ও কীভাবে সাজছেন তা অনেকটাই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। শিল্পঘর আজ-ঈদের নামাজ, ঈদের সাজ-পোশাক, ঈদের মেহেদি এবং বিভিন্ন দেশের ঈদের প্রধান খাবার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আপনাদের সামনে। সবাইরে ঈদ শুভেচ্ছা—**রোকেয়া দীপা**

ঈদের নামাজ

প্রবাসে বিভিন্ন স্টেটে যেখানে মুসলিম কমিউনিটি বসাবাস করে সেখানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে এবং ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়।নানা রঙ বেরং এর পোষাক পরে ছোটবড় পুরুষ ,মহিলা সকলে প্রবাসে বিভিন্ন মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন। প্রতিটি ঈদের জামাতে মুসল্লিদের ভিড় সব সময়ে চোখে পড়ার মতো হয়। ঈদের জামাত শেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ঈদের নামাজ যেখানে হয় সেইসব স্থানে বিভিন্ন রকম খাবার পরিবেশন করা হয়।এছাড়াও ছোট বাচ্চাদের জন্য চকলেট, খেলনা উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। নতুন কাপড় পরে পবিত্র নামাজ শেষে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাসায় বাসায় হাজির হয়ে সবাই ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ঈদের সালামি আদায়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এই ঈদ সালামি বাচ্চাদের জন্য ঈদের আনন্দকে দিগুণ দেয়।

ঈদের সাজ পোশাক

ঈদ মানেই নতুন পোশকের সঙ্গে সুন্দর সাজে নিজেকে উপস্থাপন করা। এছাড়া ঈদের সাজটা সুন্দর না হলে যেন ঈদ উৎসবটাই ম্লান হয়ে যায়। মেয়েদের সাজে সময় ও আবহাওয়া বুঝে পোশাক বাছাই করা দরকার বলে অনেকে মনে করেন। এই সাজ-পোশাক নিয়ে কথা হয় ফাইজার এর প্রোসেস সেনট্রিক টিম ম্যানেজার এবং চিত্রপট বুটিক এর কর্ণধার প্রজ্ঞা পারমিতার সাথে। তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে ফ্যাশন খুব পরিবর্তনশীল। কিছুদিন পরপর হাওয়া বদলের সাথে আমরা ফ্যাশনে একটা নতুন চল দেখতে পাই এবং এটি অনুসরণ করা শুরু করি। খুব গর্বের সাথে বলতে চাই যে, এই মুহুর্তে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই ফ্যাশন আবর্তীত হচ্ছে। ঈদ উদযাপনে আমরা তারই প্রতিফলন দেখব বলে আশাবাদী। এবারের ঈদে সাজপোশাকে দেশীয় জামদানি, মসলিন আর টাঙ্গাইলের শাড়ি প্রধান্য পাবে বলে মনে হয়। তার সাথে সাথে বরাবরের মতন অন্যান্য দেশের সালোয়ার কামিজ এরও চল দেখা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীত প্রায় চলে যাচ্ছে এবং বসন্ত শুরু হচ্ছে। পোষাকের বিভিন্ন উপকরণ, রঙ এবং বৈচিত্র নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য এটি একটি খুব মিষ্টি আবহাওয়া। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনীতে প্যাস্টেল রঙের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন ক্রেতারা। ঈদের সকালটায় খুব ব্যস্ত সময় কাটে। তাই সকালের সাজটা ন্যাচারাল হওয়াই ভাল। এসময় খুব হালকা মেকাপ আর প্যাস্টেল রঙা শাড়ি বা কামিজে নিজেকে সাজানো যায়। এতে করে স্নিগ্ধতা এবং আরাম দুটো দিকই প্রকাশ পাবে।হাজারো কাজের মাঝে নিজের জন্য একটু সময় বের করে, দিনের শুরুটাও উপভোগ করা যাবে। শাড়ি অথবা কামিজ, তার সাথে খুব হালকা মেকআপ করে নেওয়া যেতে পরে।। একটু কনসিলার, পাউডার ফাউন্ডেশন, সাথে লাইট ব্রোঞ্জার এবং ব্লাশ মানানসই হবে। চোখের সাজটা টেনে দেওয়া যেতে পারে কাজল দিয়ে আর সাথে মাসকারা। মিষ্টি কোন সুগন্ধি দিয়ে সকালের সাজের পূর্ণতা হবে। তবে রাতের সাজটা হতে হবে গর্জিয়াস এবং আকর্ষণীয। একটু ভারী ধাঁচের শাড়ি, গাউন বা কামিজ মানানসই হবে। হালের ফ্যাশন হল বাহারি ব্লাউজ। খুব

স্টাইলিশ বা ভরাট কাজের ব্লাউজ আর ম্যাচিং জুতো কিন্তু পুরো লুকটাকে একটা আলাদা মাত্রা দিবে। সাথে ভারী বেস মেকআপ, প্রচুর হাইলাইটার আর পোষাকের সাথে মিলিয়ে চোখের সাজ। প্রিয় সুগন্ধির সাথে আপনার পছন্দের গয়না পরতে কিন্তু ভুলবেন না!"

ঈদের মেহেদি

মেহেদি ছাড়া ঈদ অসম্পূর্ণ মনে হয়। মেহেদি পরার এই আনন্দ বর্ণিল হয়ে রঙ ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে। ঈদের আনন্দকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। উৎসব আর মেহেদি এই নাম দুইটা এক সুতায় গাঁথা। মেহদি দিয়ে হাত রঙ্গিন করা ছাড়া কোনো আনন্দ উৎযাপন করা যেন পরিপূর্ণতা পায়না।

প্রাচীন কাল থেকে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে পালাপর্বনে সবকিছুতেই মেহেদি ব্যবহার হয়ে আসছে। ঈদ আসলে যেন মেহেদির ব্যবহার আরো বেশি বেড়ে যায়। চাঁদ রাতে হাতে মেহেদি লাগানোর প্রচলন অনেক আগের থেকে রয়েছে। ঈদের একদিন আগে হাতে মেহেদি লাগালে এর রং অনেক ভালো থাকে বলে চাঁদ রাতে অনেকই মেহেদি হাতে লাগায়। ঈদের সাজে মেহেদি হয়ে উঠে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ধারণা করা হয় মুহম্মদ সা: এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের মেহেদি ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী করেছেন। এছাড়া নারীদের সাজের একটা সুন্দর অংশ হচ্ছে মেহেদি। ভারতীয় উমহাদেশে একসময় মেহেদির ব্যবহার মুসলিম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।পরবর্তীতে মোগল সম্রাজ্যের জনগণ এইটা প্রসারিত করেন।

মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু হলেও পরবর্তীতে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। এখন মানুষ এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছেন। একেক দেশে একেক ভাবে মেহেদি ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে এমনকি এই প্রবাসেও ঈদের রঙ আরো রঙিন করতে মেহেদির ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে টিউব মেহেদি ব্যবহার বেশি হলেও সব সময় এমন ছিলনা চিত্র। গাছের পাতা ছেঁড়া থেকে বাটা পর্যন্ত একটু একটু করে ঈদের আনন্দের রঙ পরতে পরতে ছড়িয়ে রূপ নিতো পারিবারিক উৎসবে। কালের বিবর্তনে বাটা মেহেদি যেমন স্থান পেয়েছে বাণিজ্যিক টিউবে তেমনি নকশায় এসেছে ভিন্নতা। নানা রকম সজ্জার সাথে মানান সই মেহেদি আলপনায় নিজের সৌখিনতা ফুটিয়ে তুলতে পেশাদার নকশাদারের দারস্থ হন অনেকেই। তাই চাঁদরাতে জ্যাকসন হাইটসে, ব্রুকলিন চার্লস মেকডোনাল্ড, জ্যামাইকা, এডিসন , পিটারসন সহ অনেক জায়গায় মেহেদি পরানোর ভিড় চোখে পড়ার মত দেখা যায়।

আধুনিকতার এই যুগে মেহেদি লাগানোর অনেক পরিবর্তন আসলেও একে ঘিরে পারিবারিক উৎসবে রঙ হারায়নি এত টুকুও। বরং চাঁদরাতে মেহেদি উৎসব পারিবারিক বন্ধন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

রিমি রুম্মানের ঈদ আনন্দ

নিউইয়র্ক এর কুইন্স এ বাস করেন রিমি রুম্মান। চমৎকার গদ্য, গল্প লিখেন তিনি। তাঁর লেখায় একটা গভীর বোধ, উপলব্ধি থাকে যা সহজেই পাঠকদের মুগ্ধ করে। ঈদ আনন্দ নিয়ে রিমি রুম্মান জানান,

"বদলে গিয়েছে প্রবাসে ঈদ উদযাপনের ধরন। প্রায় তিন দশক আগে আমি যখন দেশ ছেড়ে এই নিউইয়র্ক শহরে আসি, তখন আমার কাছে ঈদ মানেই ছিল

নিঃসঙ্গ বেদনার নাম। অতিশয় কষ্টের একটি দিন। স্বজন-সান্নিধ্যের জন্য হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসের দিন। এই শহরে কোথাও ঈদের আমেজ ছিল না। কেনাকাটার ধুম ছিল না। বন্ধু-পরিজন ছিল না। ঈদের দিন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম। অন্য আর সব দিনের মতোই খুব নীরবে কেটে যেত দিনটি। সময়ের সাথে সাথে আমাদের বন্ধু-স্বজন বেড়েছে। মুসলিম কমিউনিটি বিস্তৃত হয়েছে। ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে রমযান পালিত হচ্ছে। রেস্তোরাঁগুলোয় ইফতারের ব্যাপক আয়োজন চলে। জমজমাট ঈদ-শপিং, ঈদ-মেলা উৎসবের আনন্দকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

গত বছর ঈদের কয়দিন আগে আমার এক বন্ধু বাংলাদেশ থেকে নিউইয়র্ক এসেছিল অফিশিয়াল ট্যুরে। চাঁন-রাতে তাঁকে জ্যাকসন হাইটস-এ নিয়ে গিয়েছিলাম। মেহেদি উৎসব, আতশবাজি ফোটানো, ভিড়ভাট্টা আর ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাঁকডাক দেখে সে বিস্ময়ে চোখ গোলাকৃতি করে বলল, 'প্রবাসে তোদের ঈদ-আনন্দ তো দেশের আনন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছে রে!' উৎসবের আনন্দ শুধু জ্যাকসন হাইটস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ব্রংক্স সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

এবার আসি, কীভাবে আমরা পরিবার নিয়ে ঈদ উদযাপন করি, সে বিষয়ে। একমাস সিয়াম সাধনা শেষে ঈদ-আনন্দ মানেই এক মহামিলন। প্রবাসে জন্ম ও বেড়ে ওঠা সন্তানদের নিয়ে আমাদের বিশাল বন্ধু-বাহিনী। বিধায় সকলে মিলে আগে থেকেই পরিকল্পনা থাকে ঈদের দিনটি কেমন করে সাজাবো। ভোরের দিকে পাঞ্জাবি-পাজামা পরে সকলে নামাজ আদায় করতে চলে যায়। নামাজ শেষে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে। এটি সকলকে সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও ভার্তৃত্বের বন্ধনে নতুন করে আবদ্ধ করে। তারপর কোনও এক বন্ধুর বাসায় সকলে মিলিত হই। সেখান থেকে একে একে আমাদের সব কয়টি গাড়ি ছেড়ে যায় পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। সব বন্ধুদের বাসায় ঢুঁ মারতে হয়। কিছু না কিছু খেতে হয়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য দিনব্যাপী সকলে এক সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানো। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে চলে যাই প্রকৃতির সান্নিধ্যে। অনেকটা বিশাল এক একান্নবর্তী পরিবারের মতো ঘাসের ওপর বসে একত্রে খাওয়া-দাওয়া চলে। নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীরা ঈদের ছুটি পাওয়ায় আমাদের সন্তানদের ঈদ-আনন্দ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। দিনভর ঘোরাঘুরি, আড্ডা, খাওয়া, একত্রে সময় কাটানো শেষে সীমাহীন আনন্দ নিয়ে আমরা বাড়ির পথে ফিরি মধ্যরাতে।

বিদেশ-বিভূঁইয়ে এমন একটি অসাধারণ উৎসবের দিন কাটাতে পেরে সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা।"

ঈদের খাবার

নতুন পোশাকে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি ঈদের অন্যতম আকর্ষণই থাকে মিষ্টি, ঝাল স্বাদের মুখরোচক নানান খাবার-দাবার। তবে দেশ ভেদে ঈদের ঐতিহ্যবাহী খাবারে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, তুরস্কে 'লোকুম' যা হরেক রঙের মিষ্টির টুকরো। এই 'লোকুম' মূলত টার্কিশ ডিলাইট। মরোক্কোতে ঈদের বিশেষ খাবারের নাম হলো 'তাজিন।' ঐতিহ্যগতভাবে এই রান্নাতে ব্যবহার করা হয় মাটির পাত্র যেটার নাম তাজিন। আর ওই মাটির পাত্রের নামানুসারে রান্নার নামকরণও হয়েছে তাজিন। সাধারণত ভেড়া ও গরুর মাংস দিয়ে তৈরি করা হয় এই খাবারটি। তবে মাংসের সাথে নানারকম সবজি ও মশলার মিশ্রণও থাকে এতে।

আফগানিস্তানের 'বোলানি', এবং বসনিয়ার এতিহ্যবাহী এক খাবার হলো 'তুফাহিজা।' এই বিশেষ রেসিপিটি ঈদসহ বিশেষ দিনে বসনিয়ানরা তৈরি করে থাকেন। আপেল সেদ্ধ করে তৈরি করা হয় এটি। সেদ্ধ আপেলের মধ্যে আখরোট বাদামে ভরাট করা হয় এবং হুইপড ক্রিম দিয়ে উপরে সাজানো হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে ল্যাম্ব রোস্ট ও মাখন দিয়ে তৈরি কুকি বা বিস্কুট এবং ঈদ আয়োজনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মাংসজাতীয় খাবার বিশেষ করে 'ল্যাম্ব রোস্ট' ভীষণ জনপ্রিয়। বিভিন্ন দেশে অবশ্য এর ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন-সিরিয়া, লেবাননে এর নাম - মামুল, ইরাকে একে বলা হয় ক্লাইচা এবং মিশরে এর নাম কাহাক। লেবাননে ঈদ উদযাপন মামুল ছাড়া অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশ সহ পুরো দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ঈদের দিনে সেমাই পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় হাতে বানানো চালের সেমাইও পরিবেশন করেন। শুধু ঘি, চিনি দিয়ে সেমাই রান্না করা যায়। আবার ঘন দুধ ও চিনি দিয়েও অনেকে রান্না করে থাকেন।

ঘন দুধ দিয়ে রান্না করা সেমাই পাকিস্তান ও ভারতের মুসলিমদের কাছে 'শীর খুরমা' নামে পরুচিত।

মিয়ানমারের মানুষেরা ঈদের দিন তাদের ঐতিহ্যবাহী এক খাবার 'শাই মাই' তৈরি করে থাকেন। আমাদের সেমাইয়ের মতোই রান্না; তবে তা ভিন্ন উপায়ে রান্না করা হয়।

রাশিয়ার জনসংখ্যার কমপক্ষে ১৫ শতাংশ মুসলিম।ঈদের দিনে তাদের অনেকের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার - মানতি। এটি এক ধরনের ডাম্পলিং বা পুলি পিঠা। মাখানো আটার ভেতর ভেড়া বা গরুর মাংসের কিমার পুর দিয়ে তা ভাপে দেয়া হয়। পরিবেশন করা হয় মাখন এবং সাওয়ার ক্রিম দিয়ে।

চীনের বেশিরভাগ মুসলিমদের কাছে ঈদের দিনের প্রিয় খাবার হলো সেখানকার ঐতিহ্যবাহী 'সাঙজা।' ময়দার লেই দিয়ে মোটা করে নুডলস বানিয়ে তা ডুবো তেলে কড়া করে ভাজা হয়।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ঈদ আয়োজনে রাখা হয় নানা ধরনের মুখরোচক মিষ্টি। এর পাশাপাশি থাকে ঐতিহ্যবাহী খাবার 'কেটুপাত'। পাম গাছের পাতায় মোড়া এক ধরনের চালের আটার পিঠার মতো এটি।

ব্রিটেনের মুসলিমদের কাছে ঈদের দিনে জনপ্রিয় একটি খাবার হলো বিরিয়ানি। চাল, মাংস এবং সবজি দিয়ে তৈরি এই মুখরোচক খাবারটির সাথে থাকে দই এবং পুদিনার চাটনি। খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে। ব্রিটেনে বিরিয়ানির জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারণ হলো- এখানকার জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত।

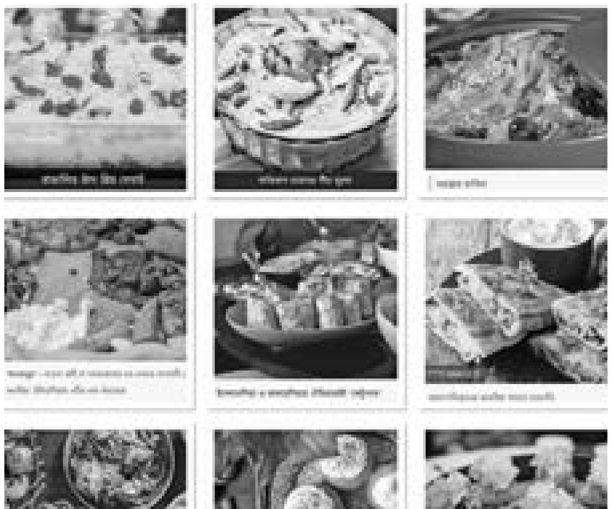

‘বেগম’ পত্রিকা- নারী জাগরণের দীপশিখা

রোমেনা রোজী

মায়ের পাঠমগ্ন দৃষ্টির সামনে মেলে ধরা সচিত্র বেগম, কাজ-খাওয়াদাওয়া শেষে পানের রসে সিক্ত টুকটুকে লাল ঠোঁটে মুখভরা হাসি নিয়ে দিবানিদ্রার আগে মায়েদের হাতে নিয়মিত থাকতো 'বেগম' পত্রিকা। প্রচ্ছদে ছবি থাকত একজন স্বনামখ্যাত বাঙালি নারীর। সেই নারীর উৎসুক চোখ বহির্জগতের দিকে প্রসারিত।

৬০-৭০ দশকে বাঙালি ঘরে মায়েদেরকে নিয়ে স্মৃতির পাতায় এইরকম ছবিই পটে আঁকা আছে।

বালিকা বয়সে কৌতূহল নিয়ে 'বেগম' পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতেই লেখার আগ্রহ জন্ম, তা থেকেই অনেক স্বনামধন্য লেখিকার জন্ম হয়েছে।

সমাজপ্রগতির ক্রমবিবর্তিত বিবরণ পরিবেশন করছে বেগম। সমাজ-ইতিহাসের সচল দলিলরূপে বেগম ‘নারীর ইতিহাস’ অধ্যয়ন ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বেগম সাময়িক পত্রিকাটি উনিশ শতক, বিশ শতকের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসের মধ্যে নিজেই ইতিহাস হয়ে উঠেছে। অর্ধশতাব্দীর খণ্ড ইতিহাসের একটি প্রকাণ্ড আকররূপে বেগম বিবেচিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ২০ জুলাই কলকাতার ১২ নম্বর ওয়েলেসলি স্ট্রিট থেকে প্রথমবারের মতো সাপ্তাহিক বেগম প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎকালীন সওগাত পত্রিকার সম্পাদক নাসিরউদ্দিন। আর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। তাঁর সঙ্গেই কাজ করতেন নাসিরউদ্দিনের একমাত্র কন্যা নূরজাহান বেগম। কিছুদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর কবি সুফিয়া কামাল নিজের ব্যস্ততার কারণে কাজ ছেড়ে দেন। আর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন নূরজাহান বেগম। সেই থেকে ২০১৬ সাল অবধি নূরজাহান বেগমের হাতেই বেগম-এর বেড়ে ওঠা।

এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি। মূল্য ছিল চার আনা।

প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের পর চারদিকে ব্যাপক সাড়া পড়ে। হিন্দু-মুসলমান সবাই সংখ্যাটি সংগ্রহ করে। কারণ হিন্দু-মুসলমান নারীদের জন্য এটিই ছিল প্রথম পত্রিকা। এর আগে নারীদের নিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা কেউ ভাবেননি। প্রথম বর্ষের ১২তম সংখ্যা প্রকাশের পর সুফিয়া কামাল স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। তখন নূরজাহান বেগম পত্রিকাটির হাল ধরেন। বেগম প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নূরজাহান বেগম বলেছেন, ‘মেয়েরা সাহিত্যচর্চা করুক এ উদ্দেশ্য নিয়েই বেগম-এর প্রকাশ। বেগম চায় দেশের মেয়েদের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে, জীবনের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় ও সাহসের সঙ্গে, সার্থকতার সঙ্গে বহন করার বাণী শোনাতে।’

'বেগম' পত্রিকা পরবর্তীতে ব্যাপক খ্যাতি পেলেও এর প্রথমদিকের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। এ পত্রিকার সূচনালগ্নে পুরুষরাও লিখতেন। নারীদের লেখাপ্রাপ্তি ছিল কষ্টসাধ্য বিষয়। কারণ, সামাজিক বাধা ছিল প্রবল। তখনকার দিনে নারীদের হাতের লেখা দেখা, কণ্ঠস্বর শোনা, সাহিত্য চর্চা ছিল নিষিদ্ধ কাজ। সেকারণে নূরজাহান বেগম বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেগম-এর জন্য লেখা সংগ্রহ করতেন। ধীরে ধীরে নারীদের মধ্যে পরিবর্তন এলো। ফলে, একসময় বেগম পত্রিকায় কেবল নারীদের লেখাই স্থান পেত।

তখনকার মায়েদের কাছে বেগম মানেই ছিল এক টুকরো স্বস্তি, আনন্দ আর জ্ঞান আহরণের আকর। শুধু মায়েদের নয়, মেয়ে–বৃদ্ধ সকল বাঙালি নারীর মনের জানালা ও কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল এ পত্রিকা। ঘর-সংসার সামলানো থেকে শুরু করে নারী মুক্তি, নারী জাগরণ, নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা — এ সবকিছুই তুলে ধরা হতো বেগম পত্রিকায়। কুসংস্কার বিলোপের কথা থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জের নির্যাতিত নারীদের চিত্র, জন্মনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জীবনবোধ নারীদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল বেগম-এ।

নারীদের জন্য সচিত্র এ পত্রিকাটির প্রায় পঁচিশ–ত্রিশ পৃষ্ঠার ভেতরে থাকত বিভিন্ন বিভাগ। এতে যেমন সম্পাদকীয় ছিল, প্রবন্ধ ছিল, কবিতা, জীবনী, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস ছিল, তেমনি থাকত সচিত্র মহিলাজগতের খবর, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, প্রশ্ন ও উত্তর, ডাক্তার বলেন, রম্য রচনা, সেলাই, রান্না, ভ্রমণকাহিনী, শিশুমঙ্গল, শিশুদের পাতা, রান্না বান্না, স্বাস্থ্য সুন্দর হালচাল, চিঠিপত্র, পুস্তক সমালোচনা, ছায়াছবির কথা, সংক্ষিপ্ত সংবাদের মতো বৈচিত্র্যময় সব বিভাগ। যেন নারী তার বহির্জগতের পাশাপাশি মনের খোরাক, সাংসারিক জীবনের নানা বিষয়ে জানার সুযোগ পান।

বেগম-এর মাধ্যমে সাংবাদিকতাকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নূরজাহান বেগম। সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, শামস রশীদ, জোবেদা খানম, ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, রাজিয়া মাহবুব, জাহানারা আরজু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, রিজিয়া রহমান, মকবুলা মনজুর, জুবাইদা গুলশান আরা, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, সাইদা খানম, মালিকা আল রাজী, ফোরকান বেগম, দিল মনোয়ারা মনুর মতো বিখ্যাত লেখিকারা লিখতেন বেগমের পাতায়।

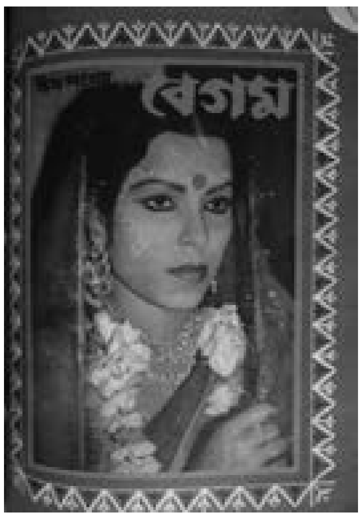

আজ যারা বড় লেখিকা, তাদের বেশিরভাগই তো উঠে এসেছেন এই বেগম-এর হাত ধরে।

১৯৪৮ সাল, ভারত কেবল স্বাধীন হয়েছে। ওরকম একটি সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ছবি তোলাও ছিল একরকম নিষিদ্ধ। আর সেখানে সাপ্তাহিক বেগম-এর প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে ছাপা হয় নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার ছবি। সেই ধারাবাহিকতা আজও ধরে রেখেছে। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় ৫০০কপি এর মূল্য ছিল মাত্র চার আনা। সেই সময় এই কালজয়ী পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধ্যাপিকা শামসুন নাহার মাহমুদ বলেন- ‘আজ ভারতের মুসলমানের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হচ্ছে। বাংলার মেয়েদের হাতের মশাল যে কোন অংশে হীন তেজ হবে না’। সুফিয়া কামাল লেখেন ‘স্থিমিত মুসলিম জীবনে আজ নতুন চেতনা দেখা দিয়েছে’। যেহেতু নারীরা সবসময় নানা বাঁধা ও পারিবারিক জটিলতার সম্মুখীন। বিশেষ করে মুসলিম নারীরা বেশি পিছিয়ে ছিল। তাঁদের মতে , আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার সম্মান ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে , সমাজের সকল স্তরের নারীদের এগিয়ে আনতে হবে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে। এর জন্যে আমাদের মানসিক প্রসার, ও উদারতা সমান মর্যাদার প্রকাশ করতে হবে। ‘বেগম’ পিছিয়ে থাকা মুসলিম নারী লেখক তৈরিতে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে সেই ৫০দশকে।

১৯৬০ থেকে১৯৭০ দশকে বেগম পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২৫ হাজারের মত। ধীরে ধীরে গুণগত মানের কারণে নারী পুরুষ উভয়ের কাছে জনপ্রিয়তায় অর্জন করে। নারী জাগরণ, মুসলিম নারী লেখক সৃষ্টি, নারীদের সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীলতায় উৎসাহ যোগানোই ছিল ‘বেগম’ পত্রিকার প্রত্যাশাও লক্ষ্য। নারীর আত্মউন্নয়ন মূলক আলোচনা, আদিবাসি নারীদের জীবনসংগ্রাম,পরিবার পরিকল্পনা,মনীষীর বাণী ও জীবন দর্শন সমাজের ও গ্রামে নির্যাতনের চিত্র, সামাজিক সচেতনতামূলক পোস্ট, সামাজিক সমস্যা, শিশুলালন পালন,আলোক চিত্র, ভ্রমণ কাহিনী কুসংস্কার বিলোপ, কবিতা ,গল্প, উপন্যাস, রান্না বান্না, সেলাই সুই সূচি, ঘর সাজানো, সাজসজ্জা,সংসারিক টিপস ইত্যাদি বিষয়বস্তু দিয়ে ঢেলে সাজানো হয়ে আসছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এক চমৎকার সুস্থ বিনোদনমূলক পত্রিকা ‘বেগম’। একটা সময় ছিল, যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেখা ছবি সংগ্রহ করা হতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতা শহর যখন অশান্ত হয়ে পড়ে , লেখা সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ওই দুঃসময়ে ফোনের মাধ্যমে লেখা সংগ্রহ করা হতো। পর্যাপ্ত লেখিকার অভাবে নূরজাহান বেগম বাবার পরামর্শে অনুবাদের কাজ শুরু করেন। নাসিরউদ্দিন সব নিজে দেখেই তবেই ছবি ও সবকিছু চূড়ান্ত করতেন। না দেখে প্রেসে ছাপাতে দিতেন না । সমস্ত কাজ নূরজাহান বেগমের হাত দিয়েই করানো হতো। বলা যায় কন্যা সন্তান কে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন ও সাহসিকতার সাথে যুগের পর যুগ এই পত্রিকার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে প্রথম ঈদ সংখ্যা ‘বেগম’ প্রকাশিত হয়। ৬২টি রচনা ছিল। এক রঙা, তিন রঙা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আর্ট পেপারে ছাপা রঙিন ছবি ছিল। অঙ্গসজ্জা ছিল হোয়াইট প্রিন্টিংয়ে। মূল্য ছিল ২ টাকা। কলকাতায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের ছবি সম্বলিত ঈদ সংখ্যাটি।

কলকাতায় বেগমের প্রথম ঈদসংখ্যায় ঠাঁই পেয়েছিল ৬২ জন নারী লেখকের লেখা, যা তৎকালীন অবরুদ্ধ সমাজব্যবস্থায় ছিল দুর্লভ ও বিস্ময়কর। সে লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, প্রতিভা গাঙ্গুলী প্রমুখ। তখন থেকেই ঈদসংখ্যা নিয়মিত বেরোতো। ঈদ সংখ্যা, ইয়া মোটা বই কত নাম করা লেখিকার লেখাতে এক চমৎকার সংকলন! যারা লেখা দিতেন সবার ছবি দেয়া থাকত। প্রথম দিকের পাতা গুলিতে। কবি সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, মঞ্জুশ্রী দত্ত, আসমা আব্বাসী, সেলিনা রহমান , ফাহমিদা আমীন, জাহানারা আরজু, মকবুলা মঞ্জুর, জুবাইদা গুলশান আরা, ঝর্ণা দাস পুরাকায়স্থ, রানু হাফিজ সহ আরো অনেকেই। নারীর চলার পথে শত বাঁধা বিপত্তি কষ্ট যন্ত্রণা, জটিলতা নির্যাতনের কথা উঠে এসেছে নানা ভাবে লেখনীতে, নারীর সুচিন্তা ও মানসিক সৌন্দর্য্য বোধ, সৃষ্টিশীল কর্মকান্ড, চিন্তার বিকাশ ও ভাবনা, কল্পনাশক্তি ফুটে উঠেছে হাজার কবিতায়। যে ভাবনা গুলো প্রকাশে সমাজ সংস্কারে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। এই অসাধারণ পত্রিকা মুসলিম নারীদের প্রগতিশীল ভাবনা, সমাজের নব জাগরণ, আশা আকাঙ্খার দ্যুতি, আত্মউন্নয়নের পথ প্রদর্শক, যা বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম। এ ধারা এখনো চলমান, এটি বেগম-এর ঐতিহ্যেরই একটি অংশ।

১৯৪৯ সালে বিশ্বনবী সংখ্যা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘বেগম’ কলকাতা থেকে তিন বছর প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। প্রথম দিকে ৬৬ নম্বর লয়্যাল স্ট্রীটে সওগাত প্রেস, আর ‘বেগম’এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো ৩৮ নম্বর শরৎগুপ্ত রোডের বাড়ি হতে। তবে কিছুদিন পর লয়্যাল স্ট্রীট থেকেই ‘বেগম’ পত্রিকার কার্যক্রম চলে। ‘বেগম’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ঢাকায় গড়ে ওঠে মহিলা কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীর মহামিলন কেন্দ্র। সমগ্র পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বেগম পত্রিকা স্থাপন করল এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বেগম পত্রিকা ধীরে ধীরে প্রতিটি ঘরে পৌঁছাতে শুরু করে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বলতেন ‘এ ব্যবসা নয়, শুধু ভালোবাসা অর্জন’। নিজস্ব প্রেস হতে নাম মাত্র মূল্যে যুগান্তকারী বেগম পত্রিকাটি বিক্রি করেছেন। ধীরে ধীরে কালের যাত্রায় সাপ্তাহিক হতে মাসিক পত্রিকা হয়েছে।

নূরজাহান বেগম বাবা নাসিরউদ্দিন প্রথিতযশা সাংবাদিক উত্তরাধিকার সূত্রে শুধূ নয় মেধা ও যোগ্যতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পত্রিকা কে তুলে ধরেছেন। যিনি ছিলেন বেগম রোকেয়ার একজন শিক্ষার্থী ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত নারী জাগরণের বহ্নি শিখা। সেই থেকে নূরজাহান আপা একজন সর্বজনীন আপা হয়ে নতুন এক পরিচিতি লাভ করেন। নূরজাহান বেগম বলেন, মেয়েরা সাহিত্য চর্চা করুক। পড়ুক, লিখুক এবং জীবন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধানের চেষ্টা করুক ‘এই উদ্দেশ্য নিয়েই ‘বেগম’-এর প্রকাশ। ‘বেগম’ চায় দেশের মেয়েদের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে জীবনের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় ও সাহসের সঙ্গে, সার্থকতার সঙ্গে বহন করার বাণী শোনাতে। বেগম পত্রিকার মধ্য দিয়ে দিনে দিনে নূর জাহান বেগম তুলে এনেছিলেন নারী মত, নারীর নিজস্ব কথন, নারীকে আত্মসচেতন করেছেন তার অধিকার, নিজের আত্মস্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার বিষয়ে। বাঙালি নারীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিজস্ব চিন্তা ভাবনা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে। বেগম পত্রিকার মধ্য দিয়ে নূরজাহান বেগম নারী জাগরণ ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে অবদান রেখেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

নূরজাহান বেগম জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ‘বেগম’ পত্রিকার সমস্ত দায়িত্ব ভার তাঁর কন্যা ফ্লোরা নাসরিন খানকে দিলেও পিতার মত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কার লেখা যাবে কোন কোন বিষয় থাকবে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। মেয়েদের উৎসাহ দান করার জন্য অনেকের লেখা পরিমার্জন করে প্রকাশ করতেন। ‘বেগম’ পত্রিকা প্রজন্মের পর প্রজন্ম সাংবাদিক, কলামিস্ট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, আলোকচিত্র শিল্পী, সমাজ সংস্কারক, শত মহিলা কবি সৃষ্টি করে গেছে।

বাংলাদেশের নারীদের ছবি তোলা, লেখালেখি, সম্পাদনা, সাংবাদিকতা — এ সবকিছুর যাত্রা শুরু হয়েছিল বেগম পত্রিকার হাত ধরে। নারীদের চিন্তাচেতনা, জানার আগ্রহ, সময় কাটানো, সাংসারিক পরামর্শ, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নিয়ে সচেতনতা — এ সবকিছু বেগমপাঠের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। গোটা তিনটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে এ বেগমকে ঘিরে। সে প্রজন্মের অনেকেই আজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, আবার অনেকেই আছেন, যারা এখনও বেগমকে মনে ধারণ করে রেখেছেন। এখনও অনেকের কাছেই যত্নের সাথে সংরক্ষিত আছে এ পত্রিকার কোনো কোনো সংখ্যা।

বর্তমানে পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগমের বড় মেয়ে ফ্লোরা নাসরীন খান জানান, পত্রিকাটি এখনও বের হচ্ছে মাসিক হিসেবে। তবে আগের মতো পত্রিকার আকারে না, বরং বইয়ের মতো ম্যাগাজিন আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। একসময় যারা লিখতেন — যেমন তাহমিনা সাঈদা, জাহানারা আরজু, আমিনা আখতার, জাহানারা পারুল, বেগম রাজিয়া হোসেইন, শাহান আরা জাকির, সাহানা সুলতানা, শায়লা রহমান প্রমুখ — এখনও তারাই লিখছেন।

বেগম ছিল বাঙালি নারীদের জন্য এক আন্দোলন। সময়, যুগ, কাল পেরিয়ে এ পত্রিকার চাহিদা আজও বহমান। ২০১৬ সালে নূরজাহান বেগমের মৃত্যুর পরও হাল ছাড়েনি বেগম-এর পরিবার। ফ্লোরা নাসরীন খান নিজেই এখন দেখছেন সবটুকু। একসময় তার মা, নানাভাই (মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন) এবং বাবার (রোকনুজ্জামান খান) হাত ধরে প্রগতিশীলতার যে আলোর মশাল জ্বলেছিল, তা যেন কখনো নিভে না যায় এ সংকল্পেই এখনো প্রকাশিত হচ্ছে বেগম।

শার্লক হোমসের পান্ডুলিপি নিলামে, ১২ লাখ ডলারে বিক্রির আশা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

১৮৮৯ সালের গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যা। লন্ডনের ল্যাংহেম হোটেলে জে এম স্টোডার্টের সঙ্গে ডিনার খেতে বসেছেন আর্থার কোনান ডয়েল ও অস্কার ওয়াইল্ড। মার্কিন ব্যবসায়ী স্টোডার্ট লিপিনকোট’স মানথলি ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

ডিনার শেষে বিদায় নেওয়ার আগে ওয়াইল্ড ‘দ্য পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে’ লেখার কথা দিলেন স্টোডার্টকে। এদিকে কোনান ডয়েল রাজি হলেন, ‘দ্য সাইন অব ফোর’ লিখতে, যেটি কালক্রমে পরিণত হয় শার্লক হোমসের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনিগুলির একটিতে।

কোনান ডয়েলের সেই ফলপ্রুস নৈশভোজের বিবরণসহ চিঠি এবং তার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ‘দ্য সাইন অফ ফোর’সহ আরও কিছু সাহিত্যকর্ম সোথেবি’স, নিউইয়র্কে নিলামে উঠছে।

সোথেবি’সের এক বিবৃতিতে বলা হয়, শুধুমাত্র পান্ডুলিপিটি নিলামে ১২ লাখ ডলারে (১৩ কোটি ১৪ লাখ ১০ হাজার ৫৬০ টাকা) বিক্রি হবে বলে আশা করছে তারা।

পাণ্ডুলিপিটি বেশ পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি বানান আমেরিকার রীতিতে সম্পাদনা করেছিলেন স্টোডার্ট। আর কোনান ডয়েল নিজে কিছু শব্দ বদলেছিলেন।

‘কোনান ডয়েলের টিকে থাকা অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতেও, যার বেশিরভাগই যাদুঘরে রয়েছে, খুব কম সম্পাদনা বা পরিবর্তন দেখা যায়’। বলেন সোথেবির বই এবং পাণ্ডুলিপির জন্য আন্তর্জাতিকবিষয়ক সিনিয়র বিশেষজ্ঞ সেলবি কিফার।

দ্য সাইন অব ফোর শার্লক হোমস চরত্রটি নিয়ে লেখা কোনান ডয়েলের দ্বিতীয় উপন্যাস। গোয়েন্দাকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস দ্য স্টাডি ইন স্কারলেট বিপুল জনপ্রিয়তা পেলে স্টোডার্ট একে কাজে লাগাতে পান্ডুলিপিটি চান।

লিপিনকোট’স ম্যাগাজিনে ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। আর আবারও হোমস ও ড. ওয়াটসনের রহস্য-রোমাঞ্চকাহিনি আটলান্টিকের দুই তীরের পাঠকের মনে নাড়া দেয়।

পাণ্ডুলিপিটি শিকাগোর সংগ্রাহক ড. রডনি পি. সোয়ান্তকোর বিশাল সংগ্রহের মাত্র একটি অংশ। দুই বছর আগে মারা গিয়েছিলেন সোয়ান্তকো।

অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে এফ. স্কট ফিটজারাল্ডের লেখা চারটি উপন্যাস, যার একটি হল ‘দ্য গ্রেট গ্যাটসবি’ এর একটি অনুলিপি। যেটায় তিনি নিজের ও স্ত্রী জেল্ডার পক্ষে স্কট অ্যান্ড জেল্ডা লিখে সাক্ষর করেন। এটি আড়াই লাখ ডলারে বিক্রি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

‘ললিতা’র প্রথম সংস্করণর কপিও উঠছে নিলামে। লেখক ভ্লাদিমির নাবোকভ অপর এক লেখক গ্রাহাম গ্রিনের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী ভেরাকে পাঠিয়েছিলেন এমন দুটি কপি পাওয়া যাবে।

নিলামটি আগামী ২৬ জুন সকাল ১০টায় নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে।

উষা

শঙ্খশুভ্র পাত্র

এই দ্বিপ্রহরে দীপ্র, মধ্যরাত মিশে যায়, স্মৃতি
শিশুর সারল্যে তাকে ধরে রাখি, চন্দ্রাহত ডানা
সহমতে রহমত— ঋতাক্ষরে গেঁথে রাখি প্রীতি৷
দূরভাষে এত যে নিকট-সুর ছিল না তো জানা৷৷

অন্তর্মুখী চরাচরে জ্যোৎস্না ঝরে— যে পায় সে পায়৷
মধ্যযামে নীল খামে উড়ে আসে কবিতার চিঠি,
আমি যে দিনানুদিন, আলাদিন, দীনের উপায়
আশ্চর্য প্রদীপে আজও জ্বেলে রাখি আঁধারের ভীতি৷

আসলে সে-অন্ধকার ছন্দোময় সমুদ্রের ঢেউ
হার-না-মানার দৃঢ় অঙ্গীকারে একাকী শপথ...
পথে-পথে আলোগৃহ, সংবেদন, অভাবিত কেউ
দু'হাত বাড়িয়ে দেবে আশাতীত, শান্তির কপোত৷

নিশিরাত ক্রমে ক্রমে আমারই সে-দেশ, বেশভূষা—
যে-রকম তিসিফুলে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে উষা...।

আলোক অনুবর্তী

পিনাকী রঞ্জন মিত্র

মাঝেমাঝে ট্রেন অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে চলে
সেই সময় হঠাৎ যদি কামরার আলো নেভে
কী ভয়ানক!
পাশে সূর্যের ঝলমলে রোদ্দুর নেই
গুহার ভেতর দিয়ে চলে যায় সূর্যহীন খানিকটা দূর
এ যেন জীবনেরই কোনো অন্ধকার সীমানা
তারপর একসময় আঁধার কেটে যায়
ট্রেন চলে আসে আলোকোজ্জ্বল আঁচলায়, তখন
ঝেড়ে ফেলে দিতে হয় অন্ধকারের বীভৎস কাল
মনে থাকে অন্ধকার
আলোও অন্ধকার কালার্ণবের বিপ্রতীপ
তবুও সবুজকে আলোক অনুবর্তী হতে হবেই।

মশা

অমিতাভ সরকার

বড়ো বিপদ,
যেখানেই গাছ দেখা যাচ্ছে সদলবলে ওরা এসে হাজির, অনেক দিন
গোঁফ-দাড়ি না কাটলে চেহারার আসল
দামটা বাড়ে,

সবাই ফোন দেখে কবিতা পড়ছেন,
পড়া মুখস্থ করে আসেননি কেউই

যা হচ্ছে তাতেই হাততালির কেতাদুরস্ত রেওয়াজ,
চিৎকারও বাড়ছে, পরিষ্কার রাখার অনেক উপায়
সবার জানা তবু

সারাদিন প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কবির জন্ম,
করোনার পরে আরও বেশি...

ফেসবুকেই সবার হুল ফোটানোর পরম আশ্রয়স্থল
জামার বোতামে হাত দিতেই আটকে পড়ে সময়,
রোজ এত এত জমলে জল সামলাতেই তো...,
আঙুল আরও বড়ো হচ্ছে, একদিন ডাইনোসরের চেয়েও...

রাস্তায় দেখা হলে আবার না বই গছায়।

বাতাশের দু'পেয়ালা

কোমল দাস

বাতাসের রন্ধ্রদেশে অলৌকিক কতো খেলা চলে
মাতাপিতা দু'টি ভাগে সঙ্গ করে দুটি লীলা পথে
সোম শুক্র বুধে বাম মায়ের কোঠোরে যাত্রা শুরু
বিঘ্নরা পালায় দূরে অমাবস্যা ভাঙে রাঙা চাঁদে
দক্ষিণেতে পিতৃদেব বাকি দিনে সূচনায় এনে
সমস্ত বন্ধন খুলে নদী যায় মোহনা সঙ্গমে।
এই তত্ত্ব জানা হলে তার খোলে সোনালি সোপান
অপঘাতে মরে না সে, স্বরবর্ণে স্বরলিপি গায়
মৃত্যুর নব্বই দিন আগের যে বাতায়ন খোলে
বোঝেন তা মহাজন অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম অনুভবে
বাতাসের দু'পেয়ালা এভাবে ইলশেগুঁড়ি খেলে।

ফড়িং ভাগ্য

স্বপন শর্মা

পাখিদের মতো ফড়িঙের স্বপ্ন ছিল
আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াবে
অথচ সেই স্বপ্নটা ভেঙে যায়
বিধ্বস্ত জেট ইঞ্জিনের হুইসালে।

জবা ফুলের পাপড়ি যেভাবে ভাগ হয়
তাদেরও ভাগ্য বিভক্ত হয়- দলে
অথচ জানে না শালিক ফিঙের সন্ধি
পুঁজিবাদি সূত্রে গাঁথা...

শালিকের ঠোঁটে আহত ফড়িং
যেমন বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর
সাম্যবাদের স্লোগানে মুখরিত জীবন
শোষকের রাজ্যে তবুও বেঁচে থাকা।

কে যেন

তাহমিনা শহীদ

কোথায় যেন প্রলয়ঙ্করী এক ঝড় বয়ে গেল!
কে যেন হাঁটছে, হাঁটছে
শুধুই হেঁটে চলেছে নদীর তীর ঘেঁষে
কার যেন বুকের পাঁজরগুলো পুরনো জানলার
খড়খড়ির মতন, ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছে
কে যেন হঠাৎ খুব একা হয়ে গেল
যেন আনন্দের এক মেলা থেকে,
বাড়ি ফিরবার পথে; একেবারে শূন্য হাতে
এমনকি মাটির পুতুলগুলোও পথে পথে হারিয়ে
খেলাঘরের সব আনন্দ, উল্লাস মুছে দিয়ে
এক মুখ মেঘ নিয়ে কে যেন খুব দুঃখ হয়ে;
ঘরের দাওয়ায় এসে নিশ্চুপ বসে রইল!

কোথায় যেন প্রলয়ঙ্করী এক ঝড় বয়ে গেল!

কলঙ্কিত পালঙ্ক

তুহীন বিশ্বাস

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভরসাস্থল-
নিঃশ্বাস দীর্ঘশ্বাসে প্রতিমুহূর্ত কণ্টকিত;
তবুও চরিত্রটা অদ্ভুত নেশায় মাতাল
পূণ্য ঘুমিয়ে পড়ে পাপিষ্ঠের বালিশে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার সাইনবোর্ড-
সযত্নে ঝুলে আছে দরজার ওপাশে;
কলঙ্কিত পালঙ্কে লাগে পরিত্যক্ত রক্ত
শাড়ির আঁচলে গোঁজা সভ্যতার ভক্ত।

অতঃপর পাঠালে এক টুকরো মেঘ

দীপান্বিতা চৌধুরী

বৈষ্ণব, অবাক করে দিয়ে একদিন বলেছিলে
তুমি হলে বৃষ্টি ভেজা পুইয়ের লতানো ডগা
বলেছিলে, তোমায় দিলাম পৃথিবীর সমস্ত সবুজ।

করোতল ভর্তি সবুজ নিয়ে এ বর্ষাও গেল।
অথচ তুমি বৈশাখীবনে হারিয়ে গেছ স্বেচ্ছায়
দিব্যি দেইনি ফিরে আসার
তুমিও তো বলনি অপেক্ষায় থেকো পদ্ম
দু'জনেই জেনেছি স্বেচ্ছা দূরত্বে কতখানি পূর্ণতা।

অতঃপর!
তুমি পাঠালে এক টুকরো মেঘ।
বিনিময়ে তোমায় পাঠালাম ভেজা মাটি আর
বুনো ফুলের ঘ্রাণ
ভীষণ খরায় হাত পেতেছিলাম তোমার কাছে
ওই এক টুকরো মেঘ আমার সরল উচ্ছ্বাস
অযাচিত অনলে নিজেকে ফোঁটা ফোঁটা পোড়াই
অথচ ওই মেঘটুকু লুকাই সন্তপর্ণে
বৃত্ত বন্দী আমি আর এক টুকরো মেঘ।

যখন নিষিদ্ধ আমি

চর্যা আম্মার

যখন নিষিদ্ধ আমি তোমার মনোজগতে বারবার উঁকি দিয়ে জানলা খোলার চেষ্টা করি, আমি কি আমি? নাকি তোমার প্রেমিক হয়ে যাই-বনে যাই!

পাহাড়ের অভয়ারণ্য দেখে যেমন নির্বিকার বাঘ, আমি তেমন এক চোরা শিকারী। তারপরও আমি নিষিদ্ধ! নিষিদ্ধ বললেও ভুল হবে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে জোর জবরদস্তি করে। এ যেনো অধিকার হরণের মহোৎসব। তারপরও আমি থেমে নেই। আমি থেমে থাকার পাত্র নই। দমে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

চোখে চোখ পড়তেই আমাকে ভেদ করো কামানের গোলার মত। কেউ বুঝে ওঠার আগেই ফিরিয়ে নেয়া চোখ দুটিতে যে ঘোর, তা আর কারো নেই। অথচ আমি নিষিদ্ধ। দেহ জগতে নিষিদ্ধ। মনোজগতে নিষিদ্ধ। আর সবই নাটকীয়। এতসব নাটকীয় নিষিদ্ধতার মাত্রা ভেদ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মানুষ যা নিষিদ্ধ জানে আমি তার ঢের বেশিকিছু। পারতপক্ষে তুমি জানান দিলে জানবে বিষের বাঁশী। বাজবে আর ক্ষয়ে যাবে। তারও আছে অদ্ভুত ক্ষরণ রোগ। যেন ক্ষরণ পরিক্রমা।

একসময় ভাবতাম তোমার মন খারাপের সাথে আকাশের সংযোগ আছে। নীলিমায় ঘেরা আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে যায়। আর মেঘে ঢাকা আকাশ উজ্জ্বল ধবধবে শাদা হয়ে যায়। আবার তোমার চোখে জল দেখে আকাশও অঝোর কেঁদে ওঠে। সবাইকে জানিয়ে দেয় তোমার ব্যথায় ব্যথিত। কিন্তু না, তা নয়! একদমই নয়! নিবিড় পর্যবেক্ষণ শেষে আমি বুঝতে পারি, এটাই বৈচিত্র্য। ফাগুনে যেমন করে প্রকৃতি উদ্বেল হয়, ঠিক যেন তেমনই। আশার প্রদীপ জ্বেলে কারো জন্যে অপেক্ষা। যে অপেক্ষা ফুরাতে চায় না। কতকাল বয়ে চলা নদীও এক সময় চর জেগে ধীরে ধীরে মরে যায়। সরল নিয়তি মেনে আমি অপেক্ষা করি। শ্যামক্লান্ত অধীর অপেক্ষা। শীত শীত অপেক্ষা। জবুথুবু অপেক্ষা। তারপরও নিষিদ্ধতা শিথিল হয় না। মেয়াদ পেরিয়ে দীর্ঘতর হয়। হতে থাকে।

মনোজগতের ঘোর কেটে গেলে, দেহ জগতে নেমে আসে আরো দূর্যোগ! নিষিদ্ধতার মাত্রা আরো বাড়ে আরো বাড়ে। এই নিষিদ্ধতা নিষিদ্ধ জগতের নয়। মনের মিল অমিলের নয়। তাইতো আমি মানি না। মানতে পারি না। আর পারি না বলেই সীমাহীন কষ্ট আমার। দুর্যোগের মত কষ্ট। প্লাবনের মত কষ্ট। বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মত তেজস্ক্রিয় কষ্ট। এত এত কষ্ট পুষে রেখেও আমি নিষিদ্ধ। আমাকে ফেরার করার কষ্ট উপেক্ষা করা যায়। তোমার উপেক্ষা সওয়া যায় না। দিনদিন এই পরিক্রমা আমাকে গিলে খায়। কুরেকুরে খায়। কুড়ে কুড়ে খায়।

আমি আঁধার সয়েছি। প্রাণপণ উপেক্ষা সয়েছি। বারবার নিষিদ্ধ থেকেছি। তারপরও তোমাকে ভুলে যেতে পারিনি। একদা যে তুমি আমার অবারিত আকাশ দেখায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলে। সে তুমি নদী ফুল পাখি প্রকৃতি সবকিছুতেই দিয়েছিলে অবরোধ। আমি যেন একটা দেশ! যার কোন মিত্রশক্তি নেই। প্রাণের আবেশ নিয়ে যে মেতে উঠতে পারে না। এত এত অবরোধ আর নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে আটকে খেই হারাই। নিজস্বতা বলে যা ছিল সবই হারিয়ে মরিচা ধরা লোহার মতই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলি। আর এতেও তুমি ক্ষান্ত দাওনি।

বল, আমার ওপর কেন এত আক্রোশ তোমার? ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে এই অবরোধ কিংবা যে কোন অপবাদ আমিও সয়ে যাব। আমার ভেতরকার আমাকে ফিরে পেতে দাবী জানিয়ে যখন কাজ হয় না, তখনই তোমার কাছে সরল আবদার নিয়ে হাজির হই। তুমি তাতেও সায় দাও না! আমি নিজের সাথে নিজের কথা বলার অধিকারও হারিয়ে ফেলি। তুমি সেই অধিকার হরণ করে নিজেকে একচ্ছত্র রাজাধিরাজ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করনি। এই যখন অবস্থা তখন আমার মনে বসন্তের বাতাবরণে এক ঝটকা বাতাস এসে কেমন শিরশির অনুভূতির পরশ বুলিয়ে যায়। তুমি পিটপিট চোখে মিটমিট ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে জানান দিলে এতদিনের এত অবরোধ নিষেধাজ্ঞা সবই ছিল সাজানো। সবই নাটক। শুধু আমাকে তোমার করে রাখবার নাটক। আমিও কষ্ট ভুলে তোমাকে স্বাগত জানাই। বুকে টেনে নিতে উন্মুখ হই। তুমিও নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এভাবেই প্রেমের শক্তপোক্ত অবস্থান গড়েছি আমরা। শুধু দু'জনে।

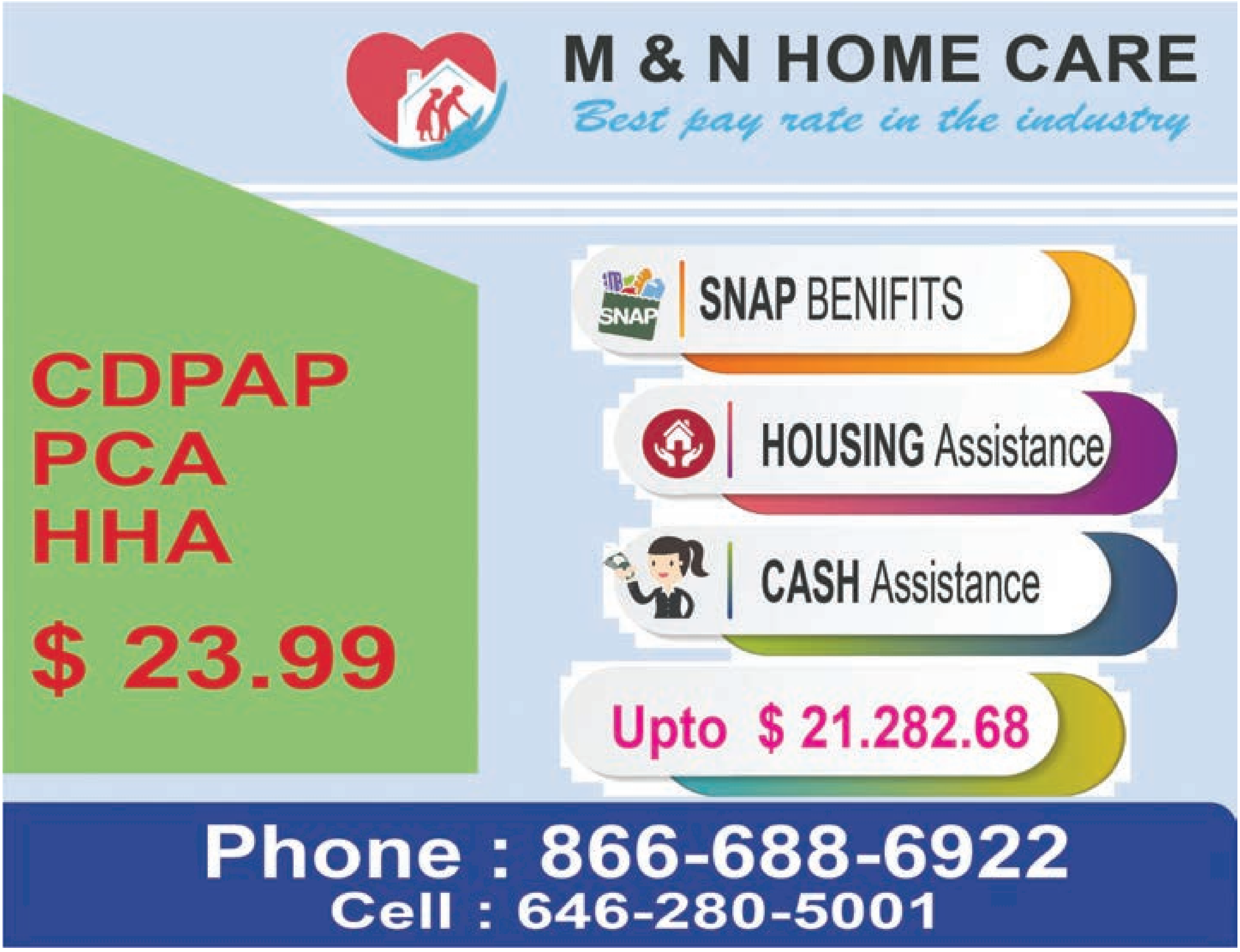
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr,Gee Cee pat
Vice President
Dr,Shajadi Parvin
CEO/President
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

ঈদ মোবারক
হাজার প্রতিকুলতার মাঝেও সকলের জীবনে ঈদ
বয়ে আনুক নির্মল আনন্দ সবাইকে জানাই
পবিএ ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা
The Bari Family
THE BARI ESTATE
BARI HOME CARE

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
11 April 2024, Thursday, Issue 369
১১ এপ্রিল ২০২৪, ২৮ চৈত্র ১৪৩০, ৩ শাওয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৮ম বর্ষপূর্তি

দিনটি মনে থাকবে

রোকেয়া দীপা

শিল্পঘরের দায়িত্ব পেয়ে শিল্পহীন আমিও শিল্পের সন্ধান করি। শিল্পঘর যে পত্রিকার ফিচার পাতা, সেই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার যাত্রার দ্বিতীয় বছর থেকেই এর সাথে আছি। প্রথম আলো মানেই আমার জন্য আনন্দের কিছু, বর্ষপূর্তি মানেই সেই আনন্দের সাথে যুক্ত হয় আকাঙ্ক্ষা। যখন মঞ্জুর ভাই হল কনফার্ম করে আমাকে জানালো, এই বছর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে বুধবার, তখন এক আকাশ না, মনে হলো সাত-আকাশ ভেঙ্গে পড়লো মাথার ওপর। আমি একযুগ নিউইয়র্ক বসবাস করে এখন বাস করছি সাউথ নিউ জার্সিতে, যার দূরত্ব ১১০ মাইল। ট্রাফিক ছাড়াই যেতে লাগে সোয়া দুইঘন্টা। বর ছাড়া কোনোভাবেই নিউইয়র্ক শহরে আসা সম্ভব না আমার পক্ষে। বন্ধুদের কেউ মজা করে বলে, আমি বনবাসে আছি। যাইহোক, বর্ষপূর্তি

রোকেয়া দীপা

অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারব কিনা, সে ভাবনা বুধবার সকাল পর্যন্ত মাথায় দৌড়ঝাঁপ করছিল।

তীব্র মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ে সেদিন দুপুর দেড়টায় গাড়িতে রওনা দিয়েছিলাম।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ভালো লাগায় উত্তরের প্রথম আলো

ঝর্ণা চৌধুরী

সেদিন ছিল ২৭শে মার্চ। আমার জন্য দিনটি ছিল মন খারাপের দিন। সকাল থেকেই আকাশের মন খারাপ ছিল। সেই মন খারাপ সারাদিন ধরেই চললো। মাঝেমধ্যে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। মেঘলা দিনে আমার মন খুব খারাপ থাকে। রোদ ঝলমলে দিন আমার ভীষণ ভালো লাগে।

যাইহোক, মন খারাপের এই দিনে ভালো লাগার মতো একটা ইভেন্টের অপেক্ষা করছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল ইভেন্টে গেলে মন ভালো হয়ে যাবে। 'ভালোর সাথে আলোর সাথে' এই চমৎকার মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে চলা 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র জন্মদিন ছিল। ৮ম বর্ষে পদার্পণ ছিল সেদিন।

গতবারের মতো এবারও প্রথম আলো

ঝর্ণা চৌধুরী

উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ভাই অনুষ্ঠানে যাবার নিমন্ত্রণ দিয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প
প্রচারযুদ্ধে হেরে যাচ্ছে ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

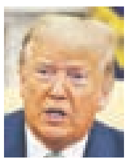

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইসরায়েলকে নিয়ে বিভিন্ন সময় নানান মন্তব্য করে আলোচিত হয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গাজা যুদ্ধ নিয়ে আবার মন্তব্য করলেন তিনি। বলেছেন, প্রচারযুদ্ধে হেরে যাচ্ছে ইসরায়েল।

গত বৃহস্পতিবার একটি রেডিও অনুষ্ঠানে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন ট্রাম্প। এই অনুষ্ঠানে ইসরায়েল

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

দেশে হঠাৎ বেড়ে গেছে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

অপরাধ বিশ্লেষকেরা বলছেন, অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান না থাকায় অপরাধীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে।

ঢাকা অফিস

রামপালে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে গত বুধবার রাতের হামলাকারীরা ছিল অস্ত্রধারী। তারা গুলিও করেছে। এর কয়েক ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার সকালে নরসিংদীতে গুলি করে ৬০ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, সংঘর্ষ, মহড়া, মাদক কারবারসহ বিভিন্ন অপরাধে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হঠাৎ বেড়ে গেছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন পুলিশ প্রশাসনও।

পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। চাঁদাবাজ-ছিনতাইকারীদের কাছেও একাধিক অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। পুলিশ সূত্র বলছে, গত বছর সারা দেশে গুলি করে হত্যার ঘটনাই ঘটেছে ১ হাজার ৪৭১টি। এর বেশির ভাগ ঘটেছে ঢাকা, গাজীপুর, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, কুমিল্লা,

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও আক্রমণ চলমান যুক্তরাষ্ট্রে

ডেস্ক রিপোর্ট

আমেরিকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও আক্রমণ বেড়েছে। ইসলামভীতি বা ইসলামোফোবিয়ার সাথে যোগ হয়েছে গত বছরের শেষ দিকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রসন ঘিরে সৃষ্ট পক্ষপাত। ২ এপ্রিল মঙ্গলবার কাউন্সিল অন আমেরিকান–ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়া হয়েছে।

সিএআইআর তিন দশক আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ নিয়ে তথ্য সংরক্ষণ করতে শুরু করে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৮ হাজার ৬১টি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

একই অঙ্গে এত রূপ

অলকানন্দা রায়

একই অঙ্গে অনেক রূপ বললে যে চিত্রকল্প ভেসে ওঠে, এপি তালুকদারকে দেখলে সে চিত্রকল্পই পাওয়া যায়। তিনি একজন ক্রীড়া শিক্ষক, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের রেফারি, সাইক্লিস্ট, অ্যাথলেট, ম্যারাথনিস্ট ও পর্যটক! তবে অদ্ভুতভাবে তাঁকে বেশি প্রশ্ন শুনতে হয় তাঁর নাম নিয়ে। এপি মানে কী?

সে প্রশ্নটি আমিও করেছিলাম। উত্তরে তিনি জানালেন, তাঁর নাম মৌসুমী আখতার এপি তালুকদার। তবে এপি তালুকদার নামেই তিনি পরিচিত। চিটাগাং গ্রামার স্কুল, ঢাকা নামের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শারীরিক শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন তিনি।

ছোটবেলায় বাইসাইকেল চালানো শিখলেও ২০১৮ সাল থেকে পুরোপুরি

মৌসুমী আখতার এপি

সাইক্লিস্ট হয়ে ওঠেন এপি তালুকদার। অভিযাত্রী নামের একটি সংগঠনের সঙ্গে ১১০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলেন ফরিদপুর। দিনটি ছিল তাঁর কাছে 'স্বপ্নের মতো'। ঢাকায় ফিরে কয়েক দিন পর তিনি সাইকেল

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com